উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮১,৭৮৫.৭৪ (-১১৮.৯৬)
নিফটি : ২৫,০৬৯.২০ (-৪৪.৮০)

কমিশনকে সুপ্রিম হুঁশিয়ারি
ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় যদি কোনও বেআইনি পদ্ধতির প্রমাণ মেলে, তাহলে গোটা প্রক্রিয়াই বাতিল করে দেওয়া হবে। কমিশনকে কড়া হুঁশিয়ারি দিল সুপ্রিম কোর্ট। » ৭

এক দশকে সবচেয়ে কম প্রজনন হার
গত ১০ বছরে রাজ্যে প্রজনন হার কমেছে ১৭.৬ শতাংশ। সম্প্রতি স্যাম্পেল রেজিস্ট্রেশন সার্ভে রিপোর্টে উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৯°	৩০°	২৯°	২৯°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৫°	২৫°	২৫°

দিল্লিতে ইডি'র ম্যারাথন জেরা মিমিকে » ৭

৩০ ভাদ্র ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 16 September 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 120

জাগতে রহো...

দেশের সুরক্ষার স্বার্থে বন্ধু হবে সেনা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

এক্সক্লুসিভ উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : কাশ্মীর মডেলে উন্নয়ন এবং জনসংযোগকে হাতিয়ার করে উত্তর-পূর্ব ভারতে অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে নতুন পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র। আর সেই পরিকল্পনায় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে ভারতীয় সেনা। নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের সমস্যার কথা শুনবেন সেনাকর্তারা। সাধারণের চাহিদা মেটাতে তৈরি করবেন পরিকল্পনা। সীমান্ত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নেও কাজ করবে বাহিনী। শুধু বন্দুক হাতে নয়, বন্ধু হিসাবে উত্তর-পূর্বের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াবেন জওয়ানরা। মণিপুর সফরে গিয়ে সেনার বিভিন্ন শাখার সঙ্গে আলোচনা ও নানা রিপোর্ট পর্যালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, তারপরই সেনাকর্তাদের পরামর্শ মেনে নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একগুচ্ছ পদক্ষেপ করেছেন তিনি। সোমবার কলকাতায় সেনা সমাবেশে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ সেনাকর্তাদের সাহায্য নিচ্ছে কেন্দ্র।

সূত্রের খবর, কীভাবে কাজ করবে সেনাবাহিনী তার একটি খসড়া রিপোর্ট তৈরি করবে সেনার ইস্টার্ন কমান্ড। অক্টোবরে সেই রিপোর্ট পর্যালোচনার জন্য বৈঠক বসবে। সেখানে তিন বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় কর্তারা ছাড়াও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা এজেন্সি এবং অন্য আধাসামরিক বাহিনীর আধিকারিকরাও উপস্থিত থাকবেন। জাতি দাঙ্গা, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, অনুপ্রবেশ, মাদক ও অস্ত্র কারবার, নানা কারণে অস্থির উত্তর-পূর্ব ভারতে নয়া পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তা জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হবে বলেই মনে করছেন সেনাকর্তারাও।

চিকেন নেকের নিরাপত্তায় বিশেষ পদক্ষেপ

সূত্রের খবর, মণিপুর সফরে নতুন পরিকল্পনার পাশাপাশি

এরপর দশের পাতায়

গণ অভ্যুত্থান রুখতে শা'র সমীক্ষা

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : বদলে গিয়েছে স্থান, কাল, পাত্র। বিক্ষোভের মুখগুলোও আলাদা। কিন্তু ধরন সেই একই। ভারতের নিকটতম তিন প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও নেপালে গণ অভ্যুত্থানের জেরে সরকার পতনের পর তাই সিঁদুরে মেঘ দেখছে ভারত। সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করাকে কেন্দ্র করে জেন জেডের আন্দোলনের জেরে যেভাবে হিংসা ছড়িয়েছে নেপালে, তাতে বাইরের শক্তির ইন্ধন থাকতে পারে বলেও চর্চা শুরু হয়েছে। এমন আবহে এ ধরনের আন্দোলন যাতে ভারতে ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্য ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে অমিত শা'র মন্ত্রক।

সূত্রের খবর, ১৯৭৪ সালের পর থেকে দেশে হওয়া সমস্ত বড় বিক্ষোভ-আন্দোলনের ওপর বিস্তারিত সমীক্ষা চালানোর জন্য ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিপিআরঅ্যান্ডডি)-কে। প্রতিবেশী দেশে গণ অভ্যুত্থানে কোনও বহিঃশক্তির ইন্ধন আছে কি না, তা খতিয়ে দেখাই এই সমীক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো আয়োজিত 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজিস কনফারেন্স-২০২৫'-এর দু'দিনের সম্মেলন হয়েছে। সেখানেই এই নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বিশেষ করে 'স্বার্থান্বেষী মহল'-এর দ্বারা পরিচালিত গণ আন্দোলন রুখে দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। এর ওপর ভিত্তি করে একটি আদর্শ কার্যপ্রণালী বা এসওপি তৈরি করা হবে, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।

এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য বিপিআরঅ্যান্ডডি একটি বিশেষ দল গঠন করছে। এই দলটি বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ বিভাগ এবং সিআইডি-র পুরোনো মামলার নথি এবং রিপোর্ট সংগ্রহ করবে। এটি শুধু আন্দোলনের পদ্ধতিগত দিক বিশ্লেষণ করবে না, বরং এর আর্থিক দিকটি উন্মোচন করাও হবে এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এর জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-ইন্ডিয়া (এফআইইউ) এবং সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি)-এর মতো আর্থিক

এরপর দশের পাতায়

সতর্ক ভারত

সমীক্ষার লক্ষ্য : ভবিষ্যতের গণ আন্দোলন প্রতিরোধ এবং এর পিছনের 'স্বার্থান্বেষী মহল' ও বহিঃশক্তির যোগসূত্র উন্মোচন

প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশ ও নেপালের মতো প্রতিবেশী দেশে সাম্প্রতিক গণ অভ্যুত্থানের ঘটনা

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা : ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিপিআরঅ্যান্ডডি)

সমীক্ষার বিষয় : ১৯৭৪ সাল থেকে ভারতে হওয়া সকল বড় বিক্ষোভ ও আন্দোলন

বিশ্লেষণের ক্ষেত্র

- আন্দোলনের মূল কারণ ও পদ্ধতি
- আর্থিক উৎস এবং অর্থের প্রবাহ (ফিন্যান্সিয়াল ট্রেল)
- নেপথ্যের শত্রুর ভূমিকা
- বৈদেশিক শক্তির সম্ভাব্য প্রভাব ও ইন্ধন

অন্য পদক্ষেপ

সন্ত্রাসদমনে : ইডি, এফআইইউ-আইএনডি, সিবিডিটি-এর মতো আর্থিক তদন্তকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কের অর্থায়ন চিহ্নিত করা

ধর্মীয় সমাবেশে : জনসমাগমে পদপিষ্ট হওয়া বা হুড়োহুড়ির কারণ খুঁজে এসওপি তৈরি করা

পঞ্জাবের নিরাপত্তা : খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অপরাধ দমনে এনআইএ, বিএসএফ ও এনসিবি-কে আলাদা কার্যপদ্ধতি তৈরির নির্দেশ

জেল থেকে অপরাধ : জেল থেকে পরিচালিত অপরাধী নেটওয়ার্ক ভাঙতে বন্দিদের অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের প্রস্তাব

সাজছেন উমা। নদিয়ার একটি মৃৎশিল্পালয়ে। সোমবার। -পিটিআই

জলসংকটে ভোগান্তি শহরে

ফুঁসছে তোর্ষা, ব্যাহত পরিষেবা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৫ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে ফের পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে কোচবিহার শহর। সোমবার শহরের ১৮ হাজার বাড়িতে পৌঁছায়নি তোর্ষার পানীয় জল। মারাত্মক সমস্যায় পড়েছেন শহরের বাসিন্দারা। শহরে তোর্ষা নদীতে জল বাড়লেই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ভিতরে আবর্জনা ঢুকে যায়। এতে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ ব্যাহত হয়। আর এর ফলেই পানীয় জল সরবরাহে সমস্যা দেখা দেয়। দু'দিন পরপরই পানীয় জল নিয়ে এ ধরনের সমস্যা দেখা দেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে কোচবিহার পুরসভার ভূমিকা নিয়ে। আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, পুজোতে এবার টানা বৃষ্টি হবে। ফলে তোর্ষা নদীতে জল বাড়বে। আর জল বাড়লেই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে আবর্জনা ঢুকে এই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে পুজোর মধ্যেও পানীয় জলসংকটের সম্ভাবনা রয়েছে। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টকে আবর্জনামুক্ত করে জল সরবরাহ করার মতো পরিকাঠামো আজও পর্যন্ত পুরসভা গড়ে তুলতে পারেনি। যার ফলে শহরবাসীর মধ্যে বাড়ছে ক্ষোভ।

কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'ডুবুরি নামিয়ে পাইপের মুখ থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করার চেষ্টা চলছে। তবে নদীতে স্রোত থাকায় সেই কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে। আশা করছি শীঘ্রই ফের পানীয় জল সরবরাহ শুরু করা যাবে।'

শহরে জল সরবরাহ বলতে দুটি প্রকল্প রয়েছে। একদিকে তোর্ষা নদী থেকে সরাসরি জল তুলে তা সরবরাহ করা হয়। অন্যদিকে, মাটির নীচ থেকে পাম্পের সাহায্যে জল তুলে তা দেওয়া হয়। এই দুটি প্রকল্পে শহরে প্রায় ৩০ হাজারের মতো জলের সংযোগ রয়েছে। এর মধ্যে তোর্ষার জলপ্রকল্পে প্রায় ১৮ হাজারের মতো সংযোগ রয়েছে। কিন্তু এই দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হলেও পানীয় জলের সমস্যা কোনওভাবেই মিটছে না। কারণ নদীতে জল বাড়লেই পাইপের মুখে আবর্জনা জমে জল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যে কারণে কখনও ভালভ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনও পাইপ ফেটে গিয়েও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। অপরদিকে, মাটির নীচ থেকে পাম্পের সাহায্যে জল তুলে বাসিন্দাদের যে জল দেওয়া হয় সেখানেও সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, পাম্পগুলি বহু পুরোনো হওয়ার কারণে মাঝেমধ্যেই সেগুলি খারাপ হয়ে পড়ছে। আবার দীর্ঘদিন ধরে এক জায়গা থেকে জল তোলার কারণে কোনও কোনও জায়গা থেকে ঠিকঠাক জল উঠছে না। এছাড়া বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সমস্যা তো রয়েছেই। আর এসব কারণে পানীয় জল পাওয়া নিয়ে বাসিন্দাদের প্রায়ই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

এদিন তোর্ষার জল সরবরাহ হয়নি। যার ফলে পানীয় জল নিয়ে ব্যাপক সমস্যায় পড়েন পুরসভার হাজার হাজার বাসিন্দা। পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার চন্দনা মোহন্ত বলেন, 'পাইপের মুখে আবর্জনা জমে যাওয়ায় জল তোলা যায়নি। যে কারণে এদিন জল আসেনি। বাসিন্দারা সমস্যায় পড়েছেন।' কোচবিহার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের আশ্রম রোডের বাসিন্দা রত্না চক্রবর্তীর কথায়, 'পানীয় জল সরবরাহ হয়নি। খুবই সমস্যায় পড়েছি।' পানীয় জলের এই সমস্যা এখন পুরসভা কবে সমাধান করতে পারে সেটাই এখন দেখার।

সরবরাহে ব্যাঘাত

- শহরের ১৮ হাজার বাড়িতে পৌঁছায়নি তোর্ষার পানীয় জল
- নদীতে জল বাড়লেই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ভিতরে আবর্জনা ঢুকে যায়
- এর ফলেই পানীয় জল সরবরাহে সমস্যা দেখা দেয়
- ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টকে আবর্জনামুক্ত করে জল সরবরাহ করার মতো পরিকাঠামো পুরসভা গড়ে তুলতে পারেনি

মা আসছেন **১২** দিন পর

কথায় কথায়

কেরলে সিপিএমের পালটিতে অবাক সবাই

আশিস ঘোষ

সবই বাবা আয়াপ্পার লীলা। আগামী শনিবার কেরলে ভগবান আয়াপ্পাকে নিয়ে শীর্ষ সম্মেলন হচ্ছে। যার উদ্যোক্তা এবং পৃষ্ঠপোষক সেখানকার সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার। এই তিনদিনের সম্মেলনে শিব এবং বিষ্ণু অবতার মোহিনীর পুত্র চিরকুমার আয়াপ্পাকে নিয়ে নানারকম ধর্মচর্চা হবে। দেশ-বিদেশের আয়াপ্পার ভক্তরা সেখানে আসবেন। থাকবেন পাশের রাজ্য তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। সম্মেলনের জায়গায় লাল পতাকা থাকবে কি না, জানা যায়নি এখনও।

বেশিদিনের কথা নয়। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল, শবরীমালায় আয়াপ্পার মন্দিরে রজস্বলা মহিলারাও যেতে পারবেন।

এরপর দশের পাতায়

স্নাতক স্তরে ভর্তিতে উদ্বেগ

কলেজগুলিতে আসন বাড়লেও পড়ুয়া কই

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৫ সেপ্টেম্বর : কলকাতার প্রতি টান! নাকি উচ্চশিক্ষায় অনীহা? প্রথম পর্যায়ে স্নাতকস্তরে ভর্তিপ্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরও জেলার কলেজগুলিতে কোথাও ৬০ শতাংশ, কোথাও আবার ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ আসনই ফাঁকা রয়েছে। কলেজগুলিতে এখনও এত সংখ্যক আসন ফাঁকা থাকায় চিন্তায় পড়েছেন শিক্ষাবিদরাও। বিশেষত, গ্রামীণ এলাকার কলেজগুলিতে পড়ুয়া 'কম' ভর্তি হওয়ায় উদ্বেগে রয়েছেন অধ্যক্ষরাও। গত বছরের তুলনায় এবছর পড়ুয়া কম ভর্তি হওয়ায় হতাশার সুর মেখলিগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ মিঠু দেবের গলায়। তাঁর কথায়, 'মপ আপ রাউন্ডেও আমাদের সেরকম লাভ হয়নি। এতে শহরের কলেজগুলি আখেরে লাভবান হলেও গ্রামীণ কলেজগুলিতে দিন-দিন পড়ুয়ার সংখ্যা কমছে। এভাবে চলতে থাকলে গ্রামীণ কলেজগুলি ছাত্রসংকটে ভুগবে।'

জেলার ১৫টি ডিগ্রি কলেজ মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার আসন রয়েছে। স্নাতকস্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পড়ুয়াদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সুবাদে রাজ্যের প্রতিটি কলেজেই আসন সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু আসন সংখ্যা বাড়লেও কলেজগুলিতে সেভাবে ভর্তি হয়নি পড়ুয়া। শিক্ষাবিদদের অনেকেই বলছেন, একেই এবছর উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়ার সংখ্যা গতবারের তুলনায় কম। তার ওপর অধিকাংশ কলেজে আবেদনও গত বছরের তুলনায় কম জমা পড়েছে।

শহরের কলেজগুলি বাদ দিলে গ্রামীণ কলেজগুলির পরিস্থিতি অত্যন্ত করুণ। গ্রামীণ এলাকার বক্সিরহাট মহাবিদ্যালয়ে ২৭০০টি আসন থাকলেও সেখানে এখন পর্যন্ত মাত্র ১৫৩ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে। কলেজটিতে ২৫৪৭টি আসন এখনও ফাঁকা রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হলেও আদৌ কতজন পড়ুয়া শেষ পর্যন্ত থাকবে, তা নিয়ে চিন্তিত সেখানের অধ্যাপকরাও।

চিন্তা যেখানে

- কোথাও ৬০ শতাংশ, কোথাও আবার ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ আসনই ফাঁকা
- গ্রামীণ এলাকার কলেজগুলিতে পড়ুয়া 'কম' ভর্তি হওয়ায় উদ্বেগ
- জেলার ১৫টি ডিগ্রি কলেজ মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার আসন রয়েছে
- ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সুবাদে প্রতিটি কলেজেই আসন সংখ্যা বেড়েছে
- আসন সংখ্যা বাড়লেও কলেজগুলিতে সেভাবে ভর্তি হননি পড়ুয়া

এরপর দশের পাতায়

পরিদের কাছে কুসুমদিদিই 'মা দুর্গা'

স্কুল যাওয়া শিকেয় উঠেছিল হাতি আর চিতাবাঘের ভয়ে। সবাই যখন অ-আ-ক-খ ভুলতে বসেছে তখন এগিয়ে এসেছিলেন কুসুমদিদি।

মর্ত্যের উমা

পূর্ণেন্দু সরকার

রামশাই, ১৫ সেপ্টেম্বর : মা এবার গজবাহিনী। সঙ্গে আসছেন লক্ষ্মী-সরস্বতীও। হাতিতে চড়ে আসছেন দেবী। অথচ এই হাতিদের জন্যই সরস্বতীর আরাধনা বন্ধ হওয়ার জোগাড় পরি, সঞ্জনা, রামেনদের।

ভেলোরডাঙ্গা বনবস্তি। রামশাইয়ের জঙ্গল পেরিয়ে যাদবপুর চা বাগানের শেষপ্রান্তে ছোট্ট এই বনবস্তির খুদে পড়ুয়াদের স্কুল যাওয়া শিকেয় উঠেছিল হাতি আর চিতাবাঘের ভয়ে। সবাই যখন অ-আ-ক-খ ভুলতে বসেছে তখন এগিয়ে এসেছিলেন গ্রামেরই কুসুমদিদি। সেই থেকে রোজ বিকেলে নিয়ম করে কুসুমদিদির পাঠশালায় চলে যায় ওরা। পরি-সঞ্জনাদের কাছে কুসুমদিদিই তাই মা দুর্গা, মা সরস্বতী।

ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাইয়ের যাদবপুর চা বাগানের ভেতর দিয়ে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের শেষ সীমান্তে ভেলোরডাঙ্গা বনবস্তি। শিবু মুন্ডার মেজো মেয়ে কুসুম ময়নাগুড়ি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। বনবস্তির ২০টি ঘরের মধ্যে কুসুমই একমাত্র মেয়ে, যিনি কিনা কলেজে পড়ছেন। প্রতিদিন বিকেলে ৪টে থেকে কুসুমের বাড়িতে দলবেঁধে পড়তে আসে সঞ্জনা, পরি, উদ্দীপরা। সকলেই প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে।

কিন্তু কেন কুসুমের 'স্কুলে' এত ভিড়? ভেলোরডাঙ্গা বনবস্তিতে পা রাখলেই বোঝা যায় তার কারণ। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের একদম গা ঘেঁষে এই বনবস্তি। এখানকার খুদে ছেলেমেয়েরা দু'-তিন কিমি দূরের

ভেলোরডাঙ্গা বনবস্তিতে নিজের বাড়ির বারান্দায় পড়াচ্ছেন কুসুম মুন্ডা।

এরপর দশের পাতায়

বর্জ্য ফেলতে হবে সাফারি গাড়ির ঝুড়িতে

মাদারিহাট, ১৫ সেপ্টেম্বর : আজ মঙ্গলবার থেকে জলদাপাড়া সহ সমস্ত বনাঞ্চলে কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইড চালু হচ্ছে। পাশাপাশি, এবার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে বন দপ্তর। বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'জলদাপাড়া উদ্যানে যত্রতত্র

আবর্জনা ফেললে জরিমানা করা হবে। সাফারির প্রত্যেক গাড়ির ভেতর বাঁশের ঝুড়ি রাখা থাকবে। সেই ঝুড়িতে আবর্জনা ফেলতে হবে। সেই আবর্জনা বিশেষ জায়গায় প্রক্রিয়াকরণের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে।'

বিভাগীয় বনাধিকারিক জানান, অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করতেই এই ব্যবস্থা রাখা হল। এখন থেকে প্লাস্টিকের বোতল, পলিব্যাগ, চিপসের প্যাকেট, পানমশলা-গুটখার প্যাকেট জঙ্গলের ভেতর কেউ ফেললে তাদের বন্যপ্রাণ আইনের ৫৪ ধারা অনুযায়ী জরিমানা করা হবে।

সোমবার সাফারির গাড়ির চালকদের লাইসেন্স, গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট সমস্ত নথি পরীক্ষা করা হয়েছে। সাফারির গাড়ি রাখার জন্য পার্কিং জোন করা হয়েছে।

তিনধারিয়া ১৭ মাইলে টয়ট্রেনের লাইনের উপর থেকে ধস সরাচ্ছেন শ্রমিকরা। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

ফের ধসে ক্ষতি টয়ট্রেনের লাইনে

রাহুল মজুমদার

রংটং, ১৫ সেপ্টেম্বর : ছোট ছোট ধস টয়ট্রেনের লাইনে। এর জেরে আরও কিছুদিনের জন্য বাতিল করা হল এনজেপি থেকে দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা। লাইন মেরামত না হওয়া পর্যন্ত পরিষেবা বাতিল রাখা হবে বলে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) সূত্রে জানা গিয়েছে। এর আগে ধসের কারণে সোমবার পর্যন্ত ট্রেন বাতিল করা হয়েছিল। রবিবার বিকেলের মধ্যে কাজও শেষ করে ফেলেছিল ডিএইচআর। কিন্তু রবিবার রাতের দিকে ফের রংটং এবং তিনধারিয়ার মাঝে একাধিক এলাকায় ধস নামায় লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই মঙ্গলবার থেকে ট্রেন চালু করা যাচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গে ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'আপাতত মঙ্গলবার পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে ট্রেন। লাইন মেরামত করে পর্যটকদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত না করা পর্যন্ত ট্রেন চালানো যাবে না।' ডিএইচআরের কর্মীরা অবশ্য বলছেন, এজন্য আরও অন্তত তিনদিন সময় লাগবে।

হতাশা

- পুজোর মুখে টয়ট্রেন বাতিল হওয়ায় পর্যটন ব্যবসায় এর প্রভাব পড়ছে
- বহু পর্যটক দার্জিলিং আসছেন টয়ট্রেনের টানে
- কিন্তু এনজেপি থেকে দার্জিলিং পরিষেবা বাতিল থাকায় হতাশ তাঁরা

দিন চারেক আগে রংটং এবং তিনধারিয়ার মাঝে একাধিক জায়গায় ধসের জেরে টয়ট্রেনের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোথাও কোথাও লাইনের উপর এসে পড়েছে বড় পাথর। এর ফলে গত কয়েকদিন থেকেই বন্ধ রয়েছে টয়ট্রেন। সোমবার পর্যন্ত পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু ফের ছোট ছোট ধসের কারণে লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই পরিষেবা বাতিলের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। এদিকে, ধস নামায় খুব সতর্কভাবে কাজ করতে হচ্ছে রেলকর্মীদের। সেকারণে আরও বেশি সময় লাগছে বলে রেল সূত্রে খবর।

সোমবার ডিএইচআর কর্তারা এলাকা পরিদর্শন করেছেন। এলাকা ঘুরে দেখার পরই ট্রেন বাতিলের সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। এদিকে, পুজোর মুখে টয়ট্রেন বাতিল হওয়ায় পর্যটন ব্যবসায় এর প্রভাব পড়ছে। বহু পর্যটক দার্জিলিং আসছেন খেলনা গাড়ির টানে। কিন্তু এনজেপি থেকে দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা বাতিল থাকায় অনেকেই হতাশ। এতে রেলেরও আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে বলে ডিএইচআর কর্তারা জানিয়েছেন।

ঘরে টাকার পাহাড়, জানেনই না শাশুড়ি

পঙ্কজ মহন্ত ও রাজু হালদার

বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর : অনলাইন গেমিং অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জুয়াচক্র চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার শিক্ষকের শ্বশুরবাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত হল মোট ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। টাকা গোনা শেষ হয় রবিবার রাত নয়টা নাগাদ। তল্লাশি শেষে পুলিশের দলটি বেরিয়ে যায় বালুরঘাটের রঘুনাথপুরের সেই বাড়ি থেকে। সোমবার তাঁর শাশুড়ি শিখা মজুমদার দাবি করেন, 'টাকা লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। আমাদের অজান্তে জামাই টাকা রেখে গিয়েছিল।' ধৃত অপূর্ব সরকারের শ্বশুর মনোজ মজুমদারকে বাড়ির বাইরে দেখা যায়নি, তাই প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

শিখার দাবি ঘিরে প্রশ্ন উঠছে স্বাভাবিকভাবেই। বাড়িতে শোয়ার ঘরে বক্সখাটের ভেতরে, ঠাকুরঘরে বাক্সভর্তি অবস্থায় এক কোটিরও বেশি নগদ অর্থ রাখা হল, অথচ বাড়ির কেউই টের পেলেন না কীভাবে? এত টাকা তো আর একদিনে জমানো হয়নি। ধীরে ধীরে মজুত করা হয়েছে। তবুও নজর এড়িয়ে গেল সকলের? ঠাকুরঘরে বড় বাক্স দেখেও সন্দেহ হল না কেন পরিবারের সদস্যদের? এসব প্রশ্নের সদুত্তরের অপেক্ষায় প্রতিবেশী সহ রঘুনাথপুরের সাধারণ মানুষ। তাঁরা এই ঘটনায় হতবাক।

দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশের কাছে অভিযোগ আসছিল অনলাইন গেমিং অ্যাপ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জুয়ার রমরমা কারবার চলছে জেলায়। অগাস্টের ২৭ তারিখ গঙ্গারামপুরে হানা দিয়ে অনলাইন গেমে বেআইনি সরঞ্জাম সহ হাতেনাতে পাকড়াও করা হয় ১২ জনকে। জেরায় উঠে আসে কুণাল দাস ও অপূর্ব সরকারের নাম। শনিবার গ্যাংটক থেকে গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে। তাঁদের কোর্টে পেশ করে হেপাজতে নেয় পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে পেশায় শিক্ষক অপূর্ব স্বীকার করেন, নিজের শ্বশুরবাড়িতে টাকা

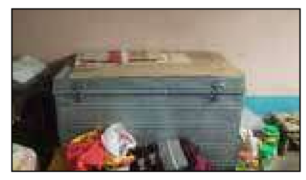

এই ট্রাংকে মিলেছে কোটি টাকা।

লুকিয়ে রেখেছেন তিনি। এরপরই রঘুনাথপুরের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশের দল। টাকা গোনার মেশিন এনে শুরু হয় তল্লাশি। বাজেয়াপ্ত হয় ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। ধৃত শিক্ষকের গঙ্গারামপুরে কায়স্থপাড়ার বাড়ি থেকেও মিলেছে ১৭ লক্ষ টাকা নগদ। এদিন অপূর্বর পরিবারের সদস্যদের কাছে প্রতিক্রিয়া চাইলে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

গঙ্গারামপুরে বসেই শিক্ষকতার পাশাপাশি এত বড় চক্র চালাচ্ছিলেন অপূর্ব। অথচ এতদিন কিছুই টের পায়নি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ।

এদিন বালুরঘাটে দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল এক সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে অনলাইন গেমিং চক্র সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন।

এসপি বলেন, 'অপূর্বর বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি মিলিয়ে এক কোটি ৩৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। এসব অনলাইন গেমে বেআইনিভাবে জেতা টাকা। অ্যাপ ও ওয়েবসাইট বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

কর্মখালি

আল-আজাদ মিশন রথবাড়ি ঘাট, গোসানী রোড, দিনহাটা। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পড়ানোর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে আবাসিক শিক্ষক চাই (B.Ed অগ্রাধিকার)। ইন্টারভিউ ২০শে সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল ১১টা (মিশন প্রাঙ্গণে)। মো- 9609946026/ 9932860592. (D/S)

বিক্রয়

জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক কলেজের কাছে পাটকাঠাতে 20 ফুট চওড়া পাকা রাস্তায় 4.75 কাঠা জমি (Rs. 38 Lakh) বিক্রি। (M) 7303920991/ 9093061788. (C/117986)

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:- 1) WBMAD/JM/CH/eNIT-42/2025-26 Memo No.2547/JM Dated: 15/09/2025 (Tender ID: 2025_MAD_902961_1) 2) WBMAD/JM/CH/eNIT-43/2025-26 Memo No.2548/JM Dated: 15/09/2025 (Tender ID: 2025_MAD_903017_1) **Last date of bidding (On line) dated:- 08/10/2025 at 6.55 P.M.** Details of which are available in the web portal **www.wbtenders..gov.in** & **www.jalpaigurimunicipality.org** & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N- 38 of 2025-26 SL No- 1&2

Corrigendum Notice of NIT No. **NIT NO. DDP/N- 38 of 2025-26 SL No- 1&2** Closing date extended upto 19/09/2025 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৯৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১০৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৪৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৮৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৮৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

আমি, Umesh Kumar Mahato আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায় গত 12-09-25 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Umesh Mahato থেকে Umesh Kumar Mahato নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/118256)

আমি Abu Tahir আমার মেয়ের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No - 12667/16, Dt - 26/08/2016 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 23/07/2025 এ প্রথম শ্রেণী J.M তৃতীয় কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Najmin Khatun থেকে Najrin Khatun করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/115430)

আমার ভোটার I কার্ড নং TSX1793397 নাম ভুল থাকায় গত 12-09-25, J.M., 3rd Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Rasidul Miya এবং Rasidul Islam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পাটছড়া, কোতোয়ালি, কোচবিহার। আমি এই হলফনামায় ঘোষণা করছি যে আমার পুরো এবং শুভ নাম Rasidul Miya, S/O Hanif Miya. (C/118111)

আমার ভোটার ID কার্ড নং TSX1669043 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 12.09.25, J.M., 3rd Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার বাবা Khoka Sarkar এবং Khagendra Nath Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। সর্বত্র আমার বাবার সঠিক নাম Khoka Sarkar প্রতিষ্ঠার জন্য এই হলফনামা প্রদান করলাম। -Manik Sarkar, (C/118112)

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-63 2005 0937459 নাম ভুল থাকায় গত 10-09-25, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Sanjay Gupta Bania এবং Sanjay Bania এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। নতুন পল্লী, ওয়ার্ড নং 08, কোতোয়ালি, কোচবিহার, প:ব:। (C/118113)

I, Umma Hanee, D/o.- Md Obaidur Rahaman, Vill- Barogachhia, P.O+P.S- Chanchal, Dt.- Malda (WB) do here by declared vide affidavit Notary Chanchal Court Sl. No. 27 date-30.11.2024 that in my NIOS Student identity card vide roll no- 460538243178 in which my name has been written as 'Ummahanee' instead of 'Umma Hanee'. That 'Umma Hanee' & 'Ummahanee' is the same and one identical person. (S/T)

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR

A walk-in interview for appointing one Research Associate (RA)/SRF and one Junior Research Fellow under a Research Project funded by The State Authority of Wetlands, Govt. of West Bengal (memo no. 425-SWA/EN/28/2024-25) will be arranged on 24.09.2025 at 11:30 am onwards in the chamber of HoD, Department of Botany, University of North Bengal. For details, please visit www.nbu.ac.in

Advt. No. 31/R-2025 Registrar (Acting)
Dated : 16.09.2025

TENDER NOTICE

Block Development Officer, Sitalkuchi has invited online e-Tender e-NIQ No - 08/SLK/2025-26 Dated 08.09.2025. Details are available at Office Notice Board.

Sd/-
Block Development Officer, Sitalkuchi Dev. Block

TENDER NOTICE

Block Development Officer, Sitalkuchi has invited online e-Tender e-NIQ No - 09/SLK/2025-26 Dated 12.09.2025. Details are available at Office Notice Board.

Sd/-
Block Development Officer, Sitalkuchi Dev. Block

ABRIDGE NOTICE

Application for NIT No- 38/KCK-II/2025-26 memo no- 326/Kck-II PS 39/Kck-II/2025-26 memo no- 327/Kck-II PS, 40/Kck-II/2025-26 memo no- 328/Kck-II PS, 41/Kck-II/2024-25 memo no-329/Kck-II PS & 42/Kck-II/2025-26 memo no- 330/Kck-II PS Date of all NIT- 12.09.2025 are invited by the E.O Kaliachak-II PS from the bidders. Last date of bid submission is 23.09.2025 & 13.10.2025 upto 18:00 Hrs respectively. Details are available in the **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Kaliachak-II Panchayat Samity
Mothabari, Malda

NIT No-DDP/N-56/25-26

e-Tenders for 1(One) no. of works under Law College Deposit Fund invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last date of submission for NIT No-DDP/N-56/25-26 is 08/10/2025 at 13.00 Hours. Details of NIT can be seen in **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপে জানালা অপসারণ, পরিষ্কারকরণ, মেরামতের কাজ

টেন্ডার নং. আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৮৩ তারিখ: ৩০-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম:** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙ্গাইগাঁওস্থিত সিএণ্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে ০২ (দুই) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ডেমু টিসি/ডিপিসি, স্পার্ট, টাওয়ার ওয়াগন, ডিআরডিভ, বন্দে ভারত পিওএইচ এবং আইওএইচএর কাজ, ডেমু টিসি/ডিপিসির জানালা অপসারণ, পরিষ্কারকরণ, মেরামতের কার্য। **টেন্ডার রাশি:** ২২,২২,১৭৮/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৪৪,৫০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ২৩-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিডব্লিউএম/নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ট্র্যাক মেশিন চাইডিঙের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসএণ্ডটি/এপিডিজে/৩৩ এবং ৩৪ তারিখ: ০৫-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা. ১। ই-টেন্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-৩৩-২০২৫-২৬। কাজের নাম: রাণীনগর জলপাইগুড়ি-চৌতারা-ট্র্যাক মেশিন চাইডিঙের ব্যবস্থা করা- ১০ টি স্টেশন (এসএণ্ডটি সহযোগী কাজ)। টেন্ডার রাশি: ৫৯,২৮,৫২৫/- টাকা। বায়না রাশি: ১,১৮,৬০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। ই-টেন্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-৩৪-২০২৫-২৬। কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে- বরাদিঘি, লতাগুড়ি এবং মোহিনী স্টেশনে জল জমা হওয়া টিসির দরে সংকটপূর্ণ স্থানসমূহে এমএসডিএসির দ্বারা টিসির ব্যবস্থা করার জন্যে অবশিষ্ট কার্য। টেন্ডার রাশি: ১,৩৯,৩০,০৬৩.২৪/- টাকা। বায়না রাশি: ২,১৯,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ০৯-১০-২০২৫ তারিখের ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে জোনাল কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং.: ৭৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ০৬-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ০১-এপি-III-জোন-২০২৫। কাজের নাম:** জোন নং ০১/আলিপুরদুয়ার জংশন - জ্যেষ্ঠ ডিইএন/III/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে কি.মি. ৯.০ (শিলিগুড়ি জংশন ছাড়া) থেকে কি:মি: ৮৩.৩০ (কেরণ সহিত)পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার জংশন-শিলিগুড়ি জংশন (বি.জি.) খণ্ডে এবং কিমি ০.০ (নিউ মাল জংশন ছাড়া)থেকে কিমি ৬২.৪২ (চাংরাবান্ধা) পর্যন্ত নিউ মাল জংশন-দোমোহনি-চ্যাংরাবান্ধা খণ্ডে, দোমোহনি স্টেশন এবং আরপিএফ পরিসর সহ। (২০২৫-২৭ এর ০২ বৎসরের সময়সীমার জন্যে): টেন্ডার নোটিসে উল্লেখিত আনুমানিক ব্যয়: ৮,৫২,২৪,১৯৮.৯৫ টাকা। সমগ্র নতুন কাজের সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন/পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ যেখানে বন্যা, ঝড় এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি, পুনরুদ্ধারের কাজ এবং গ্রীস গ্র্যাফাইটের যোগান অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরিতে কাজের ঠিকা রাশি ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার অধিক হবে না এবং সাধারণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, লোডিং এবং আনলোডিংের কাজের কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপরে কোনো আর্থিক সীমা না হয়ে, ডিএসআর/২০২১ এ উপলব্ধ থাকা অনুসারে। **টেন্ডার রাশি:** ৮,৫২,২৪,১৯৮.৯৫/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৫,৭৬,১০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ০২-এপি-III-জোন-২০২৫। কাজের নাম:** জোন নং ০২/আলিপুরদুয়ার জংশন - জোন-০২/এপি: জ্যেষ্ঠ ডিইএন/III/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে কিমি ৮৩.৩০ থেকে কিমি ১৬৬.৯০ পর্যন্ত (কেরন এবং আলিপুরদুয়ার জংশন ছাড়া) আলিপুরদুয়ার জংশন-শিলিগুড়ি জংশন খণ্ডে (বি.জি.)। (২০২৫-২৭ এর জন্যে ০২ বৎসরের সময়সীমার জন্যে): টেন্ডার নোটিসে উল্লেখ থাকা আনুমানিক ব্যয়: ৪,৫৭,৫৯,২০০.৬৬ টাকা। সমগ্র নতুন কাজের সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন/পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ যেখানে বন্যা, ঝড় এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি, পুনরুদ্ধারের কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরিতে কাজের ঠিকা রাশি ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার অধিক হবে না এবং সাধারণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, লোডিং এবং আনলোডিংের কাজের কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপরে কোনো আর্থিক সীমা না হয়ে, ডিএসআর/২০২১ এ উপলব্ধ থাকা অনুসারে। **টেন্ডার রাশি:** ৪,৫৭,৫৯,২০০.৬৬/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৩,৭৮,৮০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. ০৩-এপি-II-জোন-২০২৫। কাজের নাম:** জোন নং ০৩/আলিপুরদুয়ার জংশন - জ্যেষ্ঠ ডিইএন/II/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে পিডব্লিউডি রোডের পূর্ব দিশায় এবং লোকো শেড সংযোজিত করে রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হয়ে মিশন স্কুল পর্যন্ত যাওয়া উত্তরের পথ এবং লোকো শেড থেকে রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হয়ে মিশন স্কুল পর্যন্ত যাওয়া দক্ষিণ পথের সঙ্গে, এআরএলপি কলোনিতে (পূর্ব) ৪ টি গ্যাং কোয়ার্টার সহ, আধিকারিকের বাংলো ছাড়া। (২০২৫-২৭ এর ০২ বৎসরের সময়সীমার জন্যে): টেন্ডার নোটিসে উল্লেখিত আনুমানিক ব্যয়: ৯,৪৮,৮২,৬১৩.৩৭ টাকা। সমগ্র নতুন কাজের সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন/পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ যেখানে বন্যা, ঝড় এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি, পুনরুদ্ধারের কাজ এবং গ্রীস গ্র্যাফাইটের যোগান অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরিতে কাজের ঠিকা রাশি ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার অধিক হবে না এবং সাধারণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, লোডিং এবং আনলোডিংের কাজের কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপরে কোনো আর্থিক সীমা না হয়ে, ডিএসআর/২০২১ এ উপলব্ধ থাকা অনুসারে। **টেন্ডার রাশি:** ৯,৪৮,৮২,৬১৩.৩৭/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৬,২৪,৪০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. ০৪-এপি-II-জোন-২০২৫। কাজের নাম:** জোন নং ০৪/আলিপুরদুয়ার জংশন - আলিপুরদুয়ার জংশনে - জ্যেষ্ঠ ডিইএন/II/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে অফিসার্স কলোনিতে সমস্ত আধিকারিকের বাংলো, আধিকারিকবর্গের বিশ্রাম গৃহ, আধিকারিকবর্গের ক্লাব, হাসপাতাল কলোনিতে আধিকারিকের বাংলো, ইনডোর স্টেডিয়াম, অফিসার্স কলোনি এবং শীতলা কলোনিতে স্টাফ কোয়ার্টার, এসএসই/ওয়ার্কস/I, এসএসই/পিওয়ে/আলিপুরদুয়ার জংশন, এসএসই/সিগন্যাল কার্যালয় এবং স্টোর এবং আলিপুরদুয়ার জংশনে পিডব্লিউডি রোডের পশ্চিম দিশায় ডিআরএম চৌপাথী থেকে রেলওয়ে বাউণ্ডারি পর্যন্ত, কাঞ্চন ভিউ কলোনী, দুধিয়া কলোনি, তলতলা কলোনি এবং কালীবাড়ি কলোনির সমস্ত স্টাফ কোয়ার্টার, এআরএলপি কলোনিত এপিডিসির দিশায় ৬ ইউনিট রেলওয়ে কোয়ার্টার, আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন য়ার্ড, স্টেশন ভবন, লোকো শেড, এসএসই(পি.ওয়ে)/II/আলিপুরদুয়ার জংশনের কার্যালয় এবং স্টোর সহ। (২০২৫-২৭ এর ০২ বৎসরের সময়সীমার জন্যে) টেন্ডার নোটিসে উল্লেখিত আনুমানিক ব্যয় ৯,৪৮,৭৯,০৪৩.৫৬ টাকা। সমগ্র নতুন কাজের সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন/পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ যেখানে বন্যা, ঝড় এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি, পুনরুদ্ধারের কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরিতে কাজের ঠিকা রাশি ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার অধিক হবে না এবং সাধারণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, লোডিং এবং আনলোডিংের কাজের কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপরে কোনো আর্থিক সীমা না হয়ে, ডিএসআর/২০২১ এ উপলব্ধ থাকা অনুসারে। **টেন্ডার রাশি:** ৯,৪৮,৭৯,০৪৩.৫৬/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৬,২৪,৪০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার সংখ্যা. ০৫-এপি-II-জোন-২০২৫। কাজের নাম:** জোন নং ০৫/আলিপুরদুয়ার জংশন - আলিপুরদুয়ার জংশনে জ্যেষ্ঠ ডিইএন/II/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে কিমি ২০০.৪ থেকে কিমি ২৪৮.২ পর্যন্ত (আপ এবং ডাউন) ফরমেশন এবং ফকিরাগ্রাম জংশন থেকে গোলকগঞ্জ জংশন হৈয়া ধুবড়ি পর্যন্ত, শ্রীরামপুর অসম থেকে ডাউন এবং ফকিরাগ্রাম জংশন থেকে ধুবড়ি পর্যন্ত গোলকগঞ্জ জংশন সহ সমস্ত কোয়ার্টার এবং সেবা ভবন। (২০২৫-২৭ এর ০২ বৎসরের সময়সীমার জন্যে): টেন্ডার নোটিসে উল্লেখিত আনুমানিক ব্যয়: ৭,০৩,৭৮,৯২৬.৯২ টাকা। সমগ্র নতুন কাজের সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন/পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ যেখানে বন্যা, ঝড় এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি, পুনরুদ্ধারের কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরিতে কাজের ঠিকা রাশি ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার অধিক হবে না এবং সাধারণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, লোডিং এবং আনলোডিংের কাজের কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপরে কোনো আর্থিক সীমা না হয়ে, ডিএসআর/২০২১ এ উপলব্ধ থাকা অনুসারে। **টেন্ডার রাশি:** ৭,০৩,৭৮,৯২৬.৯২/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৫,০১,৯০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেন্ডার সংখ্যা. ০৬-এপি-II-জোন-২০২৫। কাজের নাম:** জোন নং ০৬/আলিপুরদুয়ার জংশন - আলিপুরদুয়ার জংশনে জ্যেষ্ঠ ডিইএন/II/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে: কিমি ১.০ থেকে কিমি ৭৪.০ পর্যন্ত (আলিপুরদুয়ার জংশন ছাড়া) বামনহাট পর্যন্ত (সহ) এবং নিউ কোচবিহার পরিসর এবং য়ার্ড ছাড়া। (২০২৫-২৭ এর ০২ বৎসরের সময়সীমার জন্যে): টেন্ডার নোটিসে উল্লেখিত আনুমানিক ব্যয়: ২,৬৫,০২,৭৪১.৬৫ টাকা। সমগ্র নতুন কাজের সম্পাদন, বিদ্যমান গঠন সংযোজন/পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ যত বন্যা, ঝড় এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি পুনরুদ্ধারের কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরিতে কাজের ঠিকার মূল্য ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার অধিক হবে না এবং সাধারণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, লোডিং এবং আনলোডিংের কাজের কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপরে কোনো আর্থিক সীমা না হয়ে, ডিএসআর/২০২১ এ উপলব্ধ থাকা অনুসারে। **টেন্ডার রাশি:** ২,৬৫,০২,৭৪১.৬৫/- টাকা। **বায়না রাশি:** ২,৮২,৫০০/-। **ক্রমিক সংখ্যা. ৭। টেন্ডার সংখ্যা. ০৭-এপি-I-জোন-২০২৫। কাজের নাম:** জোন নং ০৭/আলিপুরদুয়ার জংশন - আলিপুরদুয়ার জংশনে: ডিইএন/I/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে কিমি ১৭০.০০ থেকে কিমি ১৮১.১২ পর্যন্ত শিলিগুড়ি জংশন-শামুকতলা রোড খণ্ডে (আলিপুরদুয়ার জংশন ছাড়া) এবং কিমি ১৩১.৮০ থেকে কিমি ২০০.৪০ পর্যন্ত (আপ এবং ডাউন) শ্রীরামপুর অসমের বাইরে সমস্ত স্টাফ কোয়ার্টার এবং সেবা ভবন ছাড়া। (২০২৫-২৭ এর ০২ বৎসরের সময়সীমার জন্যে) টেন্ডার নোটিসে উল্লেখিত আনুমানিক ব্যয়: ৫,৩১,৯৯,৪২৩.০৬ টাকা। সমগ্র নতুন কাজের সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন/পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ যেখানে বন্যা, ঝড় এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি, পুনরুদ্ধারের কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরিতে কাজের ঠিকা রাশি ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার অধিক হবে না এবং সাধারণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, লোডিং এবং আনলোডিংের কাজের কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপরে কোনো আর্থিক সীমা না হয়ে, ডিএসআর/২০২১ এ উপলব্ধ থাকা অনুসারে। **টেন্ডার রাশি:** ৫,৩১,৯৯,৪২৩.০৫/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৪,১৬,০০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৮। টেন্ডার সংখ্যা. ০৮-এপি-I-জোন-২০২৫। কাজের নাম:** জোন নং ০৮/আলিপুরদুয়ার জংশন - ডিইএন/I/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে কিমি ৩০.৪০ থেকে (রাণীনগর জলপাইগুড়ি জংশন ছাড়া) কিমি ৬১.৪ পর্যন্ত (ধুপগুড়ি ছাড়া), কিমি ৬১.৪০ থেকে (আল্টাগ্রাম ছাড়া) কিমি ১৩১.৮০ পর্যন্ত নিউ কোচবিহার-নিউ বানেশ্বরের মধ্যে, নিউ কোচবিহার স্টেশন পরিসর এবং য়ার্ড সহ কিমি ১২৫.০ থেকে ১২৭.০ পর্যন্ত, মণ্ডল অভিযন্তা/I/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে (২০২৫-২৭ এর ০২ বৎসরের সময়সীমার জন্যে): টেন্ডার নোটিসে উল্লেখিত আনুমানিক ব্যয়: ৭,৫৩,৪৩,১৭৮.৮৯ টাকা। সমগ্র নতুন কাজের সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন/পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ যেখানে বন্যা, ঝড় এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি, পুনরুদ্ধারের কাজ এবং অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরিতে কাজের ঠিকা রাশি ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার অধিক হবে না এবং সাধারণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, লোডিং এবং আনলোডিংের কাজের কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপরে কোনো আর্থিক সীমা না হয়ে, ডিএসআর/২০২১ এ উপলব্ধ থাকা অনুসারে। **টেন্ডার রাশি:** ৭,৫৩,৪৩,১৭৮.৮৮/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৫,২৬,৭০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৯। টেন্ডার সংখ্যা. ০৯-এপি-I-জোন-২০২৫। কাজের নাম:** জোন নং ০৯/আলিপুরদুয়ার জংশন - ডিইএন/I/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে কিমি ২৩.০ থেকে (নিউ চাংরাবান্ধা ছাড়া) কিমি ৮৮.৫০ পর্যন্ত (নিউ কোচবিহার ছাড়া) নিউ কোচবিহার-নিউ চাংরাবান্ধা খণ্ডে, কিমি ৯১.২ থেকে (নিউ কোচবিহার ছাড়া) কিমি ১৪৮.০ পর্যন্ত (গোলকগঞ্জ জংশন ছাড়া) নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ খণ্ডে, মাণ্ডলিক অভিযন্তা/I/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে (২০২৫-২৭ এর ০২ বৎসরের সময়সীমার জন্যে): টেন্ডার নোটিসে উল্লেখিত আনুমানিক ব্যয় ৩,৫৩,৮৭,১৯০.৬৬ টাকা। সমগ্র নতুন কাজের সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন/পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ যেখানে বন্যা, ঝড় এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি, পুনরুদ্ধারের কাজ এবং অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরিতে কাজের ঠিকা রাশি ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার অধিক হবে না এবং সাধারণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, লোডিং এবং আনলোডিংের কাজের কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপরে কোনো আর্থিক সীমা না হয়ে, ডিএসআর/২০২১ এ উপলব্ধ থাকা অনুসারে। **টেন্ডার রাশি:** ৩,৫৩,৮৭,১৯০.৬৫/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৩,২৬,৯০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ০৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা হবে:** ০৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডার টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.০০ জামাই রাজা, সন্ধে ৭.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.০০ ওয়ান্টেড
জি বাংলা সোনার : বেলা ১১.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, দুপুর ২.০০ এক চিলতে সিঁদুর, বিকেল ৪.৩০ বর কনে, রাত ১১.০০ শিকারপুর
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম সংঘাত
কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : সকাল ৯.০০ কঠপুতলি, দুপুর ১২.০০ রাশলান, বিকেল ৩.০০ ৭৭৭ চার্লি, ৫.০০ বধাই হো, রাত ৮.০০ ভগবতী কেশরী, ১০.৩০ কাস্টডি
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৫ সবসে বড়া খিলাড়ি, দুপুর ২.০৯ বিজনেসম্যান-টু, বিকেল ৫.০২ বাশা, সন্ধে ৭.৩০ আদমি, রাত ১০.৩২ কুরুক্ষেত্র
জি বলিউড : বেলা ১১.০৭ প্রেমগ্রন্থ, দুপুর ২.০০ জানওয়ার, বিকেল ৫.২৫ অন্ধা কানুন, রাত ৮.০০ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, ১১.০০ আশিক
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪৯ ধড়ক, দুপুর ২.০৯ শমাজি নমকিন, বিকেল ৪.১১ চিনি কম, সন্ধে ৬.৩৬ লয়লা মজনু, রাত ৯.০০ মিলি, ১১.০৭ রশমি রকেট
এমএনএক্স : দুপুর ১২.৫৩ লেট মি ইন, বিকেল ৪.১৭ সাবোতাজ, সন্ধে ৭.২৫ ট্রেসার্স, রাত ১০.৫৭ এজ অফ টুমরো।

হরিয়ালি ইলিশ আর ঢাকাই মাছ রান্না শেখাবেন তুলি বসু। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

অন্ধা কানুন বিকেল ৫.২৫ জি বলিউড

ওয়াইল্ড আফ্রিকা-রিভার্স অফ লাইফ, রাত ১০.০৩ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবা ও মায়ের সঙ্গে অযথা মতানৈক্য এবং সারাদিন মানসিক অশান্তি চলবে। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি। বৃষ : কাউকে অকারণে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত। পাওনা আদায়ে জোর করতে যাবেন না। মিথুন : প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারও কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যা। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। কর্কট : বাবার পরামর্শে দাম্পত্যের অশান্তি কাটবে। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। সিংহ : পেটের রোগের কারণে কোনও প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। নতুন জমি কিনতে পারেন। প্রেমে শুভ। কন্যা : অন্যায়কারীকে নিজের ভুলে সমর্থন করে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ। তুলা : বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তিলাভ। অতি আকাঙ্ক্ষায় ক্ষতি। বৃশ্চিক : রাজনৈতিক নেতাদের আরও দায়িত্ব বাড়বে। বাবার সঙ্গে মতানৈক্যে মনঃকষ্ট। ধনু : কোনও কারণে ঈশ্বরবিশ্বাস গভীর হবে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তির সংবাদ স্বস্তি দেবে। মকর : বাবার শরীর নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। ব্যবসায় বাড়তি লগ্নি করার সিদ্ধান্ত। প্রেমে দোলাচল থাকবে। কুম্ভ : বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। নতুন সদস্যের আগমনে বাড়িতে আনন্দ। আর্থিক সমস্যা কাটবে। মীন : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গ্রহণ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ২৫ ভাদ্র, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ৩০ ভাদ, সংবৎ ১০ আশ্বিন বদি, ২৩ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৭, অঃ ৫।৩৯। মঙ্গলবার, দশমী রাত্রি ২।৪৮। আর্দ্রানক্ষত্র দিবা ১০।৩৪। ব্যতীপাতযোগ দিবা ৭।১৬ পরে বরীয়ানযোগ শেষরাত্রি ৪।৫০। বণিজকরণ দিবা ৩।৪১ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ২।৪৮ গতে ববকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১০।৩৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৩।৫৩ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১০।৩৪ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ২।৪৮ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি- ৬।৫৮ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১।৪ গতে গতে ২।৩৬ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৭ গতে ৮।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ১।৩৬ গতে ৩।৫১ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫২ গতে ১০।১৬ মধ্যে ও ১২।৪০ গতে ২।১৬ মধ্যে ও ৩।২ গতে ৪।৪০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৬ মধ্যে ও ৮।৪০ গতে ১১।৬ মধ্যে ও ১।২৭ গতে ৩।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রশাসনের গাফিলতিতে ভাঙল মিড-ডে মিলের ঘর

ফুলবাড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : অবশেষে আশঙ্কাই সত্যি হল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভেঙে পড়ে মাটিতে মিশে গেল বড় শৌলমারির দেওয়ানবস চতুর্থ পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড-ডে-মিলের ঘর। স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রশাসনের তরফে সঠিক কোনও পদক্ষেপ না করার কারণেই মিড-ডে মিলের ঘরটি ভেঙে পড়েছে।

ধূলিসাৎ মিড-ডে মিলের ঘর।

প্রধান শিক্ষক ভক্তরাম মণ্ডল জানিয়েছেন, শনিবার রাতে প্রবল বৃষ্টির পর রবিবার সকালে ঘরটি ভেঙে পড়ে। বৃষ্টি হলে মিড-ডে মিলের ঘর ও স্কুল প্রাঙ্গণে থাকা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘরের মাঝখানের কিছু অংশ নালায় পরিণত হয়। মাঝেমধ্যেই ভারী বৃষ্টির ফলে নালাটি বড় হয়ে যায়। মিড-ডে মিলের ঘরের নীচের মাটি ধসে চলে যায়। বিপজ্জনক অবস্থায় বছর দেড়েক ধরে ঘরটি দাঁড়িয়ে। দেড় বছর ধরে মিড-ডে মিলের রান্নাও হচ্ছে অন্য একটি ক্লাসরুমে। তিনি বলেন, 'বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও সুরাহা হয়নি। আবার আমরা মাথাভাঙ্গা ৪ নম্বর সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক নাতাশা পারভিনকে জানালাম।'

নাতাশা জানান, বিষয়টি মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বিডিওকে জানানো হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, 'মিড-ডে মিলের বিষয়টি ওঁরা দেখেন। আশা করছি ওঁরা এ বিষয়ে এবার সঠিক পদক্ষেপ করবেন।'

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায় বিষয়টি খোঁজ নিয়ে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। স্কুলের অন্য একটি ঘরের অবস্থাও একেবারে ভালো নয়। খুদে পড়ুয়ারা বিপদের আশঙ্কার মধ্যেই ওই ঘরে ক্লাস করে। এলাকার বাসিন্দা অমরেন্দ্রনাথ বর্মনের আশঙ্কা, 'এরপরও যদি প্রশাসনের তরফে উদ্যোগ না মেলে যে কোনও সময় ওই অন্য ঘরটি ভেঙে বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

৯০ লক্ষ প্রতারণায় ধৃত

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৫ সেপ্টেম্বর : সাইবার ক্রাইমের মাধ্যমে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে উত্তর ২৪ পরগনা থেকে সঞ্জয়কুমার ধর নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল কোচবিহার জেলা পুলিশ। কলকাতা থেকে পরিচালিত ওই গ্যাংটি বিভিন্ন জায়গায় বিমা ও ঋণ সংক্রান্ত পরিষেবা দেওয়ার কথা বলে প্রতারণা চালাত বলে অভিযোগ। দিনহাটার রংপুর রোডের বাসিন্দা মণিলকুমার রায়কে বিমার ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে ধাপে ধাপে তাঁর কাছ থেকে ৮৭ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। রবিবার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে কোচবিহারের সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'বিভিন্ন বিমা কোম্পানির নাম করে টাকা তোলা হত। কোচবিহারে অভিযুক্তের নামে দুটি ঘটনার মামলা রয়েছে। তাঁকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।'

২০২৪ সালের ২৪ অক্টোবর দিনহাটার বাসিন্দা মণিল সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। তিনি জানান, বহু বছর আগে তাঁর একটি স্বাস্থ্যবিমা ছিল। ২০২০ সালের জুলাই মাসে রাজীব সাহা নাম করে স্বাস্থ্যবিমা কোম্পানির পরিচয়ে তাঁকে এক প্রতারক ফোন করে। বলা হয় তিনি সেই বিমার ১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা পাবেন। সেজন্য তাঁকে কিছু টাকা জমা করতে হবে। সেকথা বিশ্বাস করে ধাপে ধাপে চার বছরে ৮৭ লক্ষ টাকা দিয়ে দেন বলে তাঁর দাবি। এরপর প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে পুলিশের দ্বারস্থ হন মণিল। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, প্রতারণার টাকা উত্তর ২৪ পরগনার মোহনপুরের বাসিন্দা সঞ্জয়কুমার ধরের অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছে। এরপর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। দেখা যায় সঞ্জয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তিন কোটিরও বেশি টাকা রয়েছে। ২০২২ সালে কোচবিহারের বাসিন্দা পরিতোষচন্দ্র পালেরও একই উপায়ে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা খোয়া গিয়েছিল। সেই টাকারও অধিকাংশ পরিমাণ সঞ্জয়ের অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, কলকাতা থেকে পরিচালিত একটি প্রতারণাচক্রের অন্যতম মাথা সঞ্জয়। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত রয়েছে। তাদের খোঁজেও তল্লাশি চলছে। সাইবার ক্রাইম নিয়ে দেশের সর্বত্রই প্রচার চলে। কাউকে ফোন করলে কলার টিউনেও সাইবার ক্রাইম নিয়ে সতর্কবার্তা শোনা যায়। এরপরেও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অসচেতনতা রয়েছে তা এই ঘটনাগুলিতেই স্পষ্ট। নিশ্চিত না হয়ে কখনও কাউকে কোনও তথ্য দেওয়া বা আর্থিক লেনদেন করা উচিত নয় বলে সাইবার বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন।

অভিযুক্তকে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপার। ছবি - জয়দেব দাস

অন্যতম মাথা

- উত্তর ২৪ পরগনা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে কোচবিহার জেলা পুলিশ
- বিমা ও ঋণ সংক্রান্ত পরিষেবা দেওয়ার কথা বলে প্রতারণা চালাত গ্যাংটি
- ধৃতের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তিন কোটিরও বেশি টাকা রয়েছে
- কলকাতা থেকে পরিচালিত ওই প্রতারণাচক্রের অন্যতম মাথা অভিযুক্ত

দুই মালিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ

চ্যাংরাবান্ধা, ১৫ সেপ্টেম্বর : চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ তুঙ্গে উঠল। সংগঠনের সম্পাদকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন বর্তমান ও প্রাক্তন কিছু সদস্য। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আবদুল সামাদ।

রবিবার ও সোমবার পরপর দুইদিন সাংবাদিক বৈঠক করেন সংগঠনের বর্তমান ও প্রাক্তন কিছু সদস্য। সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ইয়াজুল হক বলেন, 'চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাপক দুর্নীতি রয়েছে। বর্তমান বোর্ডের সতেরোজন সদস্যের মধ্যে পনেরোজন পদত্যাগ করার পরও সম্পাদক জোর করে পদে রয়েছেন। তিনি বেআইনিভাবে পিডিএফের নামে টাকা আদায় করছেন।'

> যাঁরা এ সমস্ত মন্তব্য করেছেন, তাঁরা নিজেরাই মামলা করেছেন। আদালতে সমস্ত বিষয়ে বিচার হবে। সব হিসেব আদালতে দেওয়া হবে। ওঁরা আদালতে দুর্নীতি প্রমাণ করুন। ট্রাক মালিকরা চেয়েছেন বলেই আমি পদে আছি।
>
> **আবদুল সামাদ** *সম্পাদক,*

একইসঙ্গে তিনি জানান, আগের আয়ব্যয়ের ঠিকমতো হিসাব দেননি সম্পাদক আবদুল সামাদ। সমস্ত ট্রাক মালিক মিলে ২০ সেপ্টেম্বরের পর প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে সঠিক লোকদের পদে বসিয়ে সংগঠনের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনবেন।

এই বিষয়ে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আবদুল সামাদ বলেন, 'যাঁরা এ সমস্ত মন্তব্য করেছেন, তাঁরা নিজেরাই মামলা করেছেন। আদালতে সমস্ত বিষয়ে বিচার হবে। সব হিসেব আদালতে দেওয়া হবে। ওঁরা আদালতে দুর্নীতি প্রমাণ করুন। ট্রাক মালিকরা চেয়েছেন বলেই আমি পদে আছি।' সংস্থার বিভিন্ন বিষয় ও সামাজিক সেবার জন্য একশো টাকা নেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন তিনি।

বৈঠক

কোচবিহার, ১৫ সেপ্টেম্বর : হস্টেলে প্রথম বর্ষের পড়ুয়াকে দ্বিতীয় বর্ষের চার পড়ুয়ার র‍্যাগিংয়ের ঘটনা নিয়ে সোমবার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠক হল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এদিন অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেন সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার তথা শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎকুমার পাল, ডিন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সহ পুলিশের কর্মকর্তারা। বৈঠক শেষে রেজিস্ট্রার বলেন, 'যে অভিযোগ করেছে এবং যাঁদের নামে করেছে তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে কথা হয়েছে। এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আমাদের রিপোর্ট এখনও সম্পূর্ণ নয়। সেটা সম্পূর্ণ করে উপাচার্যের কাছে পাঠানো হবে।'

প্রশাসনের দ্বারস্থ

কোচবিহার, ১৫ সেপ্টেম্বর : মনীষী পঞ্চানন বর্মার মূর্তি চুরির ঘটনায় দোষীদের ধরতে প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিয়েছে, তা জানতে সোমবার কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা ও পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করেন পঞ্চানন অনুরাগী তথা তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। এই প্রসঙ্গে গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'পঞ্চানন বর্মার মূর্তি কারা চুরি করে নিয়ে গেল, চোরদের ধরতে পুলিশ কী করল, সেই বিষয়ে জানতে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে গিয়েছিলাম। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে দোষীদের ধরার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।'

দাবি : দিনহাটা, ১৫ সেপ্টেম্বর : দিনহাটায় আন্তর্জাতিক করিডর নির্মাণ ও মহিলা শারীরশিক্ষা মহাবিদ্যালয় দ্রুত চালু সহ ১৩ দফা দাবিতে দিনহাটা এসডিও অফিস অভিযান কর্মসূচি হল।

WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION
"Acharya Prafulla Chandra Bhawan", DK-7/1, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700091
E-Mail: secretary.wbbpe@gmail.com, Website: https://wbbpe.wb.gov.in

RECRUITMENT NOTIFICATION
(Pertaining to Direct Recruitment of Special Education Teachers in Primary Schools)

The **West Bengal Board of Primary Education** invites applications from the eligible candidates for **direct recruitment of Special Education Teachers in Govt. Aided/Govt. Sponsored Primary/Junior Basic Schools in all districts of the State** in accordance with the provisions of "West Bengal Primary School Special Education Teachers Recruitment Rules, 2025" to **2308 vacant posts** of Special Education Teachers sanctioned by the Government of West Bengal in the School Education Department in compliance with the solemn Orders of the Hon'ble Supreme Court of India passed in WP(C) No. 132/2016 and WP(C) No. 876 of 2017 (Rajneesh Kumar Pandey & Ors. - vs. - Union of India & Ors.). For more details, visit our website : **https://wbbpe.wb.gov.in**

Date : 15.09.2025 Sd/- Secretary

নৌকার জল ছেঁচতে ব্যস্ত বালকরা। সোমবার কোচবিহারের তোর্ষা নদীতে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

দুর্গার বরাত নেই, বিশ্বকর্মাই ভরসা

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৫ সেপ্টেম্বর : কারও পছন্দ সাবেকি, কোনও ক্লাব আবার থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রতিমা বানাতে দিয়েছে। ফলে বড় বড় ক্লাবগুলো এখন থিমের পুজো ও আধুনিক সাজের প্রতিমার ঝোঁকে গ্রামের প্রতিমাশিল্পীদের থেকে মুখ ফিরিয়েছে। তাই দুর্গাপুজোর বরাত মেলে না বললেই চলে। ভরা মরশুমে দুর্গা প্রতিমার বদলে শিব, মনসা, বিশ্বকর্মার মূর্তিতেই ভরসা তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মৃৎশিল্পী বিপুল, নিগমাদের। এদিকে, অন্য কোনও কাজ না থাকায় ওই পেশাও ছাড়তে পারছেন না তাঁরা। তবে আর কতদিন এভাবে চলবে? বলছেন বক্সিরহাটের শিল্পী অমিত পাল। সোমবার সকালে সেখানে গিয়ে দেখা গেল তিনি বিশ্বকর্মার মূর্তি শুকোতে দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেই হতাশার সুরে বলেন, 'হাতেগোনা গ্রামীণ পুজোতেও এখন থিমের ঝলক। গ্রামীণ প্রতিমাশিল্পীদের আর ভরসাই করেন না কেউ। বড় দুর্গা প্রতিমার বরাতও মেলা ভার। তাই বিভিন্ন পুজোর মরশুমে ছোট ছোট প্রতিমা তৈরি করে কোনওরকমে সংসার চলে। সামনে বিশ্বকর্মাপুজো। তাতেই কিছুটা আয়ের সুযোগ। এরপর দুর্গা ও লক্ষ্মীপুজো শেষে কালীপুজোর মুখে শেষবেলায় কিছু অর্ডার পাওয়া যায় বটে। তাতে কি সংসার চলে।'

শহরের মৃৎশিল্পীরা যেখানে নাওয়াখাওয়া ভুলে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই গ্রামের অধিকাংশ কুমোরটুলিতে শিল্পীদের ব্যস্ততা নেই। তুফানগঞ্জ মহকুমার প্রান্তিক এলাকাজুড়ে অধিকাংশ প্রতিমাশিল্পীরই বর্তমানে একই হাল।

> গত বছর পাঁচটি দুর্গা প্রতিমা তৈরির বরাত পেয়েছিলাম। এবার মাত্র একটি পেয়েছি। অথচ এবার প্রায় ১৫টি বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরি করব।
>
> **গোকুল সাহা,** *মৃৎশিল্পী*

শহরাঞ্চলের কুমোরটুলিগুলোর মতো অর্থ ও লোকবল না থাকলেও তুফানগঞ্জ মহকুমাজুড়ে বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকায় ঘুরলেই দেখা মিলবে শতাধিক কারখানার। একচালা বা দোচালা ঘর তৈরি করে তাতেই প্রতিমা তৈরি হয়। শিল্পীদের অধিকাংশই প্রবীণ। কার্যত বাধ্য হয়েই বাপঠাকুরদার পেশা আগলে বসে রয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, মূলত গ্রামাঞ্চলে বারোয়ারি দুর্গাপুজোর স্বল্পতা, পুজো কমিটিগুলির থিমের ঝোঁকে এই দুরবস্থা। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বকর্মাপুজোকেই পাখির চোখ করছেন প্রান্তিক এলাকার মৃৎশিল্পীরা। তবে টাকার একটা বড় ফারাক তো রয়েইছে। আর দিনদিন মূর্তি তৈরির খড়, কাঠ, বাঁশ, মাটি, রং, কাপড় সহ বিভিন্ন সামগ্রীর দাম বেড়েছে। খরচ মিটিয়ে আয় রীতিমতো তলানিতে ঠেকেছে বলে জানিয়েছেন মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের টাটেরকুঠির শিল্পী গোকুল সাহা। তাঁর কথায়, 'গত বছর পাঁচটি দুর্গা প্রতিমা তৈরির বরাত পেয়েছিলাম। এবার মাত্র একটি পেয়েছি। অথচ এবার প্রায় ১৫টি বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরি করব। একেকটি মূর্তি মাপ অনুযায়ী পনেরোশো থেকে দুই হাজার টাকা দরে অর্ডার নেওয়া হয়। আর একটি ছোট দুর্গামূর্তি গড়তে পারলে কমপক্ষে দশ থেকে বারো হাজার টাকা নেওয়া হয়। তবে বরাত কোথায়।' একই কথা বলেন বারোকোদালি গ্রামের উজ্জ্বল পাল। তিনি বলেন, 'অর্থ ও লোকবলের অভাবে গ্রামীণ শিল্পীদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। তাই দুর্গা প্রতিমার বদলে গ্রামীণ শিল্পীদের বিশ্বকর্মা প্রতিমাতেই ভরসা।'

টুকরো খবর

আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত

শীতলকুচি, ১৫ সেপ্টেম্বর : আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল শীতলকুচি থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম পীযূষকান্তি বর্মন ও আনন্দ বর্মন। রবিবার রাতে শীতলকুচি ব্লকে গোলেনাওহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মিরাপাড়া এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত দুজনের বাড়িই মিরাপাড়ায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালায়। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি দেশি বন্দুক, এক রাউন্ড কার্তুজ ও দুটি ধারালো অস্ত্র। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের চুরি বা ডাকাতির পরিকল্পনা ছিল। মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেণ হালদার জানান, সোমবার ধৃতদের মাথাভাঙ্গা মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বৃক্ষরোপণ

কোচবিহার ব্যুরো

১৫ সেপ্টেম্বর : মাথাভাঙ্গা গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকে সোমবার একটি বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মা, অধ্যক্ষ নিরঞ্জন রায় প্রমুখ। এদিন থেকে পক্ষকালব্যাপী স্বচ্ছতা অভিযান শুরু হয়। ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ছাড়াও 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পের ছাত্রছাত্রীদের শংসাপত্র প্রদানের পাশাপাশি পথচারীদের হাতে চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, সোমবার 'ইঞ্জিনিয়ারস ডে' উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করে কোচবিহার পূর্ত দপ্তর। বাণেশ্বর রোড বিএসএফ ক্যাম্পের সামনের রাস্তায় ৫০টি জারুল গাছের চারা রোপণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পূর্ত দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার সুব্রতকুমার মল্লিক, এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময় দেবনাথ সহ বিভিন্ন মহকুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা।

কর্মীসভা

নয়ারহাট, ১৫ সেপ্টেম্বর : শিকারপুর হাইস্কুলের মাঠে সোমবার মাথাভাঙ্গা-১ (এ) সাংগঠনিক ব্লকের কর্মীসভা করে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভানেত্রী শুচিস্মিতা দেবশর্মা, ব্লক সভানেত্রী মিঠু রায়, তৃণমূলের সংশ্লিষ্ট ব্লক সভাপতি মহেন্দ্রনাথ বর্মন প্রমুখ। ব্লকের সাতটি অঞ্চলের কর্মীরা ওই সভায় অংশ নেন। সাংগঠনিক নানা বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে।

কমিটি গঠন

কোচবিহার, ১৫ সেপ্টেম্বর : কোচবিহার জেলা যোগ সংস্থার নতুন কমিটি তৈরি হল। রবিবার বেলডাঙ্গা চৌপথিতে একটি সভার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে সভাপতি, রত্না রায়কে সচিব ও দীপঙ্কর সূত্রধরকে কোষাধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কমিটিতে রয়েছেন মোট ৩১ জন। আগামী ৯ নভেম্বর জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে।

উদযাপন

কোচবিহার, ১৫ সেপ্টেম্বর : সাহিত্যচর্চায় পড়ুয়াদের আকৃষ্ট করতে এবার বছরব্যাপী শরৎচন্দ্র সার্ধ শতবর্ষ উদযাপন করছে বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সোমবার কলেজের বাংলা বিভাগ এবং আইকিউএসি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

বধূ 'খুনে' রহস্য

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১৫ সেপ্টেম্বর : তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ধলপল থেকে রবিবার রাতে এক বধূর গলার নলিকাটা দেহ উদ্ধার হল। মৃত বধূর নাম মঙ্গলি অধিকারী (২৬)। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। সেখান থেকে একটি মোবাইলও উদ্ধার করেছে পুলিশ। তুফানগঞ্জের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেন, 'বধূর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।' প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা মঙ্গলিকে খুন করা হয়েছে। তবে বিষয়টি খুন কীনা তা নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে।

দক্ষিণ ধলপলে মৃতার বাড়ির সামনে স্থানীয়দের ভিড়।

> বধূর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। – **কান্নেধারা মনোজ কুমার**

ঘটনাক্রম

- নিশি লায়েকের ছেলে সুকান্তর সঙ্গে অসমের মঙ্গলি অধিকারীর এক মন্দিরে বিবাহ হয়
- রবিবার রাতে নিশি বাড়ি ফিরে মঙ্গলির চিৎকারের আওয়াজ শুনে পান
- নিশি বাড়িতে ঢুকে দেখেন, রান্নাঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় মঙ্গলির দেহ পড়ে রয়েছে
- গলায় কাটা দাগ রয়েছে
- প্রাথমিক তদন্তে এটিকে খুন বলে পুলিশের ধারণা

নিশি লায়েকের ছেলে সুকান্তর সঙ্গে প্রায় ৪ বছর আগে অসমের মঙ্গলি অধিকারীর এক মন্দিরে বিবাহ হয়। বিবাহের পর তাঁরা বাড়িতে এলে সামাজিক মতে বিবাহের অনুষ্ঠান করা হয়। বিয়ের পর সুকান্ত শ্রমিকের কাজ করতে কেরলে যান। সেখানে দু'-আড়াই বছর কাজ করার পর বাড়িতে ফিরে আসেন। তারপর থেকে তুফানগঞ্জেই রাজমিস্ত্রির কাজ করে সংসার চালাতেন। সুকান্ত নিশি লায়েকের বাড়ির কাছেই থাকতেন। রবিবার রাতে নিমন্ত্রণ খেয়ে নিশি বাড়ি ফিরে এসে, মঙ্গলির চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পান। সুকান্তর বাড়িতে ছুটে গিয়ে নিশি দেখেন, রান্নাঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় মঙ্গলির দেহ পড়ে রয়েছে। গলায় কাটা দাগ রয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

ঘটনার সময় সুকান্ত বাড়িতে ছিলেন না। ঘটনার পর সুকান্ত স্কুটি করে বাড়ি ফিরে আসছিলেন। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই তিনি অচৈতন্য হয়ে যান। তাঁকে জল ঢেলে সুস্থ করে তোলা হয়। জানা গিয়েছে, সুকান্তের সঙ্গে মঙ্গলির বিয়ের পর সুকান্তের বাড়িতে মঙ্গলির পরিবারের সদস্যরা একবারও আসেননি। কে বা কারা এই ঘটনার পিছনে রয়েছে, পুলিশ তা তদন্ত করে দেখছে। এই খুনের পিছনে কী কারণ থাকতে পারে, সেটিও পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মেঘ-সবুজের খেলা।। লেপচা জগতে ছবিটি তুলেছেন জয় কর্মকার।

ছোট্ট তারা

প্রণব দাস তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চামটা বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাকপ্রাথমিকের ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি এই খুদে আবৃত্তিতে পারদর্শী।

ডেঙ্গির দাপট বাড়তেই তৎপরতা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৫ সেপ্টেম্বর : গত দু'দিনে দিনহাটা-২ ব্লকে ডেঙ্গির থাবা একলাফে অনেকটা বেড়েছে। যাঁরা ডেঙ্গিতে আক্রান্ত তাঁদের কারও ভিনরাজ্য বা অন্যত্র যাওয়ার কোনও তথ্য নেই। এতেই স্বাস্থ্য দপ্তরের কপালে চিন্তার ভাঁজ। বিশেষ করে একই গ্রামের ছয়জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হওয়ায় সেই চিন্তা অনেকটা বেড়েছে। দিনহাটা-২ ব্লকে গত দু'দিনে ১০ জন ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মিলেছে। তাঁদের মধ্যে ছয়জন বাতাসুরকুঠি এলাকার বাসিন্দা। সোমবার ওই এলাকা পর্যবেক্ষণে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের টিম আসে। সেখানে ডেপুটি বিএমওএইচ চিন্ময় বণিক, ডেপুটি সিএমওএইচ-২ কৌশিক চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এদিন তাঁরা হেলথ ক্যাম্পের পাশপাশি বাতাসুরকুঠি এলাকা ঘুরে দেখেন। দিনহাটা-২ ব্লকের ভারপ্রাপ্ত বিএমওএইচ শান্তনীল দত্ত বলেন, 'গত শনিবারের পর এদিন হেলথ ক্যাম্প হল। যাঁদের জ্বর রয়েছে স্বাস্থ্যকর্মীরা তাঁদের নাম নথিভুক্ত করে সচেতন করছেন। এদিন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে টিম এসেছিল। তারা সবটা খতিয়ে দেখেছে। যাতে আক্রান্তের সংখ্যা কমে আমরাও সেই চেষ্টা করছি। সেজন্য আমাদের ব্লকের স্বাস্থ্যকর্মীরা ডোর টু ডোর সার্ভে করছেন। সেইসঙ্গে সচেতনতার পাঠ চলছে।'

বাতাসুরকুঠি এলাকায় ডেঙ্গির বাড়বাড়ন্তের পর শনিবার থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের টিম হেলথ ক্যাম্প শুরু করেছে। ওই এলাকায় যাঁরা জ্বরে আক্রান্ত, তাঁদের নাম নথিভুক্তের পাশাপাশি কতদিন ধরে জ্বর রয়েছে তা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। জ্বরের রোগীদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়া বাতাসুরকুঠি এলাকায় বাড়ি বাড়ি লার্ভানাশক স্প্রে করা হয়।

বাতাসুরকুঠিতে হেলথ ক্যাম্প।

ডাঙ্গাপাড়ায় কালভার্ট দাবি

মেখলিগঞ্জ, ১৫ সেপ্টেম্বর : নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া এলাকাটি মেখলিগঞ্জ শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ড ঘেঁষা। সেখানে যাতায়াতের রাস্তা কাঁচা। সেই রাস্তার একটি ঢালু অংশে একসময় হিউমপাইপ বসিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু বর্ষার জলে মাটি ক্ষয়ে গিয়ে দিন তিনেক আগে হিউমপাইপটি বসে যাওয়ায় যাতায়াতে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত এলাকায় কৃষিজীবী মানুষের পাশাপাশি এমন মানুষও রয়েছেন, যাঁরা টোটো চালিয়ে জীবিকানির্বাহ করেন। কিন্তু গত তিনদিন যাবৎ এই কারণে তাঁরা টোটো বাড়ি থেকে বের করতে পারেননি। শিশুদের স্কুলে যেতে সমস্যা হচ্ছে। যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। অবিলম্বে কালভার্ট তৈরির দাবি তুলেছেন তাঁরা।

স্থানীয় বাসিন্দা ধেন্দুরা বর্মন বলেন, 'আমরা ৫০ থেকে ৬০ জন মানুষ এই এলাকায় বাস করি। আমাদের যাতায়াতের একটিমাত্র রাস্তা। কিন্তু গত তিনদিন থেকে হিউমপাইপ বসে গিয়ে যাতায়াতে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যাঁরা টোটো চালান, তাঁরা তিনদিন ধরে বাড়িতে বসা। আমরা চাই, সমস্যার দ্রুত সমাধান হোক।' কালভার্ট নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান গীতা অধিকারী। তিনি বলেন, 'ফান্ড না থাকার কারণে এই মুহূর্তে নতুন কালভার্ট নির্মাণ করতে পারছি না। ফান্ড পেলেই দ্রুত ব্যবস্থা করা হবে।'

একটি নয়, তিনটি থিমে নজর কাড়বে মিলন সংঘ

এল এল পুজো এল

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১৫ সেপ্টেম্বর : প্রতিবারের মতো এই বছরও দুর্গাপুজোয় চমক দিতে চলেছে গোঁসাইরহাট পশ্চিমপাড়া মিলন সংঘ দুর্গাপুজো কমিটি। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে। একটি নয়, বরং তিনটি থিমে এবার মণ্ডপ সাজবে। মাথাভাঙ্গা মহকুমার অন্য পুজোগুলির পাশাপাশি নজর থাকে গোঁসাইরহাট পশ্চিমপাড়া মিলন সংঘের দুর্গাপুজোর দিকেও। গোঁসাইরহাট হাইস্কুলের মাঠে এবার এই পুজোর ৫৭তম বর্ষ। এই পুজোর প্রথম থিম 'মাটির মা'। সেখানে জঙ্গলমহলের কিছু ঝলক, গ্রামবাংলার দুর্গাপুজো, হস্তশিল্প ও মৃৎশিল্পের সৌন্দর্য ফুটে উঠবে।

দ্বিতীয় থিম হল 'দৌড়'। মানুষের জীবনে এক লক্ষ্য থেকে অন্য লক্ষ্যে পৌঁছোনোর লড়াইয়ের বিষয়টি এই থিমের আকর্ষণ। অন্যদিকে তৃতীয় থিমে নানান আলোকসজ্জার সমাহার তুলে ধরা হবে। মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা ও মৃৎশিল্পের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলবেন। রাস্তা ও প্যান্ডেলজুড়ে থাকছে চন্দননগর বিখ্যাত আলোকসজ্জা। পুজো ১৯৬৯ সালে গোঁসাইরহাট পশ্চিমপাড়া মিলন সংঘের দুর্গাপুজো শুরু হয়। পুজো কমিটির সভাপতি শ্রীমন্ত সাহা বলেন, 'পুজো প্যান্ডেলে থিম তৈরির কাজ প্রায় শেষের দিকে। বৃষ্টির কারণে কাজ দ্রুত এগোচ্ছে না। তবে আশা করি মহালয়ার আগেই এই বছর মণ্ডপ তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

এদিকে, পুজো নিয়ে কমিটির কোষাধ্যক্ষ জগন্নাথ সাহা বলেন, 'প্রত্যেক বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পুজোমণ্ডপের উদ্বোধন করেন। এই বছর আমাদের প্রায় ২০ লক্ষ টাকা বাজেট। পুজোর কয়েকদিন গোঁসাইরহাট হাইস্কুলের মাঠে মেলা বসে। এছাড়াও পুজো উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ, বস্ত্র বিতরণ, গ্রামের দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের বাড়িতে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি উদ্যোগ নেওয়া হবে।' পুজোর থিমগুলি সকলের মন জয় করবে বলেই আশা পুজো কমিটির।

গোঁসাইরহাট পশ্চিমপাড়া মিলন সংঘের মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে।

> প্রত্যেক বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পুজোমণ্ডপের উদ্বোধন করেন। এই বছর আমাদের প্রায় ২০ লক্ষ টাকা বাজেট। পুজোর কয়েকদিন গোঁসাইরহাট হাইস্কুলের মাঠে মেলা বসে।
>
> **জগন্নাথ সাহা**
> *কোষাধ্যক্ষ, পুজো কমিটি*

বেহাল সড়কে বিপর্যস্ত জনজীবন

জামালদহ, ১৫ সেপ্টেম্বর : রাস্তা নাকি জলকাদায় ভরা চাষের জমি, বোঝার উপায় নেই। প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভোট আসে ভোট যায়, কিন্তু গ্রামের রাস্তার সংস্কার হয় না। বাধ্য হয়ে সোমবার রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করলেন মেখলিগঞ্জ ব্লকের উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭৪ ধুলিয়া খালিসা ভেলকারপাড় এলাকার বাসিন্দারা। এদিন তিন শতাধিক গ্রামবাসী জমায়েত করে ওই বেহাল রাস্তা ধরেই মিছিল করেন। তাঁদের মিছিল থেকে দাবি ওঠে, 'বেহাল রাস্তার সংস্কার চাই', 'রাস্তা দিন ভোট নিন'।

নিউ এসএসকে বিদ্যালয় থেকে স্থানীয় নেতাজি সংঘ ক্লাব পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। বর্ষাকাল এলেই ভোগান্তি বাড়ে। কাদার মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করা যায় না। অথচ নৌকা করে ধূপগুড়ি যাওয়ার জন্য ঘাটে পৌঁছোনোর একমাত্র রাস্তা সেটি। এর আগেও এই রাস্তায় কোনও সংস্কারের কাজ হয়নি। প্রশাসনিক স্তরে অভিযোগ জানিয়েও কাজ হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা অমল বর্মন বলেন, 'ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না। অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেও খুব অসুবিধায় পড়তে হয়। বাধ্য হয়ে এদিন আমরা আন্দোলনে নেমেছি। এবারও রাস্তা মেরামত না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করব।'

উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গায়ত্রী বর্মন বলেন, 'ইতিমধ্যে ওই রাস্তার প্রায় ১৫০ মিটার অংশের কাজের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। বাকি অংশের জন্য জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। আশা করি শীঘ্রই কাজ হবে।'

বাড়িতে ঢুকে থাবা বসাল চিতাবাঘ

মাদারিহাট, ১৫ সেপ্টেম্বর : সপ্তাহ তিনেক আগেই নাগরাকাটার খুটাবাড়িতে গ্রামে ঢুকে এক কিশোরের টুঁটি কামড়ে নিয়ে গিয়েছিল চিতাবাঘ। অনেকটা যেন তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল সোমবার, খাউচাঁদপাড়ায়। তবে নাগকাটার সেই কিশোরের মৃত্যু হয়েছিল। আর খাউচাঁদপাড়ায় জখম হলেও প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ৭২ বছরের চম্পা কার্জি। এদিন ভরদুপুরে তাঁর বাড়িতে ঢুকে চম্পার ওপর চড়াও হয় সেই বুনো। বর্তমানে চম্পা মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি।

ঘটনাটি ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের খাউচাঁদপাড়া বাবুরহাটে ঘটেছে। এদিন প্রায় ৮ মিনিট ধরে সেই চিতাবাঘের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করেছেন ওই বৃদ্ধা। শেষমেশ চম্পার হাতে পাথরের ঘা খেয়ে পালায় সেই চিতাবাঘ। এই বাড়ির গা ঘেঁষেই রয়েছে খাউচাঁদপাড়া-২ নম্বর এসপি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ঘটনার সময় সেই স্কুলও খোলা ছিল। আর ঘটনাচক্রে জখম চম্পা কার্জি সেই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক সুরজকুমার কার্জির মা। স্বভাবতই এমন ঘটনার পর সেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত অভিভাবকরা।

আলিপুরদুয়ার

মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে বসে চম্পা বললেন, 'সোমবার দুপুর দেড়টা নাগাদ খাওয়া সেরে সবেমাত্র উঠোনে এসেছি। হঠাৎই তির বেগে আমার সামনে ছুটে আসে একটি চিতাবাঘ। এরপর কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমি হাতে একটি পাথর তুলে নিই। সেই পাথর দিয়ে বারবার মারতে থাকি। তখন আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়।'

দুই নারী সাজাচ্ছেন মা দুর্গার মণ্ডপ

এল এল পুজো এল

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৫ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজো মানে এখন চারদিকে থিমের ছড়াছড়ি। বর্তমানে সব জায়গায় জোরকদমে চলছে মণ্ডপ তৈরির কাজ। তবে টাকাগাছের কিশোর সংঘ, বিবেকানন্দ স্ট্রিটের ভারতী সংঘ এবং চাকরির মোড়ের দীপ্তি সংঘে গেলে একটু অন্যরকমের ছবি ধরা পড়বে। দুই দুর্গার নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় সেখানে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। রেলগুমটির বাসিন্দা অর্পিতা রায় এবং চাকরির মোড়ের বাসিন্দা অঙ্কিতা ধরের অক্লান্ত পরিশ্রমে সেজে উঠছে মণ্ডপ।

উদ্যোক্তাদের অভিনব ভাবনাগুলিকে বাস্তবের রূপ দেন মণ্ডপশিল্পীরা। এই পেশায় একচেটিয়া পুরুষদের আধিপত্য দেখা যায়। কিন্তু সময় বদলেছে। তাই মেয়েরাও এখন মণ্ডপশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন। অর্পিতা এবং অঙ্কিতা এই প্রথম মণ্ডপ তৈরি করছেন না। গত বছর তাঁরা একসঙ্গে নেতাজি স্কোয়ার এবং চালতাতলায় কাজ করেছিলেন।

কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের পড়ুয়া ছিলেন অর্পিতা। কলেজ পাশ করার পর একটু অন্যরকম কিছু করতে চেয়েছিলেন তিনি। ওই একই কলেজের প্রাক্তনী সনাতন দিন্দা, ভবতোষ সুতার, সুকান্ত পালদের শিল্পকর্ম তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সেখান থেকে মণ্ডপশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। আর্ট কলেজের ছাত্রী হওয়ার সুবাদে একটি চিত্র প্রদর্শনীতে শোভা ব্রহ্ম মিউজিক অ্যান্ড ফাইন আর্টসের প্রাক্তনী অঙ্কিতার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল।

কোচবিহারে পুজোর মণ্ডপসজ্জায় মেতে উঠেছেন দুই নারী।

বছর ২৪-এর অঙ্কিতা বলেন, 'অর্পিতাদি আমাকে প্রথম একসঙ্গে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এর আগে মণ্ডপসজ্জার কাজের কোনও অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। অর্পিতাদির হাত ধরে গত বছর থেকে আমার যাত্রা শুরু হয়েছে।' তিনি জানান, অনেকে তাঁদের মণ্ডপে কাজ করতে দেখে অবাক হচ্ছেন। তাঁর মতে, 'এই যুগের মেয়েরা কোনও কাজে পিছিয়ে নেই। সবার মধ্যে নতুন কিছু করার চেষ্টা থাকা উচিত।' একটু চাপ পড়লেও কাজের আনন্দ সবকিছুকে ভুলিয়ে দিচ্ছে বলে জানান অঙ্কিতা।

টাকাগাছের কিশোর সংঘে এবারের পুজোর থিম 'সুন্দরের গহীনে'। মূলত সুন্দরবনকে বিভিন্ন ছবি ও মডেলের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। মণ্ডপসজ্জায় ব্যবহার করা হচ্ছে পরিবেশবান্ধব উপকরণ। অন্যদিকে ভারতী সংঘের পুজোর থিম 'আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে'। এখানে মণ্ডপ সাজানো হবে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার বিভিন্ন ছবি দিয়ে। এই প্রজন্মের বাচ্চারা যাতে সত্যজিৎ রায়কে আরও ভালো করে চিনতে পারে সেই চেষ্টা করছেন বলে জানান অর্পিতা। দীপ্তি সংঘের মণ্ডপসজ্জায় ব্যবহৃত হচ্ছে পটচিত্র, বাঁশ, কুলো, ধামা ইত্যাদি। অর্পিতা জানান, স্বামী এবং পরিবারের সহযোগিতা ছাড়া এভাবে দিনরাত মণ্ডপে কাজ করা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে, অঙ্কিতার কথায়, 'এই কাজ করার ক্ষেত্রে মা-বাবা সবসময় উৎসাহ দিয়েছেন।'

রাস্তায় বালির বদলে মাটি

নিশিগঞ্জ, ১৫ সেপ্টেম্বর : পেভার্স ব্লক বসাতে বালির পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে কৃষিজমির মাটি! নিম্নমানের রাস্তা তৈরি হচ্ছে, এই অভিযোগ তুলে সোমবার নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোগমারা গ্রামে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। বিক্ষোভকারীদের হাতে দলীয় পতাকা ছিল না। গ্রামবাসীর একাংশও ওই বিক্ষোভে যোগ দেন। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার শরবিন্দু রায় জানান, নিয়ম মেনে রাস্তার কাজ হচ্ছে। তিনি বিশ্বকর্মাপুজোর পর ফের ওই এলাকায় কাজ পরিদর্শনে যাবেন।

সংস্কার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবানন্দপুরের জন্মভিটের সংস্কার করা হবে। তাঁর জন্মদিবসে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বরাদ্দ হয়েছে ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

প্রাথমিক স্তরে স্পেশাল এডুকেশন টিচার্স নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল সোমবার। ন্যূনতম বয়সসীমা ২০ ও সর্বাধিক বয়স ৪০ বছর। টেট পাশ বাধ্যতামূলক। ২৩০৮টি শূন্যপদ রয়েছে।

শংসাপত্র

এসসি শংসাপত্র পেতে যেন অসুবিধায় না পড়েন সাধারণ মানুষ। সোমবার নবান্নে এসসি কাউন্সিলের বৈঠকে এই কথা মুখ্যসচিবকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অদ্ভুত অতিথি

১০ অক্টোবর কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে দেখা যাবে ৩আই/অ্যাটলাস বা অদ্ভুত অতিথি। সূর্যাস্তের পর ১২ ইঞ্চির ব্যাসের টেলিস্কোপ দিয়ে এটি দেখতে হবে বলে জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

এক দশকে সবচেয়ে কম প্রজনন হার

রাজ্যে নারীর সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে পরিবর্তন, বলছে রিপোর্ট

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : গত ১০ বছরে রাজ্যে প্রজনন হার কমেছে ১৭.৬ শতাংশ। সম্প্রতি স্যাম্পেল রেজিস্ট্রেশন সার্ভে রিপোর্টে উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। গ্রামাঞ্চলে প্রজনন হার কমেছে ১৬.৭ শতাংশ। শহরাঞ্চলে সেই সংখ্যাটা ৮.৩ শতাংশ। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, রাজ্যে ১৫-৪৯ বছর বয়সি নারীদের সাক্ষরতার হার জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেকটাই বেশি। পরিসংখ্যান বলছে, বাংলায় ৪ জন সাক্ষর নারীর মধ্যে মাত্র ১ জন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সি নারীদের মোট সাক্ষরতার হার ৯৩.১ শতাংশ, যেখানে জাতীয় গড় মাত্র ৯০.৫ শতাংশ। এই বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্যের সব মহলে। বিশেষজ্ঞদের মত, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির কারণেই এই উন্নতির

ছবি-এআই

শিখর ছুঁতে পেরেছে পশ্চিমবঙ্গ।

এই পরিসংখ্যান উঠে এসেছে ২০১১-২০১৩ ও ২০২১-২০২৩ সালের স্যাম্পেল রেজিস্ট্রেশন সার্ভের তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে। সেখানে আরও বলা হয়েছে, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে নারীদের প্রজনন হারের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, একজন মহিলা তাঁর প্রজননকালে যত সংখ্যক শিশু জন্ম দিতে পেরেছেন তার হারকেই বলে মোট প্রজনন হার। সাধারণত দেশের জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখতে এই গড়ের মান হওয়া প্রয়োজন ২.১। ২০২৩ সালের রিপোর্ট বলছে, এই রাজ্যে সেই মান মাত্র ১.৩। অথচ ১০ বছর আগেও এই মান ছিল ১.৭। অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকারের কথায়, এই রিপোর্ট নিঃসন্দেহে বুঝিয়ে দিচ্ছে নারীরা বর্তমানে কতটা উন্নত। সম্প্রতি অন্যান্য রিপোর্টেও দেখা গিয়েছে, মেয়েদের স্কুলছুটের হার তুলনায় কমেছে অনেকটাই।

যদিও বাল্যবিবাহের অন্ধকার এখনও কাটেনি বাংলায়। গোটা দেশে ১৫-১৯ বছর বয়সি নারীদের প্রজনন হারের গড় যেখানে ১১, সেখানে রাজ্যের ক্ষেত্রে ওই হার ২৩.৩। কিছুটা হলেও চিন্তা বেড়েছে শিক্ষামহলের। গ্রামগুলিতে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নারীদের স্কুলমুখী করতে উদ্যোগ নেওয়া শুরু করেছে তারা। রিপোর্ট বলছে, ১৮ বছরের গণ্ডি পেরোনোর আগেই রাজ্যের ৬.৩ শতাংশ বালিকা বাল্য বিবাহের শিকার। গ্রামবাংলায় সেই হার ৫.৮ শতাংশ। শহরাঞ্চলে ৭.৬ শতাংশ বালিকা এর শিকার। বিজেপির দাবি, 'কন্যাশ্রী', 'রূপশ্রী'র মতো প্রকল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাই দাবি করুন না কেন, বাস্তবে তা ব্যর্থ। দারিদ্র্য, কর্মসংস্থান ও মহিলাদের নিরাপত্তার অভাবের জন্যই বাবা-মায়েরা অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। সম্প্রতি সরকারি প্রকল্প পর্যালোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো জেলায় বাল্য বিবাহ বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

কেরল ও হিমাচলপ্রদেশ বরাবরের মতোই সাক্ষরতার হারে এগিয়ে রয়েছে। সেখানে ১৫-৪৯ বছর বয়সি নারীদের সাক্ষরতার হার ৯৯ শতাংশেরও বেশি। এছাড়াও মোট প্রজনন হারের দিক থেকে সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে শহুরে বাংলা। তারপরই রয়েছে দিল্লি। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান প্রজনন হারের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নারীদের উচ্চশিক্ষার হার বাড়িয়ে নেতিবাচক দিকগুলিকে কাটিয়ে ওঠাই পশ্চিমবঙ্গের কাছে এখন সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে...

মৃন্ময়ীতে মগ্ন পদ্মশ্রী সনাতন রুদ্র। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

পার্থকে ধমক বিচারপতির

২৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নিম্ন আদালতের বিচারকের ধমক শুনলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সোমবার ভার্চুয়ালি আদালতে হাজিরা দিয়ে ফের তিনি বলেন, 'আমি নির্দোষ।' আর তারপরই বিচারকের ধমক খেতে হয় তাঁকে। এদিন আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে নবম-দশমে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জ গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ ২৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়েছে।

সংশোধনাগার থেকে ভার্চুয়ালি হাজির ছিলেন অশোক সাহা, জীবনকৃষ্ণ সাহা, শান্তিপ্রসাদ সিনহা, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য। রাজ্যের উচ্চ আদালতে এদিনই সিবিআইয়ের মামলায় বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে পার্থর বিরুদ্ধে শুনানি শেষ হয়েছে। রায় দান স্থগিত রাখা হয়েছে। এই মামলায় জামিন পেলে জেল মুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে পার্থর। ফলে পুজোর আগে পার্থর জেলমুক্তি হবে কিনা তা নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে।

এদিন নিম্ন আদালতে পার্থকে ভার্চুয়ালি হাজিরা দিতে দেখা যায়। চোখে কালো চশমা পরে হাসপাতালের বেডে শুয়ে তিনি দাবি করেন, তিনি নির্দোষ। বিচারক সমস্ত অভিযুক্তকে অভিযোগগুলি পড়ে শোনাতে থাকেন। তিনি বলেন, 'আপনারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করে অযোগ্যদের চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরকেও বিকৃত করেছেন।' জীবনকৃষ্ণ সাহাদের উদ্দেশে বিচারক বলেন, 'আপনারা এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। চাকরিপ্রার্থীদের প্রভাবিত করে ঘুষ দিতে বাধ্য করেছেন। কখনও ভুয়ো নিয়োগপত্র ব্যবহার করেছেন, কখনও নথি জাল করে প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করেছেন।'

পার্থর উদ্দেশে বিচারক আরও বলেন, 'অশোক সাহা, শান্তিপ্রসাদ সিনহা, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়কে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে নিযুক্ত করে অবৈধ কাজ করিয়েছেন তিনি।' তারপরই পার্থ দাবি করতে থাকেন, 'আমি বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখছি। আমি রোজ একই কথা বলব। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।' তখনই বিচারক বলেন, 'আপনার আইনজীবী রয়েছেন, কিছু জানার থাকলে তাঁকে বলুন।'

ফের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, 'তাহলে আমার কিছু বলার অধিকার রইল না?' ধমকের সুরে বিচারক উত্তর দেন, 'যখন সময় আসবে তখন বলবেন। এখন যতটুকু জানতে চাওয়া হয়েছে ততটুকু বলুন।' পার্থর আইনজীবীর দাবি, এই মামলায় মোট চারটি চার্জশিট জমা পড়েছে। প্রথমদিকে তাঁর মক্কেলের নাম ছিল না। পরে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। পার্থকে ফাঁসানো হয়েছে। নিরপেক্ষ কোনও সাক্ষীর বয়ানেও দাবি করা হয়নি পার্থ বেআইনি নিয়োগের সঙ্গে জড়িত। তাই তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হোক।

এদিন কলকাতা হাইকোর্টেও প্রাথমিকে সিবিআই মামলায় পার্থর জামিনের আবেদনের শুনানি শেষ হয়েছে। রায় দান কবে ঘোষিত হবে তা স্পষ্ট করা হয়নি।

প্রতিরক্ষা পরিকাঠামোয় জোর মোদির

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের মধ্যে দিয়ে দেশের সেনা বাহিনীকে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে প্রস্তুত হতে হবে। কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামে তিনদিন ব্যাপী কম্বাইন্ড কমান্ডার্স কনফারেন্সের উদ্বোধন করে এই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ভবিষ্যতের জন্যে আরও শক্তিশালী করতে হলে এখনই দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে। সোমবার সকালে ফোর্ট উইলিয়ামে আয়োজিত সেনা কনফারেন্সে সেনা কর্তাদের কাছে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দুপুর ১টা নাগাদ ফোর্ট উইলিয়াম থেকে রেসকোর্স হয়ে দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছোন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে ১টা ৪০ মিনিটে বিহারে পূর্ণিয়ার উদ্দেশে রওয়না দেন প্রধানমন্ত্রী।

সাম্প্রতিককালে নেপাল-বাংলাদেশের পালাবদলে দেশের সীমান্ত সুরক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বা প্যালেস্টাইন-ইসরাইয়েল যুদ্ধে কৌশল বদলেছে। পলেহগাঁও কাণ্ডের বদলা নিতে অপারেশন সিঁদুরেও যুদ্ধ কৌশল বদলেছে ভারত। এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আজকের দিনে যুদ্ধ শুধু সীমান্তে গুলি চালানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বরং প্রযুক্তি, কৌশল, উদ্ভাবনের ওপর নির্ভর করছে যুদ্ধের সাফল্য। তাই ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর যৌথ কার্যক্ষমতা আরও জোরদার করতে হবে। কার্যত এবারের বৈঠক তিন বাহিনীর মধ্যে সেই সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যেই। একইসঙ্গে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরিতে দেশীয়

সেনা সম্মেলনে কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী

প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা বাড়াতে গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। আত্মনির্ভর ভারতের কথা মনে করিয়ে দিয়ে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্যে সেনা বাহিনীকে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়নকে আরও উৎসাহিত করা হবে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা শুধু দেশের সামরিক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণই নয় তার দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত আত্মনির্ভরতার দিকেও তাতে এগিয়ে দেবে।

এদিন অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গ টেনে এনে সেনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের নিরাপত্তা, জলদস্যু দমন, বিদেশে বিপন্ন ভারতীয়দের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দেশবাসীর সেবায় সেনাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন সোমবার সকালে রাজভবন থেকে সাড়ে ৯টা নাগাদ ফোর্ট উইলিয়ামে পৌঁছোন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেনা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ও সেনা বাহিনীর তিন বিভাগের শীর্ষকর্তারা। আগামী দু-দিনের বৈঠকে সেনা বাহিনীর কাঠামোগত, প্রশাসনিক ও অপারেশনাল প্রস্তুতি নিয়ে তিন বাহিনীর সেনা কর্তারা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময় করবেন। মঙ্গলবার সেনা সম্মেলনে ভাষণ দেবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও সম্মেলনের শেষ দিনে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিন প্রধানরা।

সোমবার সেনা সমন্বয় বৈঠকে কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী। ফোর্ট উইলিয়ামে আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় ।

জাল জন্ম শংসাপত্রের তদন্তে সিআইডি

পুর এলাকায় দুর্নীতির অভিযোগ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের পুরসভায় জাল জন্ম শংসাপত্র বিলি করার ঘটনা সামনে এসেছে। বিষয়টি পুর দপ্তরের নজরে আসার পরেই এই নিয়ে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। পুর দপ্তর সূত্রে খবর, মূলত জন্ম শংসাপত্র বিলি করার জন্য প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ না করেই কয়েকটি পুরসভা তা বিলি করছে। হাসপাতালের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য না নিয়ে জন্ম শংসাপত্র কেন বিলি করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের কোচবিহার সহ বেশ কয়েকটি পুরসভায় এই অনিয়মের ঘটনা সামনে এসেছে। তারপরেই এই নিয়ে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সিআইডি তদন্তের পাশাপাশি পুর দপ্তর বিভাগীয় তদন্তও শুরু করেছে। পুর দপ্তরের এক ডেপুটি সেক্রেটারির নেতৃত্বে এই তদন্ত চলছে। ১৫ দিনের মধ্যে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতেও বলা হয়েছে।

এর আগে জাল ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে রাজ্য সরকারকে যথেষ্ট বিব্রত হতে হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলাও চলছে। ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে মামলার জেরে নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। এরই মধ্যে জাল জন্ম শংসাপত্র বিলির ঘটনা সামনে আসার পরেই অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্য সরকার। বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশন প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে। ১৯৮৯ সালের পরে যাঁদের জন্ম, তাঁদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য জন্ম শংসাপত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে যাতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কোনও আঙুল না ওঠে, সেদিকে নজর রয়েছে রাজ্যের পুর দপ্তরের। কিন্তু কীভাবে পুরসভার কর্তাদের নজর এড়িয়ে এই জাল শংসাপত্র বিলি হল, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে নগরোন্নয়ন দপ্তরের কর্তাদের।

প্রাথমিক তদন্তে পুর দপ্তরের কর্তারা জানতে পেরেছেন, পুরসভার নীচুতলার কিছু অফিসার ও কর্মীর মদতে এই জাল শংসাপত্র বিলি করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা না নিয়েই তাঁদের শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। এরপর এই নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত সপ্তাহেই পুর দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি এই বিষয়টি উল্লেখ করেন। প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতেও বলা হয়েছে। জাল ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে রাজ্য সরকার এমনিতেই বিব্রত। এর মধ্যে জাল জন্ম শংসাপত্র নিয়ে অভিযোগ ওঠায় চিন্তা বেড়েছে নবান্নের কর্তাদের।

ইআরওদের সতর্ক হতে নির্দেশ কমিশনের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরকে আইনানুগভাবে নির্ভুল করতে ইআরও, এইআরও সহ তালিকা সংশোধনের কাজে যুক্ত আধিকারিক ও কর্মীদের প্রশিক্ষণ শুরু করল কমিশন। কমিশনের নির্দেশে মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে। ভোটার তালিকার কাজে যুক্ত সমস্ত এডিএম, ওসি ইলেকশন, ইআরও, এইআরও এবং রাজ্য পর্যায়ের মাস্টার ট্রেনারদের মঙ্গলবার দুপুর ২টোয় এই কর্মশালায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হতে হবে। এদিন জেলা নির্বাচনি আধিকারিক (জেলা শাসক) এই ব্যাপারে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে সিইও দপ্তর।

পুজো মিটলেই পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের অধিকাংশ রাজ্যে এসআইআর শুরু হওয়ার কথা কার্যত জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। বিহারের চূড়ান্ত ভোটার তালিকাও ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে এসআইআরে ভোটার তালিকা থেকে নাম তোলা ও বাদ দেওয়া নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না কমিশন। প্রতিটি ক্ষেত্রে আইনানুগ সবদিক খতিয়ে দেখে যাতে এই কাজ করা হয়, সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে চায় কমিশন। যাতে পরবর্তী ৭ অক্টোবরের শুনানিতে এসআইআর নিয়ে শীর্ষ আদালতে কোনও অস্বস্তির মুখে পড়তে না হয় কমিশনকে।

ভোটার তালিকায় নাম তোলা ও বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব ইআরওদের। ইতিমধ্যেই তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কমিশন। এই কর্তব্যে কোনওরকম গাফিলতি হলে চূড়ান্ত শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে বলেও আগাম সতর্ক করে দিয়েছে কমিশন। এই পরিস্থিতিতে ভোটার তালিকা পরিমার্জনের ক্ষেত্রে আইন মেনে ঠিক কী করা উচিত, সেই বিষয়ে ইআরও, এইআরও সহ এসআইআরের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ভোটকর্মীকে আরও একবার স্পষ্ট করে দিতে চায় কমিশন। এই লক্ষ্যেই এই বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন। ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত বিএলও-র প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। বুধবার রাজ্যে আসছেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। রাজ্য সফরে এসে জেলায় জেলায় এসআইআর সংক্রান্ত কাজের পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন।

খুনের অভিযোগ দায়ের বাবার

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : অবশেষে যাদবপুর থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃতা পড়ুয়ার বাবা। এই ঘটনায় প্রথম থেকেই ষড়যন্ত্রের সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। সোমবার থানায় গিয়ে খুনের মামলা দায়ের করলেন তিনি। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা নথিভুক্ত করেছে পুলিশ। আগেই এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। এবার খুনের মামলারও তদন্ত করবে। মেয়ের মৃত্যুতে আইনি পথে হাঁটবেন বলেও জানিয়েছিলেন মৃতার বাবা। ঘটনার পর চারদিন কেটে গেলেও এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। পরিবারের তরফে রবিবার পর্যন্ত কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। তবে এদিন সকালে লালবাজার যান ওই পড়ুয়ার বাবা। সেখানে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার পর যাদবপুর থানায় যান তিনি।

লালবাজার সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় খুনের তথ্য পাননি তদন্তকারীরা। তবে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছেন তাঁরা। সিসিটিভি ফুটেজের ওপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে। মৃতার ঘনিষ্ঠদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এদিনও যাদবপুরের তিন ছাত্রকে তলব করে পুলিশ। তবে তাঁর পরিবার আত্মহত্যার তত্ত্ব মেনে নিতে নারাজ। এদিনও তাঁর বাবা বলেন, 'এটা দুর্ঘটনা নয়, খুনের ঘটনা।' তবে যাদবপুরের পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে রাজনৈতিক তর্জা চলছেই। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'যাদবপুরে অতিবাম, মাকুরা আড্ডা মারছে। ওরা সংবিধান মানে না। ওরা যাদবপুরে সিসিটিভি বসাতে দেবে না। এরাই ভোটের সময় 'নো ভোট টু মোদি' স্লোগান তোলে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার লাভ পান।' ঘটনার প্রতিবাদে এদিন প্রতিবাদ দেখায় এসএফআইও।

বিমানবন্দরে সুকান্তর গাড়ি আটকাল পুলিশ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রীর সফরেও বিতর্ক পিছু ছাড়ল না। সোমবার সেনার অনুষ্ঠান সেরে দমদম বিমানবন্দর থেকে বিহারে যাওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানাতে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গেই উপস্থিত থাকার কথা ছিল কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের। সেই উদ্দেশ্যেই এদিন বিমানবন্দরের ৪ নম্বর গেট দিয়ে ঢুকে তাঁর কনভয় যাচ্ছিল ভিভিআইপি লাউঞ্জের

সিপিকে কান ধরে ওঠবস করানোর হুঁশিয়ারি

দিকে। আর তখনই সুকান্তর কনভয় আটকে দেয় পুলিশ। কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে বচসার পর শেষপর্যন্ত গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে ভিভিআইপি লাউঞ্জে পৌঁছোতে হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। কিন্তু রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু বিনা বাধাতেই পৌঁছে গেলেন সেখানে। এই ঘটনায় রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অবমাননা করার অভিযোগ এনেছে বিজেপি। উঠেছে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও। ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী স্বাধিকারভঙ্গের অভিযোগ তুলে চিঠি দিয়েছেন লোকসভার স্পিকারকে।

সুকান্তর মতে, রাজনৈতিক কারণেই এই পক্ষপাতমূলক আচরণ। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা। পুলিশ কমিশনারের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে সুকান্ত বলেন, 'আপনাদের মাধ্যমে ওই অফিসারকে বলে দিচ্ছি, পারলে কোর্টে যান। যেখানে পারেন যান। আমি ব্যাক করাব দিল্লি থেকে। দিল্লিতে গিয়ে কান ধরে ওঠবস করাব।'

যদিও সুকান্তর উদ্দেশে তৃণমূলের কটাক্ষ, প্রধানমন্ত্রীকে কারা বিদায় জানাবেন, তার তালিকায় হয়তো উনি ছিলেন না।

রক্ষী থেকে গ্রন্থাগারিক, সাজল বইবাগান

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : 'রকেট সিং-সেলসম্যান অফ দ্য ইয়ার' সিনেমায় গড়পরতা রেজাল্ট করা পঞ্জাবের অজ গ্রামের ছেলে হরপ্রীত সিং বেদি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, সৎভাবে জীবনে সফল হওয়া যায়। সঠিক পথে থেকে জীবনযুদ্ধে জেতা যায়। সুদূর সুন্দরবন অঞ্চলের পাথরপ্রতিমা থেকে আসা নিরাপত্তারক্ষী সত্যরঞ্জন দলুইয়ের গল্পটাও ঠিক এমনই। 'রকেট সেলস'-এর মতো ব্যবসা সত্যরঞ্জন দাঁড় করাতে পারেননি ঠিকই, তবে সৎ পথ অবলম্বন করে জিতে গিয়েছেন জীবনযুদ্ধে। ২০১০ সালে উত্তর কলকাতার বহু পরিচিত জগৎ মুখার্জি পার্কে এসে তিনি তৈরি করে ফেলেছেন একটি গোটা বইবাগান।

এখন তাঁর মুক্ত গ্রন্থাগারে ১৫ হাজারেরও বেশি বইয়ের ভিড়। হঠাৎ নিরাপত্তারক্ষী থেকে লাইব্রেরিয়ান হয়ে উঠলেন কীভাবে? সত্যরঞ্জনের উত্তর, 'প্রথমে সামনের বস্তি এলাকার বাচ্চাদের নিয়ে প্রথমে পড়াতে শুরু করি। এই চত্বরে প্রচুর স্কুল রয়েছে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌঁছে বাবা-মায়েরা বরাবরই এই মাঠে গল্পগুজব করেন। তাঁদের অনুরোধেই প্রথম ছোট বই, সংবাদপত্র, পত্রিকা রাখতাম। গরিব বাচ্চাগুলোর যা যা বই দরকার হত, ওরাও বিনা পয়সায় এখানে এসে সেগুলি পড়ত। ছোট থেকে ভেবেছিলাম, সমাজের জন্য কিছু করব। আজ অনলাইনের দুনিয়ায় মানুষের মধ্যে বইয়ের পোকা ঢোকাতে পেরে মনে হচ্ছে কিছু তো পেরেছি!' মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়েই ১৯৮৮ সালে কম্পিউটার শিখতে কলকাতায় চলে এসেছিলেন সত্যরঞ্জন। প্রথম

নিজের তৈরি লাইব্রেরিতে সত্যরঞ্জন দলুই। -সংবাদচিত্র

মাসিক বেতন ছিল মাত্র ১৫০ টাকা। ঘাড়ে তখন সংসারের বোঝা। তাই ইচ্ছা থাকলেও পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। নিরাপত্তারক্ষীর দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর বই সংগ্রহের উদ্যোগে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিনামূল্যে বই দিয়েছিলেন। কিছু আবার কিনতে হয়েছিল সত্যরঞ্জনের নিজের পয়সায়। আলমারি কিনেছেন। বানিয়েছেন বই রাখার জন্য সারি সারি তাকও। এখন সাহায্য আসে আমেরিকা সহ একাধিক দেশ থেকে। সম্প্রতি ঢাকুরিয়ার এক বাসিন্দা কম্পিউটারও দিয়ে গিয়েছেন বিনামূল্যে।

ব্যস্ত কুমোরটুলির রাস্তায় তখন বেশ ভিড়। তার মধ্যেই কেউ কেউ সবান্ধব উঁকি মারছেন গ্রন্থাগারের দরজায়। কেউ আবার দুপুরের অবসর সময়ে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন সংবাদপত্রের পাতায়। পার্কের সেক্রেটারি দৈপায়ন রায় বলেন, 'সবটাই সত্যরঞ্জনের নিজস্ব চেষ্টায়। ভিড় আগের থেকে অনেক বেড়েছে। আমাদের এবারের থিম এআই। যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলছেন মানুষ, তখন সত্যরঞ্জনের এই প্রচেষ্টা মানুষের কাছে অক্সিজেনের মতো।' দ্বিতীয়ার পর থেকে প্রতিমা দর্শনের জন্য বছর বছর ভিড় উপচে পড়ে পার্কে।

বাবার সঙ্গে ঠাকুর দেখতে আসেন সত্যরঞ্জনের দুই সন্তান ও স্ত্রীও। সত্য বলেন, 'নো এন্ট্রি থাকায় গ্রন্থাগারে পুজোর সময় ভিড় কিছুটা কম থাকে। তাই দশমীতে সুযোগ পেলে আমিও সপরিবারে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়ি।' গ্রন্থাগারে এখন তাক সাজানো চলছে। ধর্মগ্রন্থ, গোয়েন্দা, ভূত, ঐতিহাসিক গল্প ও উপন্যাসগুলি আলাদা আলাদা ঠিকানা পাচ্ছে। ছুটি নেই সত্যরঞ্জনের। গ্রন্থাগারের দীর্ঘদিনের এক পাঠকের কথায়, 'যাঁর নামেই সত্য, তিনি তো সৎ পথে মানুষের জন্য কাজ করবেনই। এটাই তো স্বাভাবিক।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১২০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩০ ভাদ্র ১৪৩২

বিরামহীন নরসংহার

দেশ বলে কি আর কিছু আছে! টানা প্রায় ২৩ মাস নিরন্তর হামলায় বিপর্যস্ত ভূখণ্ড। জনপদের পর জনপদ গুঁড়িয়ে গিয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো ধ্বংসস্তূপ চারদিকে। 'গাজা' নামটা শুধু টিকে আছে। রোজ উধাও হয়ে যাচ্ছে মানুষও। জনসংখ্যা ছিল ২ লক্ষের কাছাকাছি। প্রায় দু'বছরে তার মধ্যে নিকেশ হয়ে গিয়েছে প্রায় ৬৫ হাজার প্রাণ। তার মধ্যে শিশু ও মহিলা অগুনতি। সংবাদমাধ্যমের দৌলতে অনাহার, অপুষ্টি, বিনা চিকিৎসার ছবিগুলি টাটকা।

তবু বিরাম নেই। পৃথিবীর কোনও শক্তি যেন এই নরমেধযজ্ঞ থামাতে অপারগ। কথা হচ্ছে অনেক। একসময় আরব দুনিয়ার মধ্যস্থতার চেষ্টা দেখা গিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে দ্বিতীয়বার আসীন ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন হাবভাব দেখিয়েছেন যেন ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন যুদ্ধ থামানো তাঁর বাঁ হাতের খেলা। রাষ্ট্রসংঘ একের পর এক ইজরায়েলকে নিরস্ত করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কিন্তু তাতে থোড়াই পরোয়া তেল আভিভের।

যুদ্ধের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রীতিনীতি, নিয়মকানুনগুলো পদদলিত করে প্যালেস্তাইনে নরসংহার চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। হামাস জঙ্গিদের খোঁজে কাতারেও হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল সেনা। তাতে সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী আমেরিকা বিরক্ত হলেও ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু অকুতোভয়। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ছিটেফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না তাঁর আচরণ, পদক্ষেপ ও মন্তব্যে। রাষ্ট্রসংঘ, বিভিন্ন দেশ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ত্রাণ পর্যন্ত আটকে দিয়ে গাজাকে ভাতে মারের পথে এগিয়ে চলেছেন তিনি।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রসংঘে আরও একবার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এতদিন প্যালেস্তাইনকে স্বীকৃতি না দিলেও অনাহারে বুভুক্ষু শিশুদের খাদ্যের লাইনে দাঁড়িয়ে হাহাকারের ছবি বিশ্বের বিবেককে নাড়িয়ে দেওয়ায় ইউরোপের দেশগুলির জনমানসে প্রভূত ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। দেশগুলি আমেরিকার সহযোগী হলেও এখন দেশগুলির মুখে ভিন্ন সুর শোনা যাচ্ছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সরাসরি ইজরায়েলের যুদ্ধোন্মত্ততার সমালোচনা করেছেন। অস্ট্রেলিয়া আক্ষেপ করছে, ক'দিন পর হয়তো আর একজন প্যালেস্তিনীয়কেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এত ক্ষোভ, এত প্রতিবাদ, এত ঘৃণা সত্ত্বেও গাজার ওপর আক্রমণে বিরতি দেওয়ার কোনও লক্ষণ তেল আভিভ দেখাচ্ছে না। হামাস জঙ্গিদের শিক্ষা দেওয়ার নাম করে গোটা প্যালেস্তাইনকে বধ্যভূমি বানিয়ে ফেলেছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। এই অবস্থান বদলে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই আপাতত নেই। তাছাড়া রাষ্ট্রসংঘ যাই বলুক, অন্য দেশগুলি যত প্রতিবাদই করুক, সাময়িক নানা কথা বললেও আমেরিকার হাত সরে যাবে না জানেন বলে নেতানিয়াহু আরও উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন।

মুখে প্যালেস্তাইনকে নিকেশ করার কথা ঘোষণা করলেও ইজরায়েলের প্রেসিডেন্টের অন্য বাধ্যবাধকতা এই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় কারণ। তাঁর থামার উপায় নেই। যুদ্ধটা না বাধালে একদিন নির্বাচনে তাঁকে গদিচ্যুত হতে হত। যুদ্ধের দামামায় ইহুদি আবেগ উসকেও যে তিনি খুব রেহাই পাচ্ছেন, তা নয়। ইজরায়েলে তাঁর ঘাড়ের ওপর নানা মামলা ঝুলছে। যুদ্ধ বন্ধ হলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে।

তাঁর নিজের দেশে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব থাকলেও তা এত প্রবল নয় যে, নেতানিয়াহুকে পরাস্ত করতে পারে। ইউরোপীয় দেশগুলি মুখে যাই বলুক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে মহাশক্তিশালী ইজরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্যিক বন্ধন একেবারে ছিন্ন করবে না। প্যালেস্তাইনের প্রতি প্রকাশ্যে সহমর্মিতা প্রকাশ করলেও ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলবে রাশিয়া ও চিনও।

প্যালেস্তাইনের বরাবরের সমর্থক ভারতও কিন্তু ইজরায়েলের ঘনিষ্ঠ। বিশ্বমঞ্চে নয়াদিল্লির শাসকরা কখনও তেল আভিভের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, এমন প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেনি। ফলে প্যালেস্তিনীয়দের অপরিসীম দুর্দশার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার আশু কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। হামাস জঙ্গিগোষ্ঠীর ইজরায়েলে হামলা একটি অজুহাত হয়েছিল বটে। কিন্তু ইহুদিদের স্বার্থ সুরক্ষার নামে নেতানিয়াহু আসলে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে যুদ্ধটা চালিয়ে যাবেন আরও অনেকদিন।

অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্যাদা দাও। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ের প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও-তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও, দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর।

-শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

জিএসটি ২.০ : জনগণের স্বস্তির ঠিকানা

সবচেয়ে বড় এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ হল ২৮% করের হারটি সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া।

সৌম্যকান্তি ঘোষ

বাজারে গেলে জিনিসের দাম শুনে কপালের ভাঁজ বাড়বেই। এই অবস্থায় যদি সরকার এমন কোনও পদক্ষেপ নেয়, যার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কিছুটা কমে আসে, তাহলে সেটা আমাদের সবার জন্যই দারুণ খবর। সম্প্রতি জিএসটি কাউন্সিলের ৫৬তম বৈঠকে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা আমাদের দেশের কর ব্যবস্থাকে আরও সহজ এবং সাধারণ মানুষের জন্য সুবিধাজনক করে তুলবে। এই নতুন পরিবর্তনকে বলা হচ্ছে 'জিএসটি ২.০', এবং এর মূল লক্ষ্য হল একটি নাগরিককেন্দ্রিক কর ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

জিএসটি'র নতুন রূপ : কী বদল আসছে?

জিএসটি চালু হওয়ার পর থেকে আমরা চার ধরনের কর হার দেখে আসছি— ৫%, ১২%, ১৮% এবং ২৮%। এই স্তরবিন্যাস ছিল কিছুটা জটিল। এখন এই জটিলতা কমানোর জন্য নতুন করে দুটি স্তর তৈরি করা হয়েছে। বেশিরভাগ পণ্যের ওপর করের হার হবে ১৮%, আর কিছু নির্দিষ্ট পণ্যের ওপর তা কমিয়ে ৫% করা হয়েছে। এই পরিবর্তনটি আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে। তবে, তামাকজাত পণ্যের ওপর এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

সবচেয়ে বড় এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ হল ২৮% করের হারটি সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া। যেসব পণ্যে আগে ২৮% জিএসটি নেওয়া হত, সেগুলোর ওপর এখন থেকে ১২% হারে কর ধার্য করা হবে। তবে, কিছু ক্ষতিকর পণ্য, যেমন— জুয়া, নেশাজাতীয় দ্রব্য ইত্যাদির ওপর ৪০% হারে কর নেওয়া হবে।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এতে কি সরকারের রাজস্ব ঘাটতি হবে? প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় ₹৪৮,০০০ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হতে পারে। তবে, এটি একটি স্বল্পমেয়াদি ধারণা। ইতিহাস বলছে, যখনই করের হার কমানো হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদে রাজস্ব আদায় বেড়েছে। কারণ, করের হার কমলে মানুষ আরও বেশি জিনিস কেনে, আর তাতে করের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। এর ফলে সামগ্রিকভাবে সরকারের আয় বৃদ্ধি পায়। ২০১৮ এবং ২০১৯ সালের উদাহরণও একই কথা বলে। তখনও করের হার কমানোর ফলে প্রথমে রাজস্ব কিছুটা কমে গিয়েছিল, কিন্তু কয়েক মাস পরেই তা আবার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

শুরুর ভুল নাকি বিচক্ষণতা?

কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, যদি এই পরিবর্তনগুলো করাই হত, তাহলে ২০১৭ সালে জিএসটি চালুর সময় কেন করা হয়নি? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আমাদের ভারতের কর ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস বুঝতে হবে। জিএসটি চালু করা একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ছিল, যা রাতারাতি সম্ভব ছিল না। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের সম্মতিতে একটি জটিল কর কাঠামোকে সরলীকরণ করা একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ ছিল। এটি শুধু অর্থনৈতিক নয়, প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতারও বিষয় ছিল।

ভারতীয় সংবিধানের ৮০তম সংশোধনী (২০২০) একটি বড় ভূমিকা রেখেছিল, যখন কেন্দ্রীয় করের ভাগ রাজ্যগুলির সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর আগে, আয়কর এবং আন্তঃশুল্কের মতো কয়েকটি করের রাজস্বই কেবল রাজ্যগুলির সঙ্গে ভাগ করা হত। নতুন সংশোধনীতে আরও অনেক করের রাজস্ব ভাগ করে নেওয়ার বিধান রাখা হয়, যা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখে।

এরপর আসে ২০১৬ সালের ১০১তম সংশোধনী, যা জিএসটি-কে বাস্তব রূপ দেয়। এই সংশোধনী বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কর যেমন—আন্তঃশুল্ক, পরিষেবা কর, বিক্রয় কর, বিনোদন কর ইত্যাদিকে জিএসটি'র আওতায় নিয়ে আসে। এতে রাজ্যগুলি যদি রাজস্ব ঘাটতির সম্মুখীন হয়, তবে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়, যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই আর্থিক স্বার্থ সুরক্ষিত হয়।

প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী, নতুন জিএসটি কার্যকর হওয়ার পর প্রায় ₹৪৮,০০০ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হতে পারে। তবে, এটি স্বল্পমেয়াদি। ইতিহাস বলছে, যখনই করের হার কমানো হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদে রাজস্ব আদায় বেড়েছে। কারণ, করের হার কমলে মানুষ আরও বেশি জিনিস কেনে, আর তাতে করের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। এর ফলে সামগ্রিকভাবে সরকারের আয় বৃদ্ধি পায়।

জিএসটি কাউন্সিল কেন্দ্র এবং ২৮টি রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছে, যা ভারতের মতো একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার জন্য এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। এই সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়েছে জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির কথা মাথায় রেখে। এর থেকে বোঝা যায় যে, জিএসটি'র সরলীকরণ কোনও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং একটি ধারাবাহিক বিবর্তনের ফল।

নতুন জিএসটি'র পাঁচ সুবিধা

এই নতুন জিএসটি কাঠামো আমাদের জন্য কী কী সুফল বয়ে আনবে, তা একনজরে দেখে নেওয়া যাক :

বাঁচবে পকেট, মিলবে স্বস্তি : নতুন কাঠামোয় খাদ্যদ্রব্য এবং বস্ত্র সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর করের হার ১২% থেকে কমে ৫% হচ্ছে। এর ফলে খুচরো বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমবে। এটি সরাসরি আমাদের পকেটে স্বস্তি আনবে। এই পরিবর্তন মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করবে। আমাদের সাশ্রয় হওয়া টাকা দিয়ে আমরা আরও অনেক পণ্য ও পরিষেবা কিনতে পারব, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে : যদিও প্রথমে প্রায় ₹৪৮,০০০ কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি হতে পারে, কিন্তু এর ইতিবাচক দিক হল, নাগরিকরা এই ব্যবস্থায় প্রায় ১.১ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় করতে পারবেন। যখন মানুষ বেশি অর্থ সাশ্রয় করে, তখন তারা আরও বেশি কেনাকাটা করে, যা দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP)-কে প্রায় ০.৩% বৃদ্ধি করবে।

সহজতর ব্যবসার পরিবেশ : করের হার কম হওয়ার ফলে ব্যবসা করা আরও সহজ হবে। আগে বিভিন্ন কর স্তর নিয়ে যে সমস্যা হত, তা এখন কমে আসবে। করের স্তর কমে যাওয়ায় নিয়মকানুন মেনে চলার খরচও কমে যাবে, যা ব্যবসার দক্ষতা বাড়াবে। এর ফলে ছোট-বড় সব ধরনের ব্যবসায়ীই লাভবান হবেন।

বাড়বে কর আদায় : এই নতুন ব্যবস্থায় অনেক বেশি পণ্যকে করের আওতায় আনা হবে, কিন্তু করের হার কম থাকবে। এর ফলে কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা কমবে এবং সরকারের কর আদায় বৃদ্ধি পাবে। এটি নিশ্চিত করবে যে সরকারি উদ্যোগগুলো দক্ষতার সঙ্গে অর্থায়ন পাবে।

ব্যাংকিং খাতে সুবিধা : এই সরলীকরণ ব্যাংকিং এবং বিমা খাতের জন্যও দারুণ খবর। ব্যাংকিং পরিষেবার খরচ কমবে, যা ব্যাংকগুলোকে আরও বেশি গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। বিমা পরিষেবাও আরও সাশ্রয়ী হবে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যবিমা। এর ফলে আরও বেশি মানুষ স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা নিতে পারবেন, যা আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্যও অত্যন্ত ইতিবাচক।

জিএসটি ২.০ শুধু করের হার পরিবর্তন নয়, এটি আমাদের দেশের পরোক্ষ কর ব্যবস্থার একটি কাঠামো পরিবর্তন। এটি মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে মানুষের ব্যয় করার ক্ষমতা বাড়াবে। এর ফলে তাৎক্ষণিক সুবিধার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি সুফলও পাওয়া যাবে। তাই বলা যায়, এই পরিবর্তন একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়, বরং আরও সহজ এবং কার্যকর কর ব্যবস্থার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

(লেখক ষোড়শ অর্থ কমিশন, পিএমইএসি'র সদস্য এবং স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গ্রুপ চিফ ইকনমিক অ্যাডভাইজার)

আজ

১৯৩২

নোবেলজয়ী স্কটিশ চিকিৎসক স্যর রোনাল্ড রস প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৩১

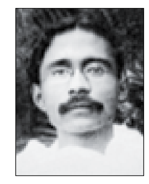

শহিদ সন্তোষকুমার মিত্র প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

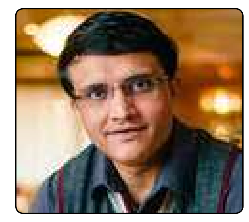

এই পাকিস্তান দল ওয়াসিম আক্রাম, জাভেদ মিয়াঁদাদের পাকিস্তান নয়। ভারত অনেক এগিয়ে। কালকের ম্যাচেও সেটাই দেখেছি। এখন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বড় ম্যাচই নয়। ৫ বছরে ওরা ভারতকে ক'টা ম্যাচে হারিয়েছে? যতবার খেলা হবে, ভারত ওদের হারাবে।

- সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

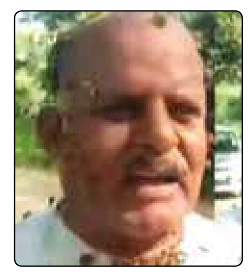

মৌমাছির বন্ধু! উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরের বাসিন্দা রাজেন্দ্রর মৌমাছির সঙ্গে বন্ধুত্বের ভিডিও নিয়ে চর্চা চলছে। রাজেন্দ্রর গায়ে অসংখ্য মৌমাছি বসে রয়েছে। কিন্তু তাঁকে হুল ফোটাচ্ছে না।

ভাইরাল/২

অসমে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। নগাঁওয়ের হাসপাতালে দুই নার্সের জীবন বাজি রেখে শিশুদের রক্ষার ভিডিও ভাইরাল। ৩ সদ্যোজাত বেডে শুয়ে। ভূমিকম্পে বাচ্চাদের যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য নার্সরা দু'হাতে তাদের রক্ষা করছেন। মুগ্ধ নেটনাগরিকরা।

জনমন জনমত

সব সাইনবোর্ডে বাংলা যুক্ত করার আর্জি

শিলিগুড়ি শহরজুড়ে সমস্ত সাইনবোর্ডে বাংলা যুক্ত করার শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর। শিলিগুড়ি পুরসভার তরফে ১৮ মার্চ নোটিশ জারি হয়েছিল যাতে ১৪ এপ্রিলের মধ্যে নামফলকে বাংলা যুক্ত হয়। পরবর্তীতে অনুরোধে তা করা হয় ৩০ জুন। কিন্তু তা কার্যকরী না হওয়ায় পুরসভার তরফে বহু মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সাধারণ সভা হয় রামকিঙ্কর হলে এবং সিদ্ধান্ত হয় ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমস্ত সাইনবোর্ডে বাংলা যুক্ত করা হবে। সত্যি বলতে সেই অর্থে তেমন বড় সাড়া পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে হয় না। তাই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, দোকানদার, অফিস প্রভৃতির দায়িত্বে থাকা মানুষজনের কাছে অনুরোধ, দয়া করে মহালয়ার মধ্যে শিলিগুড়ি শহরের আশপাশের সমস্ত সাইনবোর্ডে বাংলা অবশ্যই যুক্ত করুন।

আশা করি, সংশ্লিষ্ট সবাই যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। কমসে কম বাংলা ভাষার প্রতি সম্মান দেখান। গত অক্টোবর মাসে বাংলা ভাষা ধ্রুপদি সম্মান পেয়েছে। একদিকে যখন বাংলা ভাষার গুরুত্ব বাড়ছে তখন এই রাজ্যে কেন বাংলা ভাষা যথাযথ সম্মান পাবে না?

বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য শিলিগুড়ি পুরসভার কাছে অনুরোধ রইল।

সজলকুমার গুহ, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

বেহাল রাস্তায় প্রতিমা আনা নিয়ে চিন্তা

নাগরাকাটা বাজারের প্রাণকেন্দ্র ডাকঘর, নিত্য সবজি বাজার, কালীবাড়ি যাওয়ার রাস্তার অবস্থা শোচনীয় । সবসময় জল জমে থাকে। কাদার মধ্যে যাতায়াত করা খুবই কঠিন।

নাগরাকাটা কালীবাড়ির দুর্গাপুজো এলাকার বৃহত্তম পুজো। শত শত মানুষ আসেন কালীবাড়ির পুজো দেখতে। রাস্তার এমন হালে পুজো কমিটি চিন্তায় রয়েছে কীভাবে এই রাস্তা দিয়ে প্রতিমা নিয়ে আসবে? প্রশাসনের কাছে আবেদন, যে কোনও মূল্যে রাস্তাটি শীঘ্র বানানো হোক।

বিনয়কুমার নাগ, মধ্যসুখানি, নাগরাকাটা।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

স্বজনপোষণের পক্ষাঘাতে ইথানল নীতি

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ওই নীতির সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী।

শেখর সাহা

কেন্দ্রীয় পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির নেতৃত্বে ই-২০ নীতি ঘোষিত হয়েছিল পরিবেশ রক্ষা, দূষণ কমানো, আমদানি নির্ভরতা হ্রাস এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে। তাতে আখ, গম বা ভুট্টার মতো কৃষিজ পণ্য থেকে তৈরি ইথানল পেট্রোলে মিশিয়ে জ্বালানির খরচ কমানো, গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা ছিল। ২০৩০ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে ২০ শতাংশ ইথানল মেশানোর লক্ষ্য নেওয়া হয় এবং পুরোনো যানবাহনের উপযোগী প্রযুক্তি বিকাশের কথাও বলা হয়েছিল। পরিবেশবান্ধব এই উদ্যোগকে ঘিরে কৃষক সমাজের মধ্যে আশার আলো জাগে।

কিন্তু বাস্তবে তা অন্যরকম রূপ নিয়েছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ওই নীতির সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী। বিশেষভাবে পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির দুই পুত্রের মালিকানাধীন কোম্পানির দ্রুত আর্থিক বৃদ্ধির ঘটনা সামনে আসে। যেমন, মাত্র ছয় মাসে ১৭ কোটি থেকে সম্পদ ৫০০ কোটি টাকায় পৌঁছানো, শেয়ারে কয়েকশো গুণ বৃদ্ধি এবং সরকারি ক্রয়ে বেশি দামে ইথানল বিক্রির সুযোগ। শুরুতে কম দামে জ্বালানি সরবরাহের কথা বলা হলেও পরে নীতিটির ব্যাখ্যা বদলে ইথানলকে পেট্রোলের চেয়ে দামি বলে প্রচার করা হয়।

এতে পরিবেশের মহৎ উদ্দেশ্য হারিয়ে ব্যবসায়িক মুনাফা মুখ্য হয়ে ওঠে। কৃষকদের জন্য পর্যাপ্ত লাভের ব্যবস্থা না রেখে, বৃহত্তর জনগণের পরিবর্তে গুটিকয়েক ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। অন্যদিকে, পুরোনো যানবাহনের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা ছাড়া ইথানল মেশানোর তাড়াহুড়ো নতুন সমস্যা তৈরি করছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন এই বলে যে, এতে পুরোনো গাড়ির ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, মাইলেজ কমে যেতে পারে এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাড়বে। তবুও দ্রুত মুনাফা নিশ্চিত করতে ওই নীতির বাস্তবায়নে তাড়াহুড়ো চলছে।

পরিবেশ রক্ষার নামে সাধারণ মানুষের খরচ বাড়ছে। অথচ পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদি ভারসাম্য রক্ষায় কোনও পরিকল্পনা নেই। গণসম্পৃক্ততা ছাড়া নীতি বাস্তবায়নের ফলে জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত হচ্ছে। সরকার চাইলে নিজে বা কৃষক সমবায়ের মাধ্যমে ইথানল উৎপাদন করে এই সুযোগকে বৃহত্তর জনগণের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারত। এতে কৃষকদের আয় বাড়ত, আমদানি নির্ভর পেট্রোলের দাম কমত এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানির প্রসার ঘটত। পাশাপাশি স্বচ্ছ নীতির মাধ্যমে পুরোনো যানবাহনের জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন করা সম্ভব হত।

ইথানল কৃষিজাত পণ্য থেকে উৎপাদিত হওয়ায় এটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নানাভাবে ব্যবহার করা যেত। যেমন, (১) সরকার নিজে উৎপাদন করতে পারত, (২) কৃষক সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন হলে লাভ কৃষকের কাছে পৌঁছোত, (৩) জ্বালানির দাম কমানো সম্ভব হত ও (৪) গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি ঘটত। অন্যদিকে, দ্রুত ইথানল মেশানোর ফলে পুরোনো যানবাহনের ইঞ্জিনে সমস্যা হয়, মাইলেজ কমে যায় এবং যানবাহনের জীবনকাল হ্রাস পায়।

অথচ ইথানলের ব্যবহার নিশ্চিতভাবেই পরিবেশবান্ধব হতে পারে। কিন্তু সেটা তখনই সম্ভব, যখন সেটা কয়েকজনের ব্যবসায়িক হাতিয়ারে পরিণত না হয়। এর জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। যেমন, (ক) স্বচ্ছ নীতি, (খ) কৃষক সমবায় ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, (গ) পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও (ঘ) পুরোনো যানবাহনের উপযোগী পরিকল্পনা। বাস্তবে নীতিনির্ধারকদের কাছে দ্রুত মুনাফা কামানোই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়ে আছে।

সামাজিক আন্দোলন, আলোচনা, গবেষণা এবং গণমাধ্যমের সক্রিয় ভূমিকা এই ই-২০ নীতিকে সঠিক দিশায় নিয়ে যেতে পারে। সেজন্য বিশ্বাসে নয়, তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে নীতির মূল্যায়ন করতে হবে। বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষায় সচেতন নাগরিক উদ্যোগই পারে প্রকৃত উন্নয়নের পথ তৈরি করতে।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪৫

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ৩। বিশেষ সুবিধা, সুবর্ণ সুযোগ ৫। মনসার মাহাত্ম্যসূচক আখ্যানকাব্য ৬। কয়েকদিন, অল্পদিন, কত দিন ৭। গতিশীল, গমনশীল ৯। পরস্পর কথা বলা, আলোচনা ১২। আগুনে পোড়া, জ্বালা, প্রদাহ, আগুন ১৩। শাঁখের মধ্যে সেরা।

উপর-নীচ : ১। সংযতবাক, অল্পভাষী ২। মনের যা কাজ, চিন্তন, ভাবনাচিন্তা ৩। মধ্যবর্তী, মেজো, মাঝামাঝি, মাঝারি ৪। যোগ্য, সমর্থ, উপযুক্ত, লায়েক ৫। চিত্ত, হৃদয়, অন্তঃকরণ, মাপবিশেষ ৭। মানুষ, সাধারণ মানুষ, দিনমজুর, লোক ৮। মহান ও বীর, মহাপরাক্রমশালী, জৈন তীর্থঙ্করবিশেষ ৯। জেলখানা, কারাদণ্ড, বন্দিদশা ১০। প্রাণ, প্রাণতুল্য প্রিয়জন, বিশেষ আদরের পাত্র ১১। থেমে থেমে চলার ধরন।

সমাধান ■ ৪২৪৪

পাশাপাশি : ১। আশ্বিন ৪। বর্ণিকা ৫। ধাম ৭। শতধা ৮। কিংশুক ৯। ধনুষ্কোটি ১১। মালুম ১৩। কম্বু ১৪। টিকলি ১৫। কাবিল।

উপর-নীচ : ১। আতশ ২। নবধা ৩। হাঁকাহাঁকি ৬। মড়ক ৯। ধমক ১০। টিমটিম ১১। মালিকা ১২। মঞ্জুল।

বিন্দুবিসর্গ

এসআইআর বেআইনি কিছু হলে গোটা প্রক্রিয়া বাতিল হবে

কমিশনকে সুপ্রিম হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় যদি কোনও বেআইনি পদ্ধতির প্রমাণ মেলে, তাহলে গোটা প্রক্রিয়াই বাতিল করে দেওয়া হবে। সোমবার নির্বাচন কমিশনকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখল সুপ্রিম কোর্ট।

একইসঙ্গে এই মামলার চূড়ান্ত রায় দেশব্যাপী এসআইআর-এর জন্যই কার্যকর হবে বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ।

দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আইন ও নিয়ম মেনে কাজ করছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। তবে চূড়ান্ত শুনানির সময় যদি ভিন্ন প্রমাণ মেলে, কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদি দেখা যায় এই প্রক্রিয়া কার্যকর করতে গিয়ে কোনও বেআইনি পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে, তাহলে সবটাই বাতিল করা হবে। এই বিষয়ে চূড়ান্ত শুনানি ৭ অক্টোবর হবে। এসআইআর সংক্রান্ত সব

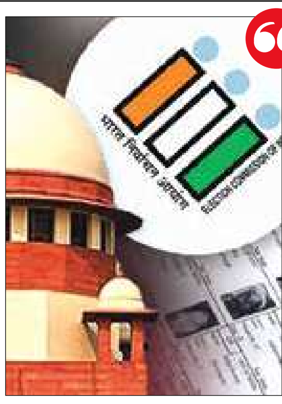

নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আইন ও নিয়ম মেনে কাজ করছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। তবে চূড়ান্ত শুনানির সময় যদি ভিন্ন প্রমাণ মেলে, কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদি দেখা যায় এই প্রক্রিয়া কার্যকর করতে গিয়ে কোনও বেআইনি পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে, তাহলে সবটাই বাতিল করা হবে।

বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী

মামলা একসঙ্গে শোনা হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সেদিনই বিশেষ রিভিশন প্রক্রিয়ার বৈধ্যতা নিয়ে আদালত চূড়ান্ত রায় দেবে।

সুপ্রিম কোর্ট আরও জানিয়েছে, এই রায় কেবল বিহার নয়, গোটা দেশের জন্যই কার্যকর হবে। আদালত ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছে যে, আধারকে ভোটার তালিকায় নাম তোলার বৈধ পরিচয়পত্র হিসাবে ধরা হবে। যদিও আধার নাগরিকত্ব প্রমাণ করে না, তবে এটি পরিচয় ও ঠিকানার প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছে, এই 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' (এসআইআর)-এর নামে লক্ষ লক্ষ প্রকৃত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের মতে, আধারকে বাদ দিয়ে অন্য কাগজপত্রে জোর দেওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ ভোটাররা। নির্বাচন কমিশন গত ১৮ অগাস্ট প্রকাশিত খসড়া তালিকায় জানিয়েছে, প্রায় ৬৫ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন বিরোধীদের 'ভোট চুরি'র অভিযোগকে বিভ্রান্তিকর আখ্যা দিয়ে বলেছে, নাম মুছে ফেলার প্রক্রিয়া আইন মেনেই হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে প্রমাণ সহ হলফনামা জমা দিতে বা প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলেছেন।

বিধ্বস্ত ভবন, তাঁবুতেই শুনানি

কাঠমাণ্ডু, ১৫ সেপ্টেম্বর : জেন জেড আন্দোলনকারীদের অনুরোধে নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি। তবে বিক্ষোভ আন্দোলনের চিহ্ন এখনও রয়ে গিয়েছে কাঠমাণ্ডুতে। বিক্ষোভকারীদের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড বহু সরকারি দপ্তর। আগুনে পুড়ে গিয়েছে পার্লামেন্ট ভবন, প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের বাড়ি। বিক্ষোভের আঁচ থেকে বাদ যায়নি সুপ্রিম কোর্টও। পুড়ে যাওয়া ভবনটি আপাতত ব্যবহারযোগ্যতা হারিয়েছে। তাই সোমবার সেই ভবনের সামনেই তাঁবু খাটিয়ে শুরু হয়েছে শীর্ষ আদালতের কাজ। কার্যত খোলা আকাশের নীচেই

নেপালের মন্ত্রীসভায় আরও ৩

একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি চলেছে।

তবে মামলা চালাতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছেন বিচারপতি, আদালত কর্মী ও মামলাকারীরা। কারণ, সুপ্রিম কোর্ট ভবনের সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে প্রায় ৬২ হাজার নথি। নষ্ট হয়ে গিয়েছে বহু গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড। ফলে পুরোদমে আদালতের কাজকর্ম শুরু হতে কয়েকমাস সময় লেগে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টে হামলার কড়া নিন্দা করেছেন প্রধান বিচারপতি প্রকাশমান সিং রাউত। একইসঙ্গে তাঁর আশ্বাস, 'অবস্থা যাই হোক না কেন আমরা ন্যায়ের পথে চলব। আদালতের কাজ বন্ধ হবে না।' আন্দোলনকারীদের একাংশের হিংসাত্মক মনোভাবের জন্য সোমবার প্রধানমন্ত্রী কার্কির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন জেন জেড নেতারা। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর হিংসায় প্ররোচনা দেওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন কার্কি। তারপর জেন ডেজ নেতৃত্বের তরফে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিন মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণ করেছেন কার্কি। ৩ জনকে মন্ত্রীপদের শপথবাক্য পাঠ করান প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পোড়েল। এর ফলে অন্তর্বর্তী সরকারে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে মন্ত্রীর সংখ্যা বেড়ে ৪ হল। নেপাল বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের প্রাক্তন প্রধান কুলমান ঘিসিংকে জ্বালানি, পানিসম্পদ ও সেচমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। রামেশ্বর খানালকে দেওয়া হয়েছে অর্থমন্ত্রকের ভার। ওমপ্রকাশ আরিয়ালকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়েছে। এদিকে আন্দোলনের সুযোগে অন্তত ৭৯ জন বন্দির সীমান্তের বিভিন্ন চেক পয়েন্ট দিয়ে ভারতে প্রবেশের সময় ভারতীয় সশস্ত্র সীমা বলের (এসএসবি) জওয়ানরা ধরে ফেলেছেন। তাদের মধ্যে দুই নাইজিরীয়, একজন ব্রাজিলীয় এবং একজন বাংলাদেশি।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছে দেশ। স্কুলে ফিরতেই হাসিমুখে পড়ুয়ারা। সোমবার কাঠমাণ্ডুতে।

বোঝাপড়া ভাঙার সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে : রাশিয়া

ভারতে বাণিজ্য বৈঠকে মার্কিন কর্তা

নয়াদিল্লি ও মস্কো, ১৫ সেপ্টেম্বর : মস্কো-দিল্লি-বেজিং সমীকরণের ইঙ্গিত মিলতেই সুর নরম করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি একাধিক পোস্টে ভারত ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ্য করে সদর্থক বার্তা দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের সেই মনোভাবের সঙ্গে তালমিলিয়ে সোমবার ভারতে এসেছেন আমেরিকার বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সহকারী প্রধান ব্র্যান্ডেন লিঞ্চ। মঙ্গলবার দিল্লিতে বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির আগে লিঞ্চের এই ভারত সফর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে কয়েক সপ্তাহ আগে ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিল ট্রাম্প সরকার। সেই শুল্ক এখনও বহাল রয়েছে। অগাস্টে আমেরিকায় ভারতের রপ্তানি লক্ষণীয়ভাবে কমেছে। তবে ভারতের সঙ্গে শুল্ক সংঘাতে জড়িয়ে আমেরিকার পক্ষে এশিয়ায় প্রভাব ধরে রাখা যে কঠিন তা বেশ বুঝতে পারছেন ট্রাম্প প্রশাসনের কর্তারা। তাই বাণিজ্য জট কাটিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ভারসাম্য আনতে চাইছেন তাঁরা। লিঞ্চের সফরের পর ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির পথ মসৃণ হবে বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

ভারতের পাশাপাশি তাঁরা যে চিনের সঙ্গে শুল্ক সংঘাতে রাশ টানার চেষ্টা করছেন খোদ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কথায় তার আভাস পাওয়া গিয়েছে। সোমবার ট্রুথ সোশ্যালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, 'ইউরোপের মাটিতে আমেরিকা ও চিনের বাণিজ্য আলোচনা ইতিবাচক মোড় নিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি এটা শেষ হবে। আশা করি আমরা দ্রুত একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে পারব। তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে এটা একটা খুশির খবর।'

ভারত, চিনের ক্ষেত্রে নমনীয়

হওয়ার বার্তা দিলেও রাশিয়া প্রশ্নে এখনও কঠোর ট্রাম্প। তাঁর মতে, ইউক্রেন যুদ্ধে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা রাশিয়াকে বেগ দিতে হলে তাদের অর্থনীতিতে আঘাত করতে হবে। এটা আমেরিকার একার পক্ষে সম্ভব নয়। ইউরোপের দেশগুলিকেও একসঙ্গে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। তেল বিক্রি বাবদ রাশিয়ার আয়ের উৎস বন্ধ করতে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভারতীয় পণ্যে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা উচিত বলে মনে করেন তিনি। রবিবার এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে ভারতের বাণিজ্য নীতির প্রশংসা করেছে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রক।

মস্কো জানিয়েছে, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ভিত কতটা পোক্ত, ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সেটা বোঝা গিয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'খুব কঠিন সময়ে স্থিতিশীলভাবে এগিয়ে চলেছে রাশিয়া-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। এই প্রক্রিয়াকে বাধা দেওয়ার যে কোনও চেষ্টা ব্যর্থ হবে। দিল্লির দৃষ্টিভঙ্গি ভারত-রাশিয়া বন্ধুত্বের চেতনা এবং ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত, যা আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে সার্বভৌম নীতি নির্ধারণের দিকে ইঙ্গিত করে।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'আমেরিকা এবং ন্যাটো দেশগুলির অনবরত চাপের মুখেও ভারত নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেনি। তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেটা পালন করেছে। ভারতের এই অবস্থান আমাদের বহু বছরের সুসম্পর্কের ফল।'

ইডি'র ম্যারাথন জেরা মিমিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : প্রায় সাড়ে ন'ঘণ্টা জেরার পর অবশেষে ইডির সদর দপ্তর থেকে বেরোলেন টলিউড অভিনেত্রী ও যাদবপুরের প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তী।

সোমবার সকাল পৌনে ১১টা নাগাদ দিল্লির প্রবর্তন ভবনে পৌঁছোন তিনি। সঙ্গে ছিলেন তাঁর আইনজীবী। ছিল প্রয়োজনীয় ফাইলপত্রও। রাত আটটা নাগাদ ইডি অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেও সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি মিমি। যদিও হাজিরা দিতে ঢোকার সময় তিনি জানিয়েছিলেন, জেরা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবেন।

ইডি সূত্রের খবর, মামলায় মিমির কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়, বেটিং অ্যাপের সঙ্গে কোনও চুক্তি হয়েছিল কি না, হয়ে থাকলে তার নথি কী কী আছে। খতিয়ে দেখা হয় তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, লেনদেনের তথ্য সহ একাধিক আর্থিক নথি। এদিন তদন্তকারী আধিকারিরা জানতে চান, বেটিং অ্যাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়ে কত টাকা পেয়েছিলেন? কীভাবে সেই টাকা পেয়েছিলেন? বেআইনি জানার পরও কেন প্রচারের মুখ হয়েছিলেন তিনি?

সূত্রের দাবি, প্রথম দফায় প্রায় আড়াই ঘন্টা জেরার পরে মিমিকে মধ্যাহ্নভোজের জন্য সময় দেওয়া হয়। তবে তাঁকে ইডি অফিসের বাইরে বেরোতে দেওয়া হয়নি। দুপুর ২টোর পরে মিমির দ্বিতীয় দফার জেরা শুরু হয়। দ্বিতীয় দফার জেরা চলাকালীন মিমির আইনজীবীকে ইডি অফিসের ভিতরে যেতে দেখা যায় বেশ কিছু নথি ও ফাইল হাতে। দেশের পাশাপাশি বিদেশের কোন কোন শহরে গিয়েছেন মিমি, কেন, কী কারণে? সেই বিষয়েও এদিন মিমিকে বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রের দাবি।

দীর্ঘ সাড়ে ৯ ঘণ্টার জেরা শেষে সোমবার রাত আটটার সামান্য আগে ইডি দপ্তর থেকে বাইরে বেরোন মিমি চক্রবর্তী। অপেক্ষামান গাড়িতে উঠে সোজা বেরিয়ে যান, সাংবাদিকদের প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়েই। সূত্রের দাবি, তাঁকে আবার জেরায় ডাকা হতে পারে শীঘ্রই। বেআইনি অনলাইন বেটিং অ্যাপ সংক্রান্ত মামলায় মিমি-সহ একাধিক তারকাকে তলব করেছে ইডি।

কয়েকটি ধারায় স্থগিতাদেশ

ওয়াকফ আইন আংশিক বদলের পক্ষে কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে মিশ্র রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি এজি মসিহ-র ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, ২০২৫ সালের ওয়াকফ সংশোধনী আইন পুরোপুরি স্থগিত করা হবে না। তবে আইনের কিছু ধারা, যেমন—৩(আর), ২(সি) প্রোভিসো, ৩(সি) এবং ২৩--আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

সংশোধিত ওয়াকফ আইনের ধারা ৩(আর) অনুযায়ী কোনও ব্যক্তিকে ওয়াকফ প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাঁকে অন্তত পাঁচ বছর ইসলাম ধর্ম পালন করতে হবে। সোমবার আদালত স্পষ্ট করে বলেছে, ওয়াকফ আইনে উল্লেখিত এই 'কমপক্ষে পাঁচ বছর ইসলাম পালন করা'র শর্ত এখন কার্যকর হবে না। যেহেতু এখনও নিয়ম তৈরি হয়নি, তাই এটা হলে ক্ষমতার অপব্যবহার হতে পারে। ওয়াকফ আইনের ধারা ২(সি) প্রোভিসো-তে বলা হয়েছিল, কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি বলে গণ্য হবে না। আদালত এটাও স্থগিত রেখেছে।

আইনের ৩(সি) ধারায় জেলা শাসকের হাতে ওয়াকফ সম্পত্তি সরকারি জমি কি না তা নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সেটিও আপাতত স্থগিত করে আদালত বলেছে, 'কোনও জেলা শাসক নাগরিকদের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। নাগরিকের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রশাসনের কাজ নয়। ওয়াকফ সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে হবে।'

কেন্দ্র ও রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে সর্বোচ্চ তিনজন অমুসলিম এবং কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলে মোট চারজন অমুসলিম সদস্য রাখা যেতে পারে বলে। আইনের ২৩ নম্বর ধারার প্রেক্ষিতে 'ওয়াকফ বোর্ডের এক্স-অফিসিও আধিকারিক যতটা সম্ভব মুসলিম হওয়া উচিত' বলেও আদালত মন্তব্য করেছে।

প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ বলেছে, 'সংসদে পাশ হওয়া আইনকে প্রথমেই বৈধ বলে ধরে নেওয়া হয়। তাই সম্পূর্ণ স্থগিত করার প্রশ্ন ওঠে না। তবে কয়েকটি ধারা নিয়ে আপাতত সুরক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।'

রায়ের পর অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড জানিয়েছে, তাদের অনেক দাবি আদালত মেনে নিয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়ি বলেছেন, 'এই রায় ভূমিদাতাদের ভরসা দিয়েছে। আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।'

একনজরে

- সংশোধিত ওয়াকফ আইনের ৩(আর), ২(সি) প্রোভিসো, ৩(সি) এবং ২৩--আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে
- সংসদে পাশ হওয়া আইনকে প্রথমেই বৈধ বলে ধরে নেওয়া হয়, তাই সম্পূর্ণ স্থগিত করার প্রশ্ন ওঠে না
- 'কমপক্ষে পাঁচ বছর ইসলাম ধর্ম পালন করা'র আইনি শর্ত কার্যকর হবে না
- নাগরিকের অধিকার নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রশাসনের কাজ নয়, তাই জেলা শাসক সম্পত্তির অধিকার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না
- ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্য রাখা যাবে

লে পাঙ্গা...

সোমবার প্রয়াগরাজের লালগোপালগঞ্জে এক কুস্তি প্রতিযোগিতায়।

নিন্দা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৫ সেপ্টেম্বর : চার্লি কার্ক হত্যা ও নাগামাল্লাইয়ার প্রকাশ্যে মাথা কেটে দেওয়ার ঘটনা ট্রাম্পের অভিবাসন বিরোধিতাকে এগিয়ে দিল। টেক্সাসের ডালাসে অবৈধ কিউবান অভিবাসী সহকর্মীর হাতে খুন হন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মোটেল ম্যানেজার। সেই ঘটনার কড়া মন্তব্য করে ট্রাম্প জানিয়েছেন, তাঁর প্রশাসন অবৈধ অভিবাসী অপরাধীদের প্রতি 'নরম' হবে না। ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প বলেছেন, 'কিউবা থেকে অবৈধভাবে আমেরিকায় আসা এক ব্যক্তি যার আমেরিকায় থাকা উচিত ছিল না, কাজটা করেছে। এর আগেও সে শিশুদের যৌন নির্যাতন, গাড়ি চুরির মতো অপকর্ম করেছে। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু বাইডেনের মতো অযোগ্য সরকার থাকায় মুক্তি পেয়ে যায়। কিউবা কিন্তু ওই দুষ্ট লোককে তাদের দেশে ফিরিয়ে নেয়নি। বাইডেন সরকারের জন্য সে এদেশে থাকতে পেরেছে। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, এখন আমেরিকা আমার তত্ত্বাবধানে। অবৈধ অভিবাসীদের প্রতি নরম থাকার দিন শেষ।'

'বিহারের উন্নতি ওরা দেখতে পারে না'

বিরোধীদের 'বিড়ি' নিয়ে খোঁচা নমোর

পাটনা, ১৫ সেপ্টেম্বর : ভোটমুখী বিহারে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি যে বিরোধীদের নিশানা করবেন, তা তো জানা কথাই। কিন্তু আক্রমণের হাতিয়ার যদি বিরোধীরাই হাতে তুলে দেয়, তাহলে আর তাঁকে দেখে কে!

বিহারের পূর্ণিয়ায় সোমবার নির্বাচনি সমাবেশে কংগ্রেস ও আরজেডি'র বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান মোদি। সাম্প্রতিক 'বিড়ি-বিহার' বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যখনই বিহার উন্নতির পথে এগোয়, কংগ্রেস ও আরজেডি রাজ্যের মানুষকে অপমান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিহারে তৈরি রেল ইঞ্জিন আজ আফ্রিকায় যাচ্ছে, কিন্তু বিরোধীদের তা সহ্য হচ্ছে না।'

কয়েকদিন আগে কংগ্রেসের কেরল শাখা জিএসটি সংস্কার নিয়ে বিজেপিকে উপহাস করে একটি পোস্ট করেছিল। তাতে লেখা হয়েছিল, 'বিড়ি ও বিহার দুটোই 'বি' দিয়ে শুরু। তাই আর এগুলিকে পাপ বলে মনে করা যাবে না।' বিড়ির ওপর জিএসটি কমানোর বিষয়টিকে তুলে ধরা এই পোস্টটি তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ার পর ক্ষমা চেয়ে সেটি তুলে নিতে বাধ্য হয় কংগ্রেস।

এই মওকা এদিন ছাড়েননি মোদি। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস আরজেডি-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিহারকে বিড়ির সঙ্গে তুলনা করে রাজ্যের সম্মান নষ্ট করছে। এই মানুষগুলি বিহারকে ঘৃণা করে।'

মোদির অভিযোগ, কংগ্রেস ও আরজেডি নিজেদের পরিবারের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু দেখে না, বোঝেও না। অন্যদিকে এনডিএ সরকার সাধারণ মানুষের খরচ ও সঞ্চয়ের কথা ভাবে। তিনি জানান, উৎসবের আগে জিএসটি কমানো হয়েছে যাতে দরকারি জিনিসের দাম যেমন—টুথপেস্ট, সাবান থেকে শুরু করে খাবারদাবার—সস্তা হয়। এর ফলে উপকৃত হবেন গরিব ও মধ্যবিত্তরা।

বিহারে অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী কড়া হুঁশিয়ারি দেন। তাঁর বক্তব্য, সীমান্ত ও পূর্ব ভারতের জনসংখ্যা সংকটের জন্য কংগ্রেস-আরজেডি দায়ী। তাঁর কথায়, 'যে-ই অনুপ্রবেশকারী হোক, তাকে দেশ ছাড়তেই হবে।' নিরাপত্তা ও মহিলাদের সুরক্ষার জন্য কেন্দ্রের 'ডেমোগ্রাফি মিশন'-এর কথাও তিনি তুলে ধরেন।

এদিন প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। এর মধ্যে ছিল পূর্ণিয়া বিমানবন্দর, নতুন রেললাইন, আবাসন প্রকল্প ও জাতীয় মাখানা বোর্ড। ভাগলপুরে বিশাল বেসরকারি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন তিনি।

বিহারের পূর্ণিয়াতে মোদি।

যখনই বিহার উন্নতির পথে এগোয়, কংগ্রেস ও আরজেডি রাজ্যের মানুষকে অপমান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিহারে তৈরি রেল ইঞ্জিন আজ আফ্রিকায় যাচ্ছে, কিন্তু বিরোধীদের তা সহ্য হচ্ছে না।

নরেন্দ্র মোদি

রুশ তরুণীর ভারত ত্যাগে দূতাবাসের সাহায্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : রুশ গুপ্তচর সন্দেহে অভিযুক্ত চন্দননগরের বাঙালি পরিবারের বৌমাকে দেশ ছেড়ে পালাতে রুশ দূতাবাসের কূটনীতিক সরাসরি সাহায্য করেছেন, দিল্লি পুলিশের তদন্তে এমন তথ্য সামনে আসতেই সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলায় ফের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি হল। আদালতের তিরস্কারের মুখে পড়ল দিল্লি পুলিশও।

হুগলির চন্দননগরের বাসিন্দা সৈকত বসু অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর রুশ স্ত্রী ভিক্টোরিয়া জিগালিনা বসু তাঁদের একমাত্র সন্তান স্টাভিওকে নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। এদিন শুনানিতে বিচারপতি সূর্য কান্ত নির্দেশ দেন, দিল্লি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় সরকার কোনও সময় নষ্ট না করে দ্রুত পদক্ষেপ করে শিশুটিকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুক।

দিল্লি পুলিশের রিপোর্টে উঠে এসেছে, রুশ দূতাবাসের কনসুলার ডিভিশনের প্রধান আর্থার গার্বস্ট ব্যক্তিগতভাবে ভিক্টোরিয়াকে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে দেন। সেই ট্যাক্সিতেই ভিক্টোরিয়া দিল্লি থেকে বিহারের নারকাটিগঞ্জ পৌঁছে ভারত-নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে কাঠমাণ্ডু যান এবং সেখান থেকে শারজা হয়ে রাশিয়ায় পালিয়ে যান। পুলিশ জানিয়েছে, ট্যাক্সির ভাড়া বাবদ ৭৫ হাজার টাকাও মেটান ওই কূটনীতিক।

এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি সূর্য কান্তের মন্তব্য, 'ওই ব্যক্তিকে জেরা করলে অনেক তথ্য সামনে আসতে পারে। তবে এ বিষয়ে আদালত কোনও সরাসরি নির্দেশ দিচ্ছে না।' একই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভারত-রাশিয়ার বহু পুরোনো কূটনৈতিক সম্পর্কের খাতিরে রাশিয়া সরকার এই তদন্তে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

দিল্লি পুলিশের প্রতি ক্ষোভও প্রকাশ করে বিচারপতির নির্দেশ, মামলার পরবর্তী শুনানি দশদিন পর, তার আগে দিল্লি পুলিশ ও বিদেশ মন্ত্রককে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে সুপ্রিম কোর্টে।

মাওবাদী নেতা সহ ৩ নিকেশ

রাঁচি, ১৫ সেপ্টেম্বর : সোমবার ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগের পানতিতারি জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের লড়াইয়ে মৃত্যু হল নিষিদ্ধ সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা সহদেব সোরেন ওরফে পরবেশ সহ তিনজনের। সোরেনের মাথার দাম ছিল এক কোটি টাকা। বাকি দু'জনের মধ্যে রঘুনাথ হেমব্রম ওরফে চঞ্চলের ২৫ লক্ষ ও বীরসেন গঞ্জু ওরফে রামখেলাওনের মাথার দাম ছিল ১০ লক্ষ টাকা। তাদের মধ্যে মোস্ট ওয়ান্টেডের তকমা ছিল সোরেনের। হাজারিবাগের এসপি অঞ্জনি অঞ্জন জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল থেকে এক-৪৭ সহ একাধিক অস্ত্র মিলেছে।

অর্থমন্ত্রকের কর্তার মৃত্যুতে রহস্য

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : দিল্লিতে বিএমডব্লিউর ধাক্কায় রবিবার মৃত্যু হয়েছে অর্থমন্ত্রকের উপসচিব নভজ্যোৎ সিংয়ের। সোমবার ঘাতক গাড়ির চালক গগনপ্রীত কৌরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশনের কাছে দুর্ঘটনা ঘটলেও গগনপ্রীত কেন নভজ্যোৎকে প্রায় ১৯ কিলোমিটার দূরে একটি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন তা নিয়ে এখনও ধন্দে তদন্তকারীরা। মৃতের পরিবারের বক্তব্য, যদি দ্রুত কাছের কোনও হাসপাতালে অর্থমন্ত্রকের কর্তাকে নিয়ে যাওয়া যেত, তাহলে তিনি হয়তো প্রাণে বেঁচে যেতেন।

তদন্তে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর ১টা ১৫ মিনিট নাগাদ যখন নভজ্যোৎ এবং তাঁর স্ত্রী সন্দীপের বাইকের সঙ্গে গগনপ্রীতের গাড়ির ধাক্কা লাগে তখন বিএমডব্লিউতে ছিলেন গগনপ্রীতের স্বামী পরীক্ষিত মাক্কড় ও তাঁদের দুই সন্তান। দুর্ঘটনার পরেই সাহায্যের জন্য ছুটে আসেন গুলফাম নামে অন্য এক গাড়ি চালক।

দুর্ঘটনায় গ্রেপ্তার গাড়ির চালক

গুলফামের গাড়িতে নভজ্যোৎ ও সন্দীপকে জিটিবি নগরের হাসপাতালে নিয়ে যান গগনপ্রীত। গুরুতর আহত সন্দীপ জানিয়েছেন, গাড়িতে ওঠার পর তিনি বারবার গগনপ্রীতকে কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু রাজি হননি গগনপ্রীত। গুলফাম জানান, যে এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেটি তিনি ভালো করে চেনেন না। তাই গগনপ্রীতের নির্দেশ মতো একটি হাসপাতালে গিয়েছিলেন। যে হাসপাতালে গগনপ্রীত নভজ্যোৎকে ভর্তি করেছিলেন, সেটির ৩ জন মালিকের একজন হলেন গগনপ্রীতের বাবা। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে তাহলে কি দুর্ঘটনায় নিজের অপরাধ ধামাচাপা দিতেই নভজ্যোৎকে বাবার হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন গগনপ্রীত? হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, আগেই গগনপ্রীতের মৃত্যু হয়েছিল। মৃত কেন্দ্রীয় আধিকারিকের ছেলে নবনূরের বক্তব্য, 'ধৌলা কুয়ানের কাছে দুর্ঘটনা ঘটার পর আমার বাবা-মাকে কেন জিটিবি নগরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তা আমার বোধগম্য হয়নি। কে তাঁদের ওই হাসপাতালে এনেছেন চিকিৎসক ও নার্সদের বারবার জিজ্ঞাসা করেও তার সদুত্তর মেলেনি।'

তিনি বলেন, 'প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বাদে এক চিকিৎসককে একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট তৈরি করতে এবং তাতে গগনপ্রীতের নাম লিখতে দেখি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন আপনি এই নথি তৈরি করছেন? জানতে পারলাম যে গগনপ্রীতও ওই হাসপাতালেই ভর্তি ছিলেন।'

কাজল-টুইঙ্কলের নতুন শো

ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আঁচ করেননি যে, এতটাও ধামাকা আসতে পারে। এটা নিশ্চিন্তে পুজো স্পেশাল। একেবারে বাজি রেখে বলা যায়। কাজল আর টুইঙ্কল খান্না একসঙ্গে কোনও সিনেমা করেননি। কিন্তু পাশাপাশি এসে বসলে একেবারে হাসির ফোয়ারা ছোটে। ফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেসে গড়িয়ে পড়েন দুজনেই। কথা তো থামতেই চায় না।

একদিন ফোনেই ঠিক করে ফেললেন, ব্যাপারটা ক্যামেরার সামনে করলে কেমন হয়? মানে এই আড্ডাটা আর কি। যা ভাবা, সেই কাজ। তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াল অ্যামাজন প্রাইম। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল ‘টু মাচ’। মানে দুজনের শো। গেস্টও আসছেন দুজন। একেবারেই কোনও স্ক্রিপ্ট নেই, কোনও রিহার্সাল নেই। এসে বসলেই মন খুলে কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। ভেতরের কথা তো আসবেই। লুকোনো যাবে না। ট্রেলারেও সেই ছাপ স্পষ্ট। আমির খান, সলমন খান, গোবিন্দা, আলিয়া ভাট, করণ জোহার, ভিকি কৌশল, বরুণ ধাওয়ান, জাহ্নবী কাপুর--সব্বাই, সব্বাই মিলে জমিয়ে হাহা-হিহি আর দেদার গল্প করেছেন। কেউ তেমন করে কিচ্ছু লুকোননি।

২৫ সেপ্টেম্বর থেকে এই শো যখন আসবে, সত্যিই ভারতীয় পডকাস্ট এবং চ্যাট শোর দুনিয়াটাই বদলে যাবে। আপাতত ‘টু মাচ’-এর দিকেই দর্শকদের নজর। শুধু এদেশের নয়, বিদেশেরও।

ক্যাটরিনা মা হচ্ছেন?

এই বিষয়টি নিয়ে লুকোচুরি চলছে অনেক দিন ধরেই। ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ কি সন্তানের বাবা-মা হচ্ছেন? অনেকবার ক্যাটকে ঢোলা শার্টে দেখে এসব আলোচনা হয়েছে। কৌশল পরিবার বলেছেন সময় এলে জানাবেন। এবার বোধহয় সময় এল। সর্বভারতীয় এক পোর্টালের সূত্র অনুযায়ী ক্যাটরিনা অন্তঃস্বত্ত্বা। তাঁদের প্রথম সন্তানের আসার সময় অক্টোবর কিংবা নভেম্বর। হবু বাবা-মা নাকি তাদেরই এই খবর দিয়েছেন, যদিও ভিকি-ক্যাট এ ব্যাপারে মুখ খোলেননি কারওর কাছে। পোর্টালি বলছে ক্যাট নাকি সন্তানের জন্মের পর লম্বা ছুটি নেবেন মায়ের দায়িত্ব পালনের জন্য। অন্য বহুল প্রচলিত সংবাদমাধ্যম এই বিষয়ে ভিকিদের এজেন্টের কাছে জানতে চাইলেও কাজ হয়নি, তাঁরা ফোন ধরেননি। ফলে এ খবর কতটা সত্যি, জানার আপাতত উপায় নেই। ভিকির চলতি বছর খুব ভালো কেটেছে। ছাওয়া ছবি বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। তিনি তৈরি হচ্ছেন সঞ্জয় লীলা বনশালির লাভ অ্যান্ড ওয়ার নিয়ে, আসবে আগামী বছর। ক্যাটরিনা অবশ্য সেই বিজয় সেথুপতির সঙ্গে মেরি খ্রিস্টমাস ছবিতে দেখা দিয়েছেন।

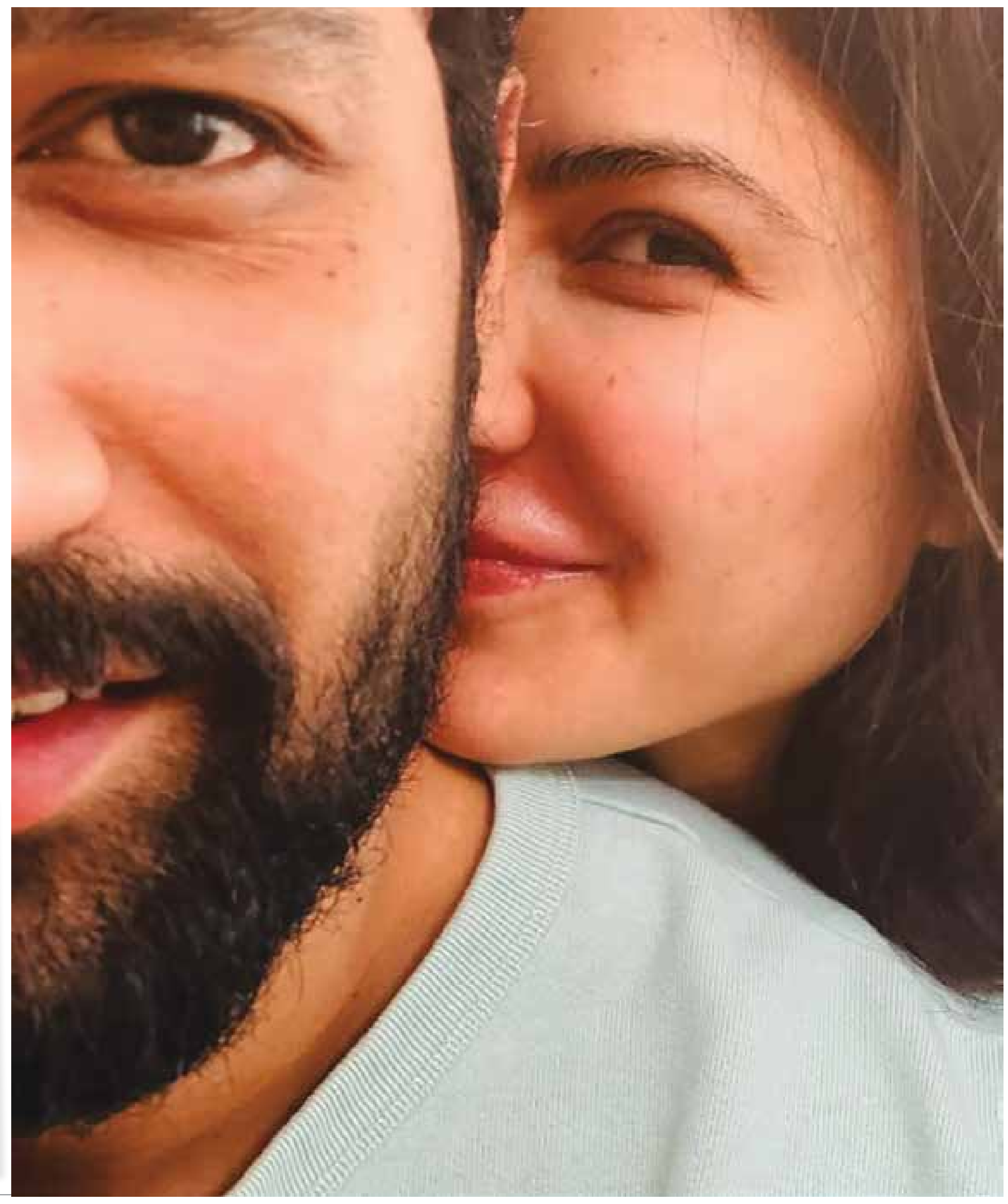

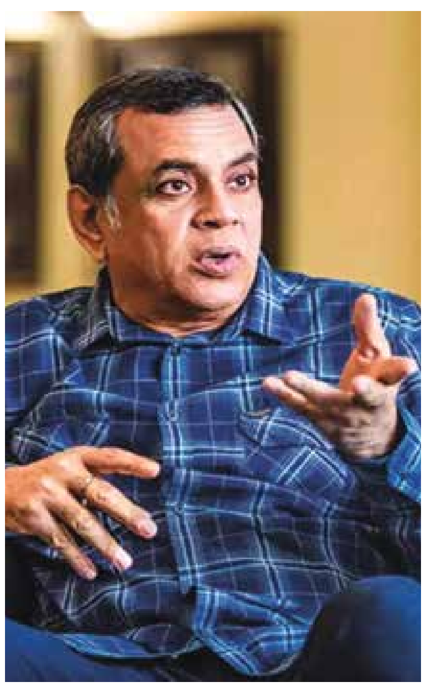

হেরা ফেরি ৩ ছবিতে ফেরা নিয়ে পরেশ

চলতি বছর মে মাসে পরেশ রাওয়াল জানিয়েছিলেন, হেরা ফেরি ৩-এ তিনি নেই। গল্প তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। এর ওপর ছিল ছবির প্রয়োজক অক্ষয় কুমারের পরেশের বিরুদ্ধে পাঠানো আইনি নোটিস। মনে করা হচ্ছিল, তাঁর সঙ্গে এই নির্মাতাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। তিনি আর বাবুভাই হবেন না। পরে পরেশ আবার বাবুভাই হয়েই ছবিতে ফিরে আসেন। কিন্তু এতকিছুর পরেও পরিচালক প্রিয়দর্শেনর সঙ্গে কি তাঁর সেই আগের সম্পর্ক আছে? এই নিয়ে পরেশ বলেছেন, ‘ প্রি প্রোডাকশনের কাজ এগোচ্ছে। আগামী বছর মার্চ-এপ্রিল নাগাদ শুটিং শুরু হবে। হয়তো অনেক কিছু হয়েছে মাঝখানে, তবে প্রিয়দর্শেনর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ তো হয়ইনি, বরং এখন আমাদের সম্পর্ক আরও শক্তপোক্ত হয়েছে। এত সহজে কারওর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয় না।’

শোনা যাচ্ছে, বাবুভাইয়ের স্পিন অফ থাকবে হেরা ফেরি ৩-এ। পরেশ বলেছেন, ‘এরকম কোনও আলোচনা আমাদের মধ্যে হয়নি। তবে সেটা যদি হয়ও, তাহলেও রাজু বা অক্ষয় কুমার এবং শ্যাম বা সুনীল শেট্টিকে দরকার হবে। আমি তেমন লোভী বা বোকা নই, যে ভাবব আমিই সব। এমনকী বাবুভাইকে নিয়ে আলাদা ছবি হলেও রাজু আর শ্যামকে লাগবে।’

শাহরুখের কাছে হার, কী বললেন মনোজ

চলতি বছরে সেরা অভিনেতার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন শাহরুখ খান, জওয়ান ছবির জন্য। তাঁর কাছে হেরেছেন মনোজ বাজপেয়ী। অনেকেই বলছে ‘ন সির্ফ এক বান্দা কাফি হ্যায়’ ছবির জন্য তাঁরই সেরা হওয়ার কথা। সে প্রসঙ্গে মনোজ বলেছেন, ‘এই আলোচনাটার কোনও মানে হয় না কারণ এখন এটা অতীত। আমার পছন্দের ছবির মধ্যে সির্ফ এক বান্দা বা জোরাম সব সময়ে ওপরের দিকে থাকবে। আমি মনে করি, এই জাতীয় পুরস্কার বা অন্য যে কোনও পুরস্কারই তার মর্যাদা হারিয়েছে। সবাই পপুলার সিনেমাকে জায়গা দিচ্ছে। যারা পুরস্কার দিচ্ছে, তাদের এটা নিয়ে ভাবা উচিত। আমি শুধু ভালো ছবি বেছে ভালো অভিনয়কেই গুরুত্ব দিই, কারণ এটাই আমার ভিতরে থাকা অভিনেতার প্রতি আমার দায়িত্ব। তাছাড়া এত বিভিন্ন ধরনের এবং ধারার ছবি এবং সেই অনুযায়ী পারফরম্যান্স হয়, তাদের সকলের প্রতি মর্যাদা দিয়ে কীভাবে পুরস্কৃত করা যেতে পারে, তা নিয়েও আমার সংশয় আছে। আমি এসব ইভেন্টে যাই ওই সংস্থাদের যারা পুরস্কার দিচ্ছেন, তাদের প্রতি সম্মান দেখাতে। পুরস্কার জেতাকে খুব একটা গুকুত্ব দিই না। এগুলো বাড়িতে সাজানো শো পিস মাত্র।’

প্রসঙ্গত, শাহরুখ এই প্রথম জাতীয় পুরস্কার পেলেন। মনোজ এর আগে তাঁর প্রথম ছবি সত্য, পরে পিঞ্জর এবং তারও পরে আলিগড়-এর জন্য জাতীয় স্তরে সেরা হয়েছেন।

ইমেজ বাঁচাতে কোর্টে করণ

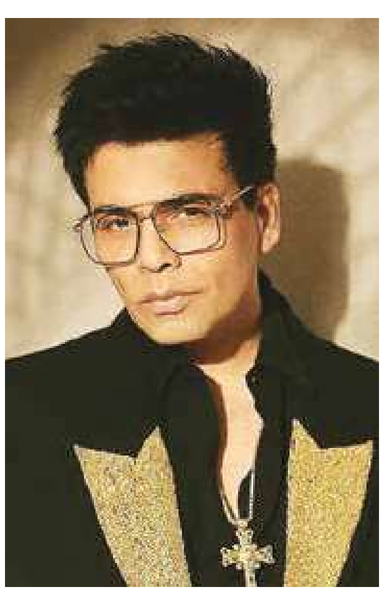

নিজের পার্সোনালিটি রাইট বাঁচাতে আদালতে গেলেন করণ জোহার। অবৈধ বিজ্ঞাপনে যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নাম বা তাঁর কোনও প্রতিকৃতি বা তাঁরই মতো কাউকে ব্যবহার না করা হয়, তার জন্যই দিল্লি হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করেছেন তিনি। সোমবার আদালতে তাঁর তরফের আইনজীবী বলেছেন বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তাঁর ছবি ডাউনলোড করে যত্রতত্র ব্যবহার করছে ব্যবসায়িক স্বার্থে। কোথায় তাঁর ইমেজ ব্যবহার করবেন, এটা তাঁরই অধিকারে থাকা উচিত। অন্যদিকে মেটা প্ল্যাটফর্মের তরফে বলা হয়, সাধারণ মজা, মিমস বা নেটমহলের মন্তব্য নিষিদ্ধ করলে বেআইনি কাজ বাড়বে, তখন সবাইকে কোর্টে টেনে আনতে হবে। বিচারক বলেছেন সব প্ল্যাটফর্ম বন্ধ সম্ভব নয়। করণকে বলতে হবে নির্দিষ্ট কোন সাইট তাঁকে অসম্মান করেছে। সেক্ষেত্রে কোর্ট তা বন্ধ করার নির্দেশ দেবে। তবে মেটা বা অন্য কোনও প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে করণ যদি বেআইনি কিছু দেখেন, তাহলে তিনি আদালতে আসতে পারেন। পরবর্তী শুনানি হবে ১৫ সেপ্টেম্বর। প্রসঙ্গত, অভিষেক বচ্চন, ঐশ্বর্য রাই বচচন নিজের ইমেজ বাঁচানোর জন্য আদালতে গিয়েছেন এবং মামলা জিতেছেন।

একনজরে সেরা ৫

হুমা, রচিতের বাগদান

হুমা কুরেশি ও তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমিক রচিত সিংয়ের বাগদান হয়েছে, অন্তত জল্পনা তেমনই। হুমার বান্ধবী আকসা সিং দুজনের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, এ তোমাদের নিজেদের স্বর্গ। সোনাক্ষী সিনহা ও জাহির ইকবালের বিয়েতে দুজন একসঙ্গে নজর কাড়েন। রচিত জন্মদিনে একসঙ্গে ছবি তোলেন। সম্পর্ক ছিলই, এবার বাগদান হল সম্ভবত।

মস্তিতে আরশাদ

মস্তি ৪-এ যোগ দিলেন আরশাদ ওয়ারশি। এর আগে তুষার কাপুর ও নরগিস ফকরিও এসেছেন। ছবিতে দুই বিবাহিত দম্পতি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ও তার পরের নানা সমস্যা দেখা যাবে। পরিচালনায় মিলাপ জাফরি। অভিনয়ে মস্তি ফ্র্যাঞ্চাইজির সেই তিনমূর্তি, বিবেক ওবেরয়, আফতাব শিবদাসানি, রীতেশ দেশমুখ। এছাড়া জেনেলিয়া দেশমুখ, শাদ রানধাওয়া প্রমুখ।

বিরাটের বায়োপিক

ক্রিকেটার বিরাট কোহলির বায়োপিক পরিচালনা করবেন অনুরাগ কাশ্যপ? কিন্তু অনুরাগ বলেছেন, ‘মনে হয় না আমি করব। বিরাট খুব বড় স্টার। অজস্র মানুষের হিরো। ও খুব ভালো মানুষ। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওকে চিনি। যদি বায়োপিক করি, তাহলে কোনও কঠিন বিষয় বাছব, সেটা অন্যরকম কোনও ব্যক্তিত্বের বায়োপিক হবে।

প্রতারক রাজ, শিল্পা

৬০ কোটি টাকার প্রতারণা মামলায় জড়ালেন রাজ কুন্দ্রা ও শিল্পা শেট্টি। ইকোনমিক অফেন্সেস উয়িং তাঁদের তলব করেছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। দীপক কোঠারি নামে এক ব্যবসায়ী বলেছেন, কুন্দ্রাদের বন্ধ হয়ে যাওয়া কোম্পানি বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট লিমিটেডে ওই টাকা লাগিয়ছিলেন। সে টাকা ফেরত পাননি। ওটা তখনই দেউলিয়া হয়েছিল।

২৫ শতাংশ লিভার

কুলি ছবিতে অ্যাকশন দৃশ্যে পেটে চোট পেয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। কেবিসি-তে তিনি বলেছেন, ‘আমার ৬০ বোতল রক্তের দরকার ছিল। ২০০ জন রক্ত দেয়। তাদেরই কারওর হেপাটাইটিস বি ছিল, সেটি আমার শরীরে আসে। ২০০৫-এ জানতে পারি আমার লিভারের ৭৫ শতাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, ২৫ শতাংশ নিয়ে বেঁচে আছি।

হ্যায়ওয়ানের তিনমূর্তির ছবি নেটে

প্রিয়দর্শন পরিচালিত হ্যায়ওয়ানের আউটডোর শুটিং শেষ। উটি, কোচি, ভাগামনের অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের শুটিংয়ে ছিলেন প্রধান অভিনেতা অক্ষয় কুমার, সইফ আলি, সংযমী খের। তিনমূর্তি ছবি তুলেছেন শুটিং স্পট থেকে, সে ছবি নেটে ভাইরাল হয়েছে। এবার শুটিং হবে মুম্বাইয়ে। ছবির মুক্তি ২০২৬ সালে।

বরুণ আর জাহ্নবী ফের একসঙ্গে

বরুণ ধাওয়ান ভালোবাসতেন সানিয়া মালহোত্রাকে। এদিকে সানিয়া বিয়ে করছেন রোহিত সরাফকে। তাঁকে আবার জাহ্নবী কাপুর ভালোবাসতেন। ব্যাপারটা গুলিয়ে যাচ্ছে, না? হ্যাঁ, এখানে সবই প্রাক্তনের ব্যাপারস্যাপার। একজোড়া প্রাক্তনের বিয়ে হচ্ছে, আরেক জোড়া প্রাক্তন গালে হাত দিয়ে বসে।

না না। বরুণ ধাওয়ান আর জাহ্নবী কাপুর মোটেও শুধু বসে থাকতে পারেন না। তাঁরা এবার দুজনে মিলে একটা পরিকল্পনা করলেন। যে করেই হোক, নিজেদের প্রাক্তনকে ফিরে পেতেই হবে। রোহিত আর সানিয়ার বিয়ের আসর থেকেই দরকার হয় নিজেদের প্রেমকে উদ্ধার করে আনতে হবে। একে অন্যের সঙ্গে জবরদস্ত কৌশল ছকলেন। বিয়ের আসরে দুজনে একেবারে ধামাকা এন্ট্রি নেবেন। সেই মতো সব হলও। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা গেল, বরুণ ধাওয়ান একেবারে ঘেঁটে ঘ।

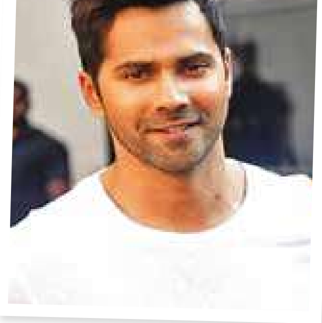

আর জাহ্নবী কাপুর? তিনিও তথৈবচ। এই ট্রেলার দেখে দর্শকরা তো হেসেই আকুল। ২ মিনিট ৫৪ সেকেন্ডের এই ট্রেলারে ‘বাওয়াল’-এর সেই পুরনো জুটির ঝলকটা আবারও সামনে এল। বরুণ আর জাহ্নবীকে নিয়ে জমে ক্ষীর হচ্ছে ‘সানি সনস্কারি কি তুলসী কুমারী’। ট্রেলার এল সামনে। এবার পুজোর সপ্তাহেই মুক্তি পাচ্ছে এই রম-কম। আপনি তৈরি তো?

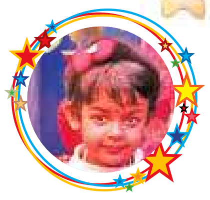

ছোট্ট তারা

দেবস্মিতা দাস দিনহাটার মদনমোহনপাড়া সারদা শিশুতীর্থের ইউকেজির ছাত্রী। আবৃত্তি এবং ছবি আঁকায় পুরস্কার রয়েছে এই খুদের।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	৩
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	১

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৯
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১৩
বি নেগেটিভ	২
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৫০
ও নেগেটিভ	১

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৭
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	২২
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৩৫
ও নেগেটিভ	২

পুজোর বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে। সোমবার কোচবিহারে। ছবি : জয়দেব দাস

সোজা ও উলটো

পুজো বৈঠক দিনহাটা ও মাথাভাঙ্গায়

দিনহাটা ও মাথাভাঙ্গা, ১৫ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে সোমবার দিনহাটা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি সদনে ৭৮টি পুজো কমিটিকে নিয়ে বৈঠক করে দিনহাটা মহকুমা প্রশাসন। এসডিপিও ধীমান মিত্র, আইসি জয়দীপ মোদক, বিএলআরও কল্যাণ নাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এসডিপিও ধীমান মিত্র জানান, এদিনের বৈঠকে ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পুজো কমিটিগুলিকে মণ্ডপের প্রবেশ ও বাহির পথ চওড়া করার পাশাপাশি মণ্ডপে সিসিটিভি লাগানো ও পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক রাখার বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কোনও কমিটিকে পুজোর অনুমোদন পেতে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে কি না সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

আইসি জয়দীপ মোদকের কথায়, 'দিনহাটার পুজোর মান গত দশ বছরে অনেকটাই বদলে গিয়েছে। যার ফলে পুজোয় দর্শনার্থীদের আগমনের সংখ্যাও বেড়েছে। তাই মণ্ডপে আগত দর্শনার্থীরা যাতে সুষ্ঠুভাবে পুজো পরিক্রমা করতে পারেন, সেই সংক্রান্ত নিয়মাবলি নিয়ে এদিন পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।'

দিনহাটা আদর্শ ক্লাব পুজো কমিটির সদস্য মদন কর্মকার বলেন, 'এদিন পুজোর সময়ে নিরাপত্তার খাতিরে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে বৈঠকে আমাদের তরফে ভিড় সামলানোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সিভিক ভলান্টিয়ার ও পুলিশ আধিকারিক মোতায়েন করার কথা প্রশাসনকে জানিয়েছি।'

অন্যদিকে, মাথাভাঙ্গা পুরসভায় সোমবার দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি বৈঠক হয় পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিকের সভাপতিত্বে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহা, প্রশাসন, পুলিশ, দমকলের আধিকারিকরা এবং শহরের সমস্ত পুজো কমিটির প্রতিনিধিরা। সরকারি নিয়ম ও স্বাস্থ্যবিধি মানা, বিশেষ করে ডেঙ্গি প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। লক্ষপতি বলেন, 'নির্ধারিত সময়মতোই ২ অক্টোবর দশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জন হবে।'

মণ্ডপসজ্জায় ব্যস্ত শিল্পী। ছবি : জয়দেব দাস

বীণাপাণি ক্লাবে থিম সৃজনী

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৫ সেপ্টেম্বর : মাটির পুতুল, কলসি, ঘণ্টা, ভাঁড় সহ রকমারি সামগ্রী দিয়ে সেজে উঠছে শহর লাগোয়া বীণাপাণি ক্লাব ও ব্যায়ামাগারের পুজোমণ্ডপ। এসবের পাশাপাশি বাঁশের বিভিন্ন সামগ্রী ব্যবহার করে সুউচ্চ কাল্পনিক মণ্ডপ তৈরির কাজ এখন প্রায় শেষপর্যায়ে। মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষিণ ভারতের মূর্তির আদলে তৈরি হচ্ছে দেবী প্রতিমাও। হাতেগোনা আর কয়েকদিন পরেই পুজো। দিন এগিয়ে আসায় ইতিমধ্যেই জেলার পুজো কমিটিগুলির মধ্যে জোর টক্কর শুরু হয়েছে। আজকাল থিমের লড়াইয়ের সঙ্গে মণ্ডপসজ্জা এবং আলোকসজ্জার লড়াইও বড্ড জমজমাট। শহর লাগোয়া বীণাপাণি ক্লাব ও ব্যায়ামাগারের পুজো এবার ৬৪তম বর্ষে পদার্পণ করল। এবছর বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পকে গুরুত্ব দিয়েছে তারা। এবছর তাদের পুজোর থিম 'সৃজনী'।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, মণ্ডপসজ্জায় অভিনবত্ব তো রয়েছেই। গোটা রাস্তাজুড়ে থাকছে অত্যাধুনিক আলোও। ক্লাবের মূল মন্দিরে থাকবে আরেকটি প্রতিমাও। মণ্ডপসজ্জার পাশাপাশি তাদের পুজোর মূল আকর্ষণ সাবেকি প্রতিমা। এদিন সেখানে গিয়ে দেখা গেল, ক্লাবের মূল মণ্ডপের পাশেই একটি মাঠে মাস তিনেক ধরে স্থানীয় শিল্পীরা বাঁশ, বেত, মাটির পুতুল, ঘণ্টা, কাঠ ব্যবহার করে মণ্ডপসজ্জার কাজ করছেন। এবারের আয়োজন নিয়ে পুজো কমিটির সভাপতি গৌতম দেব বললেন, 'মূল মণ্ডপে দেবীর সাবেকি প্রতিমা আমাদের পুজোর প্রধান বিশেষত্ব। সেই সঙ্গে দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করতে থিম পুজোতেও চমক থাকবে।'

বীণাপাণি ক্লাব ও ব্যায়ামাগারের এ বছর পুজোর বাজেট ১০ লক্ষ টাকা। পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবারের মতো এবারেও তাঁরা বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের উদ্যোগ নিয়েছে। পুজো উপলক্ষ্যে বস্ত্রদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, চারাগাছ বিতরণ সহ একাধিক কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁরা। এছাড়াও ডেঙ্গি সচেতনতায় প্রচারও করছেন উদ্যোক্তারা। পুজো কমিটির সম্পাদক কমলেশ শর্মার কথায়, 'চতুর্থীর সন্ধ্যায় আমাদের পুজোর উদ্বোধন হবে। আমাদের এই কাল্পনিক মণ্ডপ দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে বলে আমরা আশাবাদী।'

প্রতিমাই শুধু সটান দাঁড়িয়ে

এল এল পুজো এল

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৫ সেপ্টেম্বর : সে এক উলটো রাজা উলটো, বুঝলি প্রজার দেশে, চলে সব উলটো পথে, উলটো রথে, উলটো বেশে। বহুদিন আগে নচিকেতার গানে আমরা উলটো রাজার কথা শুনেছি। ১২৮ বছরের পুরোনো কোচবিহার ক্লাবের এবারের দুর্গাপুজোর থিম 'উলটো বাড়ি'।

ক্লাবের মাঠে পুজোর মণ্ডপে একটা উলটো বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সাধারণত বাড়িতে টিনের চাল থাকে উপরে। কিন্তু এই মণ্ডপসজ্জায় যে উলটো বাড়ি তৈরি হচ্ছে তার চাল রয়েছে বাড়ির নীচের দিকে। আর বাড়ির নীচের অংশ রয়েছে উপরের দিকে। বাড়ির ভেতরে খাট, চেয়ার, টেবিল, সোফা সেট, টিভি, টেবিল ফ্যান, দেওয়াল ঘড়ি, বেসিন, গ্যাসের সিলিন্ডার, ওভেন সহ সমস্ত আসবাবপত্রই রয়েছে উলটোভাবে। এমনকি বাড়িতে যে গাড়ি বারান্দা রয়েছে, সেখানে গাড়িও রাখা থাকবে উলটো করে। তবে বাড়ি, আসবাবপত্র সবকিছু উলটো থাকলেও মণ্ডপে একমাত্র প্রতিমা থাকবে সোজা।

এই ক্লাবের পুজোর বাজেট ১২ লক্ষ টাকা। মণ্ডপকে বাস্তব রূপ দিতে মাদারিহাটের জনা ১৫ শিল্পী গত এক মাস ধরে দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন। মণ্ডপ তৈরির প্রধান শিল্পী জয়দেব বিশ্বাস বলেন, 'আমরা চেষ্টা করে চলেছি যতটা নিখুঁতভাবে সম্ভব এই উলটো বাড়িটি তৈরি করার। আশা করছি অভিনব এই মণ্ডপসজ্জা দর্শকদের খুবই ভালো লাগবে।'

মণ্ডপের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তৈরি করা হচ্ছে প্রতিমা। কোচবিহারের বিশিষ্ট মৃৎশিল্পী উৎপল পাল এই প্রতিমা তৈরি করছেন। এছাড়া মণ্ডপ ও মণ্ডপের বাইরে থাকছে অত্যাধুনিক আলোকসজ্জা। ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে এই উলটো বাড়ি করে সমাজে তারা একটা বার্তা দিতে চাইছে, তা হল– দুনিয়া উলটে যাক, কিন্তু আপনি আপনার শিরদাঁড়া সোজা রাখুন।

ক্লাবের সভাপতি তপন বসাক বলেন, 'পুজোতে আমাদের অভিনব এই উলটো বাড়ি দেখতে আশা করছি দর্শকদের ভিড় উপচে পড়বে। চতুর্থীর দিন আমাদের পুজোর উদ্বোধন হবে। এছাড়া পুজোর আগে আমরা রক্তদান শিবির করেছি। নবমীর দিন দর্শনার্থীদের প্রসাদ বিতরণ করা হবে।'

উলটো বাড়ির আদলে মণ্ডপসজ্জার প্রস্তুতি। ছবি : জয়দেব দাস

বিজ্ঞাপনে মুখ ঢেকেছে ঘড়িঘর

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৫ সেপ্টেম্বর : ২০১২ সালে কোচবিহার পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান বীরেন কুণ্ডুর আমলে তৈরি শহরের ঘড়িঘরটি বাতিল করে সেটি নতুন করে নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বর্তমান চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। সেই হিসেবে ঢাকঢোল পিটিয়ে বছর দুয়েক আগে ভূমিপুজো করা হয়েছিল। করা হয়েছিল সেখানকার মাটি পরীক্ষাও। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কাজ এগোনো দূরের কথা, এখনও শুরু হয়নি কাজ। তাই হরিশ পাল চৌপথিতে ঘড়ি ছাড়াই বছরের পর বছর ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘড়িঘরটি। হেরিটেজ শহরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেখানে দ্রুত ঘড়িঘর নির্মাণের দাবি উঠছে বিভিন্ন মহলে। তবে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের যুক্তি, 'বর্তমানে পুরসভায় পর্যাপ্ত ফান্ড নেই। সেজন্য ঘড়িঘরটি তৈরি করা যাচ্ছে না। ফান্ড হলে নিশ্চয়ই তৈরি করা হবে।'

কোচবিহার শহরের অন্যতম ব্যস্ত জায়গা হরিশ পাল চৌপথি। ভবানীগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এই চৌপথির ওপর দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। ২০১২ সালের ২৭ নভেম্বর এখানেই ঘড়িঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রতি ঘণ্টায় হওয়া আওয়াজ শহরবাসীকে সময়ের জানান দিত। যদিও শুরু থেকেই নির্মাণশৈলী এবং তার ডিজাইন নিয়ে নানা মহলে বিতর্ক দেখা গিয়েছিল। কয়েকবছর আগে ভূষণ সিং পুরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন অবস্থায় সেখানকার বিকল হয়ে যাওয়া চারটি ঘড়ি খুলে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে সেগুলি আর মেরামত করে বসানো হয়নি। ফলে নামে ঘড়িঘর হলেও সেখানে বর্তমানে কোনও ঘড়িই নেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ও সংস্থার পোস্টারে ছেয়ে থাকতে দেখা যায় ঘড়িঘরটিকে।

কোচবিহারে ঘড়িহীন ঘড়িঘর সেই তিমিরেই। ছবি : জয়দেব দাস

> নাম ঘড়িঘর অথচ ঘড়িই নেই। এটা বেমানান। শুনেছিলাম এখানে নাকি নতুন করে ঘড়িঘর নির্মাণ করা হবে। সেটা দ্রুত করা হলেই ভালো।
>
> **রঞ্জিত ভট্টাচার্য** *স্থানীয় বাসিন্দা*

কোচবিহারের বাসিন্দা রঞ্জিত ভট্টাচার্য বললেন, 'নাম ঘড়িঘর অথচ ঘড়িই নেই। এটা বেমানান। শুনেছিলাম এখানে নাকি নতুন করে ঘড়িঘর নির্মাণ করা হবে। সেটা দ্রুত করা হলেই ভালো।' ঘটনায় রাজনৈতিক রং লাগতে শুরু করেছে। বিজেপির সহ সভাপতি বিরাজ বসুর বক্তব্য, 'পুরসভার যদি ঘড়িঘর নির্মাণের জন্য ফান্ড না-ই থাকে তাহলে ঢাকঢোল পিটিয়ে তারা ঘড়িঘর নির্মাণের মিথ্যা আশ্বাস কেন দিয়েছিল? কেনই বা ভূমিপুজো করা হল?'

হরিশপাল চৌপথির সামনে দিয়ে নিজের কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন বকুল সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'কোচবিহার শহরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও হেরিটেজ ডিজাইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন করে ঘড়িঘর নির্মাণ করা প্রয়োজন।' লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বসানো আগের ঘড়িগুলি বর্তমানে কোথায় রয়েছে তা নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও পুরসভার দাবি, সেগুলি বিকল হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে পুরসভার গ্যারাজেই রাখা রয়েছে।

দাবিপত্র পেশ

কোচবিহার, ১৫ সেপ্টেম্বর : অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (বিদ্যালয় শিক্ষা)-র তরফে সোমবার কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৃথকভাবে দুটি দাবিপত্র পাঠানো হয়। ২০১০ সালের ২৩ অগাস্ট এনসিটিই-র টেট সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির পূর্বে যে সমস্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে, তাঁদের টেট থেকে অব্যাহতি প্রদান করা সহ একাধিক দাবি জানানো হয় এদিন। সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভাপতি তপন ভৌমিক বলেন, 'অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে আগামীতে সংগঠনের তরফে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।'

টোটো আটক

কোচবিহার, ১৫ সেপ্টেম্বর : এমনিতেই টোটো নিয়ে জেরবার কোচবিহার ট্রাফিক পুলিশ। তার মধ্যে বেশকিছু টোটো লুকিং গ্লাস বা রেয়ার ভিউ মিরর লাগাচ্ছে না। আবার অনেক টোটোর ব্যাকলাইটও জ্বলে না, এই অভিযোগ পাওয়ার পর দিনভর অভিযান চালিয়ে সোমবার ৫৩টি টোটো আটক করে কোচবিহার ট্রাফিক পুলিশ। ডিএসপি ট্রাফিক সদর অঙ্কুর সিংহ রায় বলেন, 'আটক করা টোটোগুলিকে পুলিশলাইনের মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওখানে যাঁরা ব্যাকলাইট এবং মিরর ঠিক করে নিয়েছেন তাঁদের টোটোগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

পরিদর্শন

তুফানগঞ্জ, ১৫ সেপ্টেম্বর : তুফানগঞ্জ পুরসভার তরফে পুজোর মুখে রায়ডাক নদীঘাট পরিদর্শন করা হল। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর, কার্যনির্বাহী আধিকারিক সুকুমার সাহা ও অন্যরা। প্রতি বছর ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন রায়ডাক নদীঘাটেই তৈরি হয় নিরঞ্জনঘাট। তার দায়িত্বে থাকে তুফানগঞ্জ পুররসভা। কৃষ্ণা বলেন, 'আজ থেকে দুই ঘাট পরিষ্কারের কাজ শুরু করা হল।'

সংকীর্ণ রাস্তায় ট্রাকে দুর্ভোগ

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৫ সেপ্টেম্বর : আগেই পুলিশের তরফে মাথাভাঙ্গা শহরের রাস্তায় ট্রাক প্রবেশ, লোডিং-আনলোডিংয়ে জন্য একটি সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। রাত ৮টা থেকে পরদিন সকাল ৯টা পর্যন্ত ওই কাজ করা যেত। পরে ব্যবসায়ীদের আবেদন মেনে বেলা ১১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ, ওই শিথিলতার সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী নির্দিষ্ট সময় অমান্য করে দিনের ব্যস্ত সময়েই সংকীর্ণ রাস্তার উপর ভারী যান দাঁড় করিয়ে পণ্য ওঠানো-নামানো করছেন। ফলে যানজট তো হচ্ছেই, সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক যাতায়াতেও সমস্যা হচ্ছে।

দিন-দিন শহরের রাস্তায় পণ্যবাহী ট্রাক ও ট্রেলারের অবাধ আনাগোনা বাড়ায় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। শহরবাসী পরেশ বর্মন বলেন, 'রাস্তাঘাট তো এমনিতেই বেহাল, তার ওপর বড় ট্রাক ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। দোকানের সামনে বড় ট্রেলার থাকায় পথচারী ও গাড়িচালকরা আতঙ্কের মধ্যে চলাফেরা করছেন।' টোটোর সংখ্যাবৃদ্ধি সেই সমস্যা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে বলেও তাঁর অভিযোগ।

এদিকে, ব্যবসায়ী সংগঠন নিয়েও তৈরি হয়েছে বিতর্ক। মাথাভাঙ্গা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক অখিল পাল বলেন, 'যাঁরা নিয়ম মানছেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে ট্রাফিক পুলিশের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' অন্যদিকে, ব্যবসায়ী সমিতির মেয়াদ অনেক আগেই শেষ। তাই তাদের কোনও বাস্তব ক্ষমতা নেই। সক্রিয় সমিতি থাকলে এই বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ করা সম্ভব হত, বলছেন শহরের স্বর্ণ ব্যবসায়ী তপন সাহা।

> রাস্তাঘাট তো এমনিতেই বেহাল, তার ওপর বড় ট্রাক ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। দোকানের সামনে বড় ট্রেলার থাকায় পথচারী ও গাড়িচালকরা আতঙ্কের মধ্যে চলাফেরা করছেন।
>
> **পরেশ বর্মন** *শহরবাসী*

যদিও মাথাভাঙ্গা ট্রাফিক পুলিশের ওসি তেনজিং ভুটিয়া বলেন, 'অভিযোগ পাওয়ামাত্রই নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। নিয়ম ভাঙলেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তবে শহরবাসীর মতে, শুধু প্রশাসনের কঠোর নজরদারি নয়, ব্যবসায়ীদেরও সচেতনতা প্রয়োজন। তা না হলে মাথাভাঙ্গার ব্যস্ত রাস্তায় এই অব্যবস্থার অবসান সম্ভব নয়, বরং দুর্ভোগ আরও বাড়বে।

এবার মাথাভাঙ্গায় ওরিয়েন্ট জুয়েলার্স

মাথাভাঙ্গা, ১৫ সেপ্টেম্বর : মাথাভাঙ্গা শহরের বাজার রোডে সোমবার উদ্বোধন হল ওরিয়েন্ট জুয়েলার্সের ২২তম শোরুমের। উদ্বোধন করলেন সংস্থার রিজিওনাল ম্যানেজার ধীরাজ রায়। নতুন শোরুম উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। ১০ গ্রাম সোনার ওপর গয়না কিনলে সাড়ে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যাবে। হীরের গয়নার মজুরিতে ১০০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়েছে। পুরোনো সোনার গয়নার বদলে হলমার্কের নতুন গয়না কেনার ক্ষেত্রেও ছাড় রয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি কেনাকাটায় বিশেষ উপহারের ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানান সংস্থার মাথাভাঙ্গা শাখার ম্যানেজার নাসিবুর রহমান। জেলার অন্যান্য জায়গায় ওরিয়েন্ট জুয়েলার্সের শোরুম থাকলেও, মাথাভাঙ্গা শহরে এই প্রথম শোরুম চালু হল। প্রথম দিন ক্রেতাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

পুজোর আগে তুফানগঞ্জে রাস্তা সংস্কারের দাবি

তুফানগঞ্জ শহরের ধরের মোড় এলাকার প্রধান রাস্তার বেহাল অবস্থা।

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১৫ সেপ্টেম্বর : সংস্কারের অভাবে রাস্তার হতশ্রী দশা। অল্প বৃষ্টি হলে রাস্তায় জল জমে যায়। রাস্তায় গাড়ি চালানো বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এমনই অবস্থা তুফানগঞ্জ শহরের ধরের মোড় এলাকার প্রধান রাস্তা সহ বেশকিছু অলিগলির। দুর্ঘটনা এড়াতে পুজোর আগে রাস্তাগুলি সংস্কার করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। যদিও এবিষয়ে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেনের বক্তব্য, 'বৃষ্টির জন্য রাস্তা সংস্কার করা যাচ্ছে না। বৃষ্টি কমলে শহরের রাস্তাগুলি সারাইয়ের কাজ শুরু হবে।'

আশ্বাস পুরসভার

সোমবার ধরের মোড় এলাকায় পৌঁছাতেই দেখা যায়, বৃষ্টির জলে রাস্তার খানাখন্দগুলি ভরে গিয়েছে। তার ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওই রাস্তাটি আংশিক সংস্কার করা হয়েছিল। তবে তা বেশিদিন টেকসই হয়নি। বৃষ্টি হলে রাস্তায় জল জমে যায় আবার অন্য সময়ে রাস্তা দিয়ে একটি গাড়ি গেলে চারদিক ধুলোয় ঢেকে যায়। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অমিত সাহার কথায়, 'সামনেই পুজো। রাস্তাঘাটে ভিড় হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এলাকার প্রধান রাস্তাগুলির যদি এমন বেহাল দশা হয় তাহলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এবিষয়ে প্রশাসনের পদক্ষেপ করা উচিত।' শুধু প্রধান রাস্তা নয়, বিডিও অফিস রোড, কর্মকারপাড়া রোড সহ বেশকিছু রাস্তার ছবি একইরকম। পুজোর জন্য এখন শহরের বিভিন্ন দোকান ও শপিং মলগুলিতে ভিড় বাড়ছে। ফলে পথচলতি মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

সংবর্ধনা নিয়ে রেষারেষি

বহরমপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর : বহু প্রতীক্ষার পর মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক নশিপুর-আজিমগঞ্জ রেলব্রিজ দিয়ে ট্রেন ছুটল। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জংশনে ট্রেন পৌঁছাতেই রণক্ষেত্র হয়ে উঠল স্টেশন চত্বর। সোমবার কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস মুর্শিদাবাদ জংশনে পৌঁছাতেই তৃণমূল সাংসদ আবু তাহের খানের অনুগামী ও বিজেপি বিধায়ক গৌরীশংকর ঘোষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। পুরো ঘটনা ঘটে সাংসদ ও বিধায়কের উপস্থিতিতেই। কিন্তু এই ঘটনার পেছনে কারণ কী? এদিন ট্রেনের যাত্রী ও লোকোপাইলট সহ রেলের কর্মীদের শুভেচ্ছা জানাতে যান তৃণমূল সাংসদ। একই সময়ে বিজেপির বিধায়কও সেখানে হাজির হন। কোন পক্ষ আগে সংবর্ধনা দেবে, তা নিয়েই প্রথমে বচসা বেধে যায়। এক সময়ে বচসাই সংঘর্ষের আকার নেয়। ইঞ্জিনে লোকোপাইলটের দাঁড়ানোর জায়গাতেও ঢুকে দুইপক্ষের মারপিট চলতে থাকে।

এদিন সাইরাং এক্সপ্রেসের প্রথম যাত্রাকে স্বাগত জানাতে মুর্শিদাবাদ জংশনে দলবল নিয়ে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন সাংসদ। ঠিক সেই সময়েই সেখানে দলের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে উপস্থিত হন স্থানীয় বিধায়ক। একসময় দুই রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। ওই পরিস্থিতির মধ্যেই সাংসদ আবু তাহের মুর্শিদাবাদ পুরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ধরকে সঙ্গে নিয়ে ইঞ্জিনে উঠে চালকদের বরণ করে নেন।

পড়ুয়া কই

প্রথম পাতার পর

কলেজের টিআইসি কার্তিক সাহা বলেন, 'গতবারের তুলনায় আমার কলেজে প্রায় অর্ধেক পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে। পড়ুয়ারা শহরমুখী কিংবা কলকাতামুখী হওয়ায় আমাদের গ্রামীণ কলেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যা দিন-দিন কমছে।' একই পরিস্থিতি মেখলিগঞ্জ কলেজেও। প্রথম পর্যায়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরেও সেখানে ৭০ শতাংশ আসন ফাঁকা রয়েছে। কলেজটিতে ১৭০০টি আসন থাকলেও এখন পর্যন্ত ২৯৯ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে। ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে ১৬৪৯টি আসন থাকলেও বর্তমানে ২৪৫ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে। বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ে ১১০০টি আসনের মধ্যে ৩৪০ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে।

তবে এর মধ্যে উলটো চিত্র শহরের কলেজগুলিতে। কোচবিহারের অন্যতম এবিএন শীল কলেজে ১৩২৮টি আসন থাকলেও এখন পর্যন্ত ৭০০ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে। কোচবিহার কলেজে সবমিলিয়ে ৩০৬০টি আসনের মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৩৪৩ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে। ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজে ২২২৫টি আসন থাকলেও সেখানে মাত্র ৩৩৯ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে। দিনহাটা কলেজে ৫১০০টি আসন রয়েছে। এখানে ১৯০০ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে। এখন পর্যন্ত ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় অনেকটাই কম বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দিনহাটা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আব্দুল আওয়াল। তিনি বলেন, 'দিন-দিন জনসংখ্যা বাড়ছে। সেই অনুযায়ী ছাত্রসংখ্যাও বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু কলেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যা কমছে। আমার কলেজে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০ শতাংশ পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে।'

স্নাতকস্তরে প্রথম পর্যায়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ক্লাসও শুরু হয়ে গিয়েছে প্রায় মাসখানেক হল। দ্বিতীয় পর্যায়ে মপ আপ রাউন্ডের আবেদনপ্রক্রিয়া ১৪ সেপ্টেম্বর শেষ হয়েছে। এখন পর্যন্ত কলেজগুলিতে এত কম সংখ্যক পড়ুয়া ভর্তি হওয়ায় প্রমাদ গুনছে কর্তৃপক্ষ। দ্বিতীয় পর্যায়ে ভর্তি সেভাবে না হলে গতবছরের তুলনায় এবছর আরও বেশি আসন ফাঁকা থাকবে জেলার কলেজগুলিতে। এমনই আশঙ্কা অধ্যক্ষদের।

কাটিহার-শিলিগুড়ি পেল নতুন ট্রেন

চিকেন নেকে নয়া রেলপথ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : চিকেন নেকের সুরক্ষায় নয়া পদক্ষেপ।

১৯ বছরের প্রচেষ্টায় নতুন রেলপথে সংযোগ ঘটল আরারিয়া-গলগলিয়ার। স্বাধীনতার পর প্রথম দেশের রেল মানচিত্রের প্রবেশ ঘটল বিহারের সীমাঞ্চলের। ভারত-নেপালের মধ্যে নতুন বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত হল। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১১০.৭৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের নতুন রেলপথটি চালু করার পর আরারিয়া-গলগলিয়া প্রকল্পটিকে নিয়ে নানা ভাবনা সামনে আসছে। কিন্তু প্রকল্পটির মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা বা শিলিগুড়ি করিডরের সুরক্ষা। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। এদিন শিলিগুড়িও পেয়েছে কাটিহার যাওয়ার নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন।

লালুপ্রসাদ যাদবের রেলমন্ত্রিত্বের সময়কালের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অশ্বিনী বৈষ্ণোর জমানায়। চিন, বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপাল, চার দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের কথা মাথায় রেখে একাধিক রেলপ্রকল্পে সিলমোহর দিয়েছিল মনমোহন সিংয়ের ইউপিএ-১ সরকার। ১৯ বছর আগে ২০০৬-এ চিকেন নেকের সুরক্ষায় এমনই এক সিদ্ধান্ত ছিল আরারিয়া-গলগলিয়া রেলপ্রকল্প। মেচি-বাকরা নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে যাওয়ার পর সোমবার মোদির উপস্থিতিতে প্রকল্পটি বাস্তবের পথ ধরল। ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনের দিন প্রথম ট্রেনের চাকা গড়াবে নতুন রেলপথে। রেলপথটি চালু হওয়ায় মূলত বিহারের সীমাঞ্চল এলাকার সাধারণ মানুষ যেমন উপকৃত হবেন, তেমনই লাভের ফসল তুলতে পারবেন বাংলা-বিহারের কৃষক, ব্যবসায়ীরা। যে কারণে প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য পথ খুলে গেল বলে মনে করছেন অনেকেই। পাশাপাশি, বাংলাদেশের পর নেপালের সঙ্গে রেলপথে বন্ধুত্ব গড়তে যে উদ্যোগ বা পরিকল্পনা নিয়েছে ভারত, তা আরও একধাপ এগোল বলেও মনে করা হচ্ছে। রেলকর্তাদের বক্তব্য, গলগলিয়া থেকে নেপালের কয়েকটি জায়গায় রেলপথ টেনে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে প্রকল্পটির মধ্যে দিয়ে। তবে যেহেতু শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেন নেক দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে স্পর্শকাতর, তাই প্রকল্পটি যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে সীমান্ত সুরক্ষার প্রশ্নে। সীমান্ত সুরক্ষার প্রশ্নেই ২০০৯-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেলমন্ত্রিত্বের সময় সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রকল্পটির কাজ শেষের দিকে তাই অধীর আগ্রহে নজর রাখছে কেন্দ্রীয় সরকার।

আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন রেললাইনের ক্ষেত্রে ব্যয় হয়েছে ৪,৪১০ কোটি টাকা। ১১০.৭৫ কিলোমিটার রেলপথে রয়েছে ৬৪টি বড় এবং ২৬৪টি ছোট সেতু। একটি হল্ট সহ মোট স্টেশনের সংখ্যা ১৫। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর, নতুন ট্র্যাকে ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার গতিবেগে ট্রেন ছুটতে পারবে। এদিন প্রধানমন্ত্রী সবুজ পতাকা দেখিয়েছেন কাটিহার-শিলিগুড়ি জংশন এক্সপ্রেসকে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, বাণিজ্যিকভাবে ট্রেনটির যাত্রা শুরু হবে ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মাপুজোর দিন। ট্রেনটি চলাচল করবে আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন রেলপথ গিয়ে। কাটিহার-শিলিগুড়ি জংশনের মধ্যে চলাচলের ক্ষেত্রে সময় লাগবে ৫ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

বদলি রুখতে স্কুলে বিক্ষোভ

নয়ারহাট, ১৫ সেপ্টেম্বর : প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়ে অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ স্কুলের এক শিক্ষকের বদলির আদেশ প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছিলেন। সোমবার ওই শিক্ষকের রিলিজ অর্ডার প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ক্ষোভ দেখা দেয়। শিক্ষকের বদলি রুখতে এবার শিক্ষকদের আটকে দরিবস পশ্চিম পঞ্চম পর্যায় প্রাথমিক স্কুলে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এতে রিলিজ অর্ডার পাওয়া হাসিম রেজা সহ ৩ শিক্ষক স্কুলে আটকে ছিলেন। শেষে মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান স্কুলে গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। পুজোর ছুটির পর ওই শিক্ষককে স্কুলে ফেরানোর আশ্বাস দেওয়া হলে শিক্ষকদের মুক্ত করে দেওয়া হয়।

অভিভাবক ও স্থানীয়দের একাংশের দাবি, স্কুলের সহকারী শিক্ষক হাসিম রেজার প্রচেষ্টায় স্কুলের পঠনপাঠনের গুণমান বেড়েছে। তাই তাঁর বদলি তাঁরা মেনে নিতে পারছেন না। স্থানীয় মোবার হোসেন বলেন, 'পুজোর ছুটির পর ওই শিক্ষককে ফেরানো না হলে ফের বিদ্যালয়ে তালা লাগানো হবে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

উল্কাপিণ্ডের ব্রেসলেটে

পোল্যান্ডের চস্টোচোয়া এলাকায় ২৭০০ বছর পুরোনো লৌহযুগের একটি ব্রেসলেট পাওয়া গিয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, এটি আসলে উল্কার লোহা দিয়ে তৈরি! দুটি কবরস্থানে পাওয়া এই গয়নাগুলো প্রমাণ করে যে, প্রাচীনকালের পোলিশ ধাতুকর্মীরা মহাজাগতিক জিনিস ব্যবহার করতে জানতেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এক উল্কাপাতের পর সেই উল্কাপিণ্ডের লোহা থেকেই এসব গয়না তৈরি করা হয়। এই আবিষ্কারের ফলে এটি পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ উল্কা-ধাতু সংগ্রহস্থল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

গাছ নয়, জলভরা দুর্গ!

আফ্রিকা ও মাদাগাস্কারের মরু অঞ্চলে দেখা যায় এক অদ্ভুত গাছ-'বাওবাব'। এই গাছগুলো ২৫০০ বছরেরও বেশি সময় বাঁচতে পারে এবং তাদের বিশাল কাণ্ডে ৩০ হাজার গ্যালনের বেশি জল জমা করে রাখতে পারে। তাই এই শুষ্ক অঞ্চলে বাওবাবকে 'জীবন্ত দুর্গ' বলা হয়। এটি শুধু পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেখানকার সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশও। বাওবাব গাছের নীচে অনেক সময় গ্রামের মিটিং হয়, গল্পকাহিনী বলা হয়, এমনকি বিরোধও নিষ্পত্তি করা হয়।

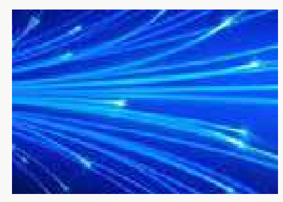

আত্মহত্যা রুখছে নীল আলো

আত্মহত্যার হার কমাতে জাপানের রেলস্টেশনগুলোতে লাগানো হয়েছে নীল এলইডি লাইট। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই নীল আলো লাগানোর পর আত্মহত্যা প্রায় ৭৪-৮৪ শতাংশ পর্যন্ত কমে গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, নীল আলোর একটি শান্ত প্রভাব রয়েছে, যা স্ট্রেস কমায়, মেজাজ ভালো করে এবং মানুষের মধ্যে আবেগপ্রবণ আচরণ হ্রাস করে। ফলে এটি প্ল্যাটফর্মকে যাত্রীদের জন্য আরও নিরাপদ করে তোলে।

গোরুরও পাসপোর্ট!

বিশ্বে মানুষের জন্য পাসপোর্ট তো আছেই, এবার গোরুদেরও পাসপোর্ট দিচ্ছে আয়ারল্যান্ড! হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। আয়ারল্যান্ডে প্রতিটি গোরুর জন্য একটি পাসপোর্ট বাধ্যতামূলক। এতে গোরুর আইডি নম্বর, জন্ম এবং বংশের সমস্ত বিবরণ থাকে। এই ব্যবস্থা খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। এই পাসপোর্ট দিয়ে প্রতিটি গোরুর জীবনযাত্রা ট্র্যাক করা হয়। ফলে, গোরুর মাংসের উৎপত্তিস্থল এবং গুণমান সম্পর্কে ক্রেতারা নিশ্চিত হতে পারেন। এমন অদ্ভুত আইডি সিস্টেম সত্যিই প্রশংসার যোগ্য!

মণ্ডপ তৈরির টাকা নিয়ে উধাও শিল্পী

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৫ সেপ্টেম্বর : কথা ছিল পাট দিয়ে পুজোর প্যান্ডেল তৈরি হবে। সেইমতো সাড়ে তিন লক্ষ টাকার চুক্তিও হয়। কিন্তু দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল গড়ার অগ্রিম টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গেল কোচবিহারের পঞ্চরঙ্গি মোড়ের গুড়িয়াহাটি ক্লাবের পুজোর দায়িত্বপ্রাপ্ত মণ্ডপশিল্পী। ফলে পুজোর মাত্র কয়েকদিন আগে পুজো কমিটির কর্মকর্তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। কোনও দিশা না পেয়ে শেষপর্যন্ত পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। উত্তর ২৪ পরগনার চণ্ডীপুরের মণ্ডপশিল্পী বিদ্যুৎ চৌধুরী নামে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এবিষয়ে পুলিশের এক আধিকারিক বলেছেন, 'যার সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল তাকে খোঁজা হচ্ছে। আমরা এব্যাপারে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি।'

গুড়িয়াহাটি ক্লাবের পুজো কোচবিহারের সেরা পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম। এবার ওই ক্লাবের পুজোর ৮৩তম বর্ষ। উত্তর ২৪ পরগনার শিল্পীদের প্যান্ডেল গড়ার বরাত দেওয়া হয়েছিল। ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ সুব্রত সিনহার কথায়, 'কয়েকমাস আগে ওই শিল্পী নিজেই আমাদের কাছে এসে পাট দিয়ে তৈরি প্যান্ডেলের ছবি দেখিয়েছিলেন। আমাদেরও পছন্দ হয়েছিল। ফলে কাজের জন্য সাড়ে তিন লক্ষ টাকার চুক্তি হয়। সেই অনুযায়ী আমরা তিন ধাপে ৯০ হাজার টাকা অগ্রিম দিই।' এরপর স্থানীয় কিছু লোকজন দিয়ে ওই ব্যক্তি প্যান্ডেলের বাঁশের স্ট্রাকচার তৈরি করান। তারপর গত দেড় মাস ধরে তাঁর আর দেখা পাওয়া যায়নি বলে জানাচ্ছেন ক্লাবকর্তারা। বারবার ফোন করা হলেও কোনও সাড়া মেলেনি। প্রতারণা করা হয়েছে বুঝতে পেরে গত বৃহস্পতিবার কোতোয়ালি থানায় ওই শিল্পীর নামে লিখিত অভিযোগ করেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। এবিষয়ে ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি সরকার বলেন, 'মাঝপথে কাজ ফেলে পালিয়ে যাওয়ায় পুজোর আয়োজন ব্যাহত হয়েছে। আর্থিক ও সামাজিকভাবেও ক্লাব কর্তৃপক্ষ ক্ষতির মুখে পড়ছে।' এদিকে, পুজোর আর দুই সপ্তাহও বাকি নেই। কোচবিহারের অন্য একটি ক্লাবে প্যান্ডেল গড়ার দায়িত্বে ছিলেন নবদ্বীপের শিল্পীরা। তাঁদের সাহায্যে তাড়াতাড়ি প্যান্ডেল তৈরির প্রস্তুতি চলছে। এদিকে, পালিয়ে যাওয়ার আগে শিল্পীর দেওয়া বাড়ির ঠিকানায় খোঁজ নিয়েও হদিস মেলেনি বলে দাবি করেছেন পশ্চিমবঙ্গ ডেকোরেটার্স সমন্বয় সমিতি। সমিতির যুগ্ম সম্পাদক তথা কোচবিহার জেলা ডেকোরেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিমল চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'অভিযোগ পাওয়ার পরই উত্তর ২৪ পরগনায় আমাদের সংগঠনের নেতৃত্বকে বিষয়টি জানানো হয়। তারা সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে বিদ্যুৎ চৌধুরী নামে কাউকে পায়নি। ওই নামে কেউ আমাদের সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত নন'। এদিকে, অভিযুক্তের দেওয়া ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা হলেও কেউ ফোন ধরেননি।

কোচবিহার গুড়িয়াহাটি ক্লাবের দুর্গাপুজোর মণ্ডপ। ছবি : জয়দেব দাস

উৎসব... *নবরাত্রির আগে গুজরাটের আহমেদাবাদ শহরে গারবা নাচের প্রস্তুতি। - পিটিআই*

পরিদের কাছে কুসুমদিদিই

প্রথম পাতার পর

মধ্যে রামশাই বা কালীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। তৃতীয় শ্রেণির পরি মুন্ডা বলে, 'প্রতিদিন স্কুলে যেতে পারি না। জঙ্গলের রাস্তা ধরে দলবেঁধে স্কুলে যেতে হয়। তাও অনেক সময় হাতি দাঁড়িয়ে থাকে। কারও আর সেদিন স্কুলে যাওয়া হয় না। তাই রোজ কুসুমদিদির কাছে পড়তে আসি।'

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী সঞ্জনা মুন্ডার বাবা-মা যাদবপুর ও রামশাই চা বাগানে চা শ্রমিকের কাজে যান। তাই স্কুলে যায় বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু রাস্তায় মাঝেমধ্যেই হাতি-চিতাবাঘ দেখে ভয়ে বাড়ি ফিরে আসতে হয়। এমনও হয়েছে, সপ্তাহে চার-পাঁচদিন কেউ স্কুলে যেতে পারেনি বুনোদের ভয়ে। কুসুমদিদি না থাকলে তারও হয়তো স্কুলের পাট চুকে যেত অনেক আগেই।

ভেলোরডাঙ্গার একেবারে শেষপ্রান্তে কুসুমদের বাড়ি। নিজে কলেজে যান বলে বিকেলের দিকেই বাড়ির বারান্দায় বনবস্তির ছেলেমেয়েদের পড়ান কুসুম। কথায় কথায় তিনি বলেন, 'বন্যপ্রাণীর উপদ্রবে দিনের পর দিন স্কুলে না যেতে পারা ছেলেমেয়েগুলো আর পড়াশোনাই করত না। ওদের দেখে খারাপ লাগত। ওদের পড়াশোনার অভ্যাসের মধ্যে রাখতে নিজেই উদ্যোগ নিয়ে বছর দুয়েক আগে পড়ানো শুরু করেছিলাম। ময়নাগুড়ি সিঙ্গিমারি বিএড কলেজের শিক্ষক মনোজ দাসের অনুপ্রেরণায় কুসুম আরও মনে জোর পান। কিছু আর্থিক সাহায্যও তাঁর কাছ থেকে পেয়েছেন কুসুম। তারপরই বাড়ির বারান্দায় পাটি পেতে পড়ানো শুরু করে দিই।'

কুসুম যেদিন কলেজ যান না সেদিন নিজেও চা বাগানে পাতা তোলার কাজ করেন নিজের হাতখরচ জোগাড় করতে। অনেক সময় আবার তাঁর স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য চকোলেট-বিস্কুটের পয়সা জোগাড় হয় চা পাতা তুলেই। কুসুমের আক্ষেপ, 'বনবস্তির কচিকাঁচারা দলবেঁধে জঙ্গল রাস্তা ধরে নদী পেরিয়ে স্কুলে যায়। হাতি ও চিতাবাঘের ভয়ে অনেকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। এইভাবে বনবস্তির ছেলেমেয়েরা আরও অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে।' কুসুমের মনে একটা গোপন ইচ্ছা আছে। তা হল, তাঁর পাঠশালার টিনের চালাঘর যদি সংস্কার করাতে পারতেন তাহলে আরও বেশি ছেলেমেয়েকে ভালো করে পড়ানো যেত।

মাঝেমধ্যেই পাশের গরুমারার জঙ্গল থেকে হাতি বেরিয়ে আসে। ফসল ও বাড়ির ক্ষতি করে যায়। সামনেই দুর্গাপুজো। ময়নাগুড়িতে পুজো দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে কুসুমের। পারলে তাঁর স্কুলের কচিকাঁচাদের নিয়ে যাবেন মা-কে দেখতে। সেখানে মাকে বলবেন কুসুম, গ্রামের ছেলেমেয়েগুলোকে স্কুলে যাতায়াতের সময় বুনোদের থেকে রক্ষা কোরো মা। আর তাঁর স্কুলের পড়ুয়ারা জানাল, তাদের মনের গোপন ইচ্ছা। তারা মাকে বলবে, কুসুমদিদির যেন কলেজে যাতায়াতের পথে কোনও বিপদ না হয়। তাহলে তাদের পড়াশোনাই হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে।

গণ অভ্যুত্থান রুখতে

প্রথম পাতার পর

তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এই সংস্থাগুলি আন্দোলনের পিছনে লুকিয়ে থাকা অর্থের উৎসও খুঁজে বের করবে।

দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করতেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। দেশে বিভিন্ন ধর্মীয় সমাবেশগুলির ওপরও বিস্তারিত সমীক্ষা করতে বলা হয়েছে বিপিআরঅ্যান্ডডি-কে। এই ধরনের জনসমাগমে কেন বারবার হুড়োহুড়ি বা পদপিষ্ট হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে, তা বোঝা এবং ভবিষ্যতে তা প্রতিরোধের জন্য একটি এসওপি তৈরি করাই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং পঞ্জাবের সাধারণ অপরাধমূলক কার্যকলাপ মোকাবিলায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এনআইএ, বিএসএফ এবং এনসিবি-কে আলাদা কার্যপদ্ধতি তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। এই সমস্যাগুলো মোকাবিলার জন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে পঞ্জাব বিষয়ে ভালো বোঝেন, এমন আধিকারিকদের নিয়ে একটি দল গঠন করতে বলা হয়েছে। এনআইএ-কে বিশেষ করে অপরাধী-সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কের ঘরোয়া কেন্দ্রগুলি ভেঙে দেওয়ার জন্য 'আউট-অফ-দ্য-বক্স' পদ্ধতি ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হল, জেলের ভিতর থেকে যারা এই নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে, তাদের দেশের অন্য প্রান্তে বিভিন্ন জেলে স্থানান্তরিত করা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারের এই পদক্ষেপ দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। এর মাধ্যমে কেবল ভবিষ্যতে বড় অঘটন রোখা যেতে পারে সহজেই। নেপাল বা বাংলাদেশ যে ভুল করেছে, সেই ভুল যাতে ভারত না করে, সেটাই নিশ্চিত করতে চাইছেন ভারতীয় রাজনীতির চাণক্য।

দেশের সুরক্ষার স্বার্থে বন্ধু

প্রথম পাতার পর

উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেনাকর্তারা। অন্যদিকে, ব্রিকস সম্মেলনে চিনের সঙ্গে সখ্য পরিবেশ তৈরির পর উত্তর-পূর্বে চিন সীমান্তে সেনার নজরদারি ও কর্মপদ্ধতিতে কৌশলগত পদক্ষেপ কেমন হবে সে বিষয়ে সেনাকর্তাদের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। অরুণাচলে ভারত-চিন সীমানা নির্ধারণকারী ম্যাকমোহন লাইন বরাবর নজরদারিতে সেনা তৎপরতা নিয়েও কথা বলেছেন তিনি।

সেনার ইস্টার্ন কমান্ড সূত্রের খবর, সোমবারের কলকাতায় সেনার বিশেষ সভায় চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। সেখানে জরুরি পরিস্থিতিতে চিকেন নেক এড়িয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বিকল্প সড়ক ও রেলপথ তৈরির প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গও উঠেছে। চিকেন নেক এলাকায় বায়ুসেনার শক্তিবৃদ্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রকে। সেইমতো উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কয়েকটি ছোট এয়ারবেস তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি দ্রুত কাজ শুরু করতে পারে। হাসিমারা ও বাগডোগরা এয়ারবেসকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন বায়ুসেনা কর্তারা। তিন বাহিনীর প্রস্তাব মেনে চিকেন নেকে সেনার ড্রোন স্কোয়াড্রনের সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। ডিজিটাল লড়াইয়ে সেনাবাহিনীকে আরও উন্নত করার জন্য উত্তরবঙ্গে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং গবেষণাকেন্দ্র খুলতে পারে কেন্দ্র। অনুপ্রবেশ রুখতে অসম এবং পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তে ধাপে ধাপে অত্যাধুনিক কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ শুরুর বিষয়েও সেনা বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

সূত্রের খবর, সেনার তরফে 'উত্তর-পূর্ব ভারতের সমস্যা ও উন্নয়ন' শীর্ষক একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেওয়া হয়েছে। কীভাবে প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে অস্ত্র ও মাদক উত্তর-পূর্ব ভারত হয়ে ঢুকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে, রিপোর্টে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলা হচ্ছে বলেই জানিয়েছেন সেনা গোয়েন্দারা। সেনা সূত্রের খবর, প্রাণঘাতী মাদকের নেশায় জড়িয়ে ভারতের যুব সম্প্রদায়কে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য দেশবিরোধী শক্তিগুলির পরিকল্পনা, 'অপারেশন ডি' বা 'অপারেশন ড্রাগ'-এর ব্লু-প্রিন্টের কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন সেনাকর্তারা। কয়েকটি জঙ্গিগোষ্ঠী মিলে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকেই 'অপারেশন ডি'-এর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করছে। তথ্য, পরিসংখ্যান ও প্রমাণ দিয়ে তা জানিয়েছেন সেনকর্তারা। উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে ৭০টিরও বেশি জঙ্গি সংগঠন 'অপারেশন ডি' বাস্তবায়িত করতে সক্রিয় হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন তাঁরা। শুধু বন্দুক হাতে যে 'অপারেশন ডি'-এর মোকাবিলা সম্ভব নয় সেকথা ভালোই বুঝেছেন দুঁদে সেনাকর্তারা। তাই এবার জনসংযোগ ও উন্নয়নকে হাতিয়ার করতে চাইছেন তাঁরা।

কর্মীসভা

মাথাভাঙ্গা, ১৫ সেপ্টেম্বর : সোমবার মাথাভাঙ্গা পুরসভার অতিথিনিবাসে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কোচবিহার জেলার সভানেত্রী শুচিস্মিতা দেব শর্মা। উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, প্রাক্তন বিধায়ক বিনয়কৃষ্ণ বর্মন ও হিতেন বর্মন প্রমুখ। মাথাভাঙ্গা শহর ব্লক সভানেত্রী আসমিনা বেগম জানান, আসন্ন নির্বাচনের আগে সংগঠনকে মজবুত করতেই এই কর্মীসভার আয়োজন।

দলবদল

কালচিনি, ১৫ সেপ্টেম্বর : বিজেপির কালচিনির ১১/১৬৬ পার্টের বুথ সভাপতি রাজেশ চৌধুরী সোমবার সদলবলে তৃণমূলে যোগদান করেন। দলীয় কার্যালয়ে তাঁদের স্বাগত জানান তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সভাপতি পেমা লামা, ব্লক সহ সভাপতি ওমদাস লোহরা, কালচিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান যোগেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ। ওমদাস বলেন, 'বিজেপি ও কংগ্রেসের একাধিক সক্রিয় কর্মী তৃণমূলে যোগদান করেছেন।' অন্যদিকে বিজেপির জেলা সম্পাদক অশোক মিত্র বলেন, 'রাজেশ বুথ সভাপতি নন, বুথ কর্মী ছিলেন। তাঁর দলবদলে কোনও প্রভাব পড়বে না।'

কেরলে সিপিএমের পালটিতে

প্রথম পাতার পর

তার আগে এতদিন সেই মন্দিরে ১০ থেকে ৫০ বছরের মহিলাদের ছিল প্রবেশ নিষেধ। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে শীর্ষ আদালতের সেই রায়ে বলা হয়েছিল রজস্বলা মহিলাদের শবরীমালা মন্দিরে ঢোকা আটকানো মানে তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার হরণ। তাঁদের যেতে দিতে হবে। এটা তাঁদের মৌলিক অধিকার।

ব্যাস, তারপরই তুলকালাম বেধে যায় কেরলে। পরিষ্কার দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় গোটা রাজ্য। একদিকে এতদিনের সংস্কার, প্রথা ভাঙার বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীলরা। অন্যদিকে, সংস্কারপন্থী আধুনিক ভাবনাচিন্তার লোকজন। সেসময় শবরীমলায় মহিলাদের প্রবেশাধিকার দেওয়ার বিপক্ষের লোকজন গোটা কেরলে হিংসাত্মক বনধ করে জনজীবন অচল করে দিয়েছিলেন। ক্ষমতাশালী নায়ার সোসাইটি আর হিন্দুত্ববাদী নানা সংগঠন একদিকে।

অন্যদিকে, পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বে বাম সরকার। বামেরা তীব্র আক্রমণ করে রক্ষণশীলদের। সেসময় রাজ্যজুড়ে সভায় সভায় বিজয়ন বলে এসেছিলেন, তাঁরা বিরোধিতা করছেন কোনও তাৎক্ষণিক কারণে নয়। এটা আসলে বামপন্থীদের নীতিগত অবস্থান। এইসব প্রাচীনপন্থা আর গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়াই করেই কেরলের উন্নতি হয়েছে। এ লড়াই প্রতিক্রিয়া বনাম প্রগতির। কংগ্রেসিদের কেউ কেউ রায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন, কেউ ছিলেন স্পিকটি নট। তাঁদের নীরব সমর্থন ছিল।

সেসব ৬ বছর আগের কথা। এখন সব উলটে গিয়েছে। তখন যাঁরা সিপিএমের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরাই এখন পিনারাইয়ের পিছনে। আর যাঁরা প্রগতিশীল শিবিরের, তাঁরা এখন একেবারে হতভম্ব। যেসব দলিত সংগঠন, নাগরিক সমাজ, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাম সরকারের সঙ্গে মানববন্ধন করেছিল, তারা সিপিএমের এহেন পালটিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাদের এক কথা, হিন্দুত্বের চাপে মাথা নত করেছে সিপিএম। রাজ্যের শাসকদলটি সংস্কারের পথে ছেড়ে দিয়েছে। তাদের কথা, সরকার কিংবা মন্দিরের বোর্ড এমন আয়াপ্পার সম্মেলন করতেই পারে। কিন্তু কারা সেখানে আমন্ত্রিত, আলোচনাই বা হবে কী নিয়ে? সরকার জানিয়েছে, সেখানে প্রথা আর সংস্কার নিয়ে কথা হবে। সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে কোনও আলোচনা হবে না।

কেরলের রাজনীতির ব্যাপারে ওয়াকিবহালরা জানেন, ২০১৮ সালের ওই রায়ের পর ২০১৯ সালে শবরীমালা ইস্যুতে ভারী মূল্য চোকাতে হয়েছিল সিপিএমকে। সে বছরের লোকসভা ভোটে রাজ্যের ২০টি সিটের মধ্যে মাত্র একটি জিততে পেরেছিল বাম-গণতান্ত্রিক জোট। বাকি ১৯টিতেই জিতেছিল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। বিজেপি কোনও সিট না পেলেও তাদের ভোট বেড়েছিল তিন পার্সেন্ট। এই ফলই চাপে ফেলে দিয়েছিল পোড়খাওয়া বাম নেতাদের। এই রেজাল্টই তাঁদের বাধ্য করেছিল লাইন বদলাতে। অমানবিক কুপ্রথার বিরোধিতা থেকে সরে এসে বামেরা সর্বসম্মতি আর স্পর্শকাতরতার কথা বলতে শুরু করেছে। তাই এখন সুপ্রিম কোর্টের রায় পুরোপুরি কাজে লাগানোর বদলে আয়াপ্পা সম্মেলনের লাইন ধরেছে।

বিরোধীদের ভাষায়, এটা সুবিধাবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সরকারকে বলতে হবে, মহিলাদের প্রবেশের অধিকার নিয়ে তাদের অবস্থান বদলাবে কি না, সেসময় যাঁরা আন্দোলন করেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে তখন দায়ের করা কেস তুলে নেবে কি না। মহিলাদের শবরীমালা মন্দিরে প্রবেশাধিকারের বিষয়টি ক্লোজড চ্যাপ্টার বলে সিপিএম জানালেও ত্রিবাঙ্কুর দেবস্বম বোর্ড সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন করার ইঙ্গিত দিয়েছে। সিপিএম সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছে, আয়াপ্পা সম্মেলন অরাজনৈতিক। সে যা-ই বলুক, এটা যে সরে যাওয়া হিন্দু ভোট ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা, তা নিয়ে বিশেষ একটা দ্বিমত নেই কারও।

ইতিমধ্যে নায়ারদের সংগঠনকে পাশে পেয়েছে সিপিএম। ইঝাভাদের সংগঠন শ্রীনারায়ণ ধর্ম প্রতিপালনেরও সমর্থন পাচ্ছে। তাতে বিজেপি আর কংগ্রেসকে ঠেকানো যাবে বলে মনে করছে সিপিএম। বসে নেই সংঘ পরিবারও। তারা আলাদা আয়াপ্পা সম্মেলনের তোড়জোড় শুরু করেছে। যেখানে অমিত শা-কে আনার চেষ্টা হচ্ছে। অনেকের নিশ্চয়ই মনে আছে বিন্দু আম্মিনি আর কনকদুর্গা নামে দুই মহিলার কথা। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর ২০১৯ সালে ওই দুই সাহসিনী শরবীমালা মন্দিরে ঢুকে গিয়েছিলেন। তা নিয়ে বিস্তর হট্টগোল হয়েছিল।

প্রগতিশীল বাম রাজত্বে তারপর তাঁদের কী হয়েছিল? কনকদুর্গাকে তাঁর পরিবার ত্যাগ করেছিল। অকথ্য অত্যাচার করেছিলেন তাঁর শাশুড়ি। আরেকজন বিন্দু আম্মিনিকে বহুবার মারধর করা হয়। সমাজচ্যুত হয়ে আর থাকতে না পেরে কেরল ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে গিয়েছেন তিনি। কনকদুর্গা থাকেন সরকারি হোমে। পরিবারচ্যুত, একলা। এই দুই নির্যাতিতা আয়াপ্পা সম্মেলনে আমন্ত্রণ পাননি। নিজের সুবিধায় তাঁদের ভুলে গিয়েছে সিপিএম।

কুলদীপকে বুঝতেই পারেনি, দাবি আক্রামের

প্রথম বল থেকে ‘আফ্রিদি’ হতে যেও না : শাহিদ

দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর : ‘প্রথম বল থেকে শাহিদ আফ্রিদি হতে যেও না।

পিচ পরিস্থিতি বুঝে নিজেদের প্রয়োগের চেষ্টা করতে হয়।’ ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ব্যাটারদের জঘন্য পারফরমেন্সের পর নিজের নাম টেনে সাইম আয়ুবদের ঠিক এভাবেই তুলোধোনা করেছেন শাহিদ আফ্রিদি।

মাঠের বাইরে দলের হয়ে বারবার ব্যাট ধরেছেন। যদিও মাঠের লড়াই সেই দলের ছন্নছাড়া ব্যাটিং কুরে-কুরে খাচ্ছে। আফ্রিদি বলেছেন, ‘জিততে হলে ব্যাটারদের রান করতে হবে। সাইমকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। পরিস্থিতি, পিচ বুঝে প্রথম বলটা খেলা দরকার। সেখানে প্রথম বলেই শাহিদ আফ্রিদি হওয়ার চেষ্টা করলে হবে না। একজন ব্যাটারকেও দেখতে পাইনি, যে জেতাতে পারে।’

হতাশ বোলিং নিয়েও। প্রথমসারির একাধিক পেসারকে বিশ্রামের যৌক্তিকতাও খুঁজে পাচ্ছেন না। আফ্রিদির দাবি, ‘জেনুইন ফাস্ট বোলারদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এই মিলিজুলি বোলিং অ্যাটাকের ভাবনা ভারতের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করেনি।’

কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রামের মতে, কুলদীপ যাদবের স্পিন সামলানোর দক্ষতা কিংবা ধৈর্য, কোনওটাই ছিল না পাক ব্যাটারদের। ফল চোখের সামনে। বলেছেন, ‘কুলদীপকে পড়তেই পারেনি ওরা। সানিভাই (সুনীল গাভাসকার)

> জিততে হলে ব্যাটারদের রান করতে হবে। সাইমকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। পরিস্থিতি, পিচ বুঝে প্রথম বলটা খেলা দরকার। সেখানে প্রথম বলেই শাহিদ আফ্রিদি হওয়ার চেষ্টা করলে হবে না। একজন ব্যাটারকেও দেখতে পাইনি, যে জেতাতে পারে। -শাহিদ আফ্রিদি

বলছিলেন, কুলদীপকে সামলাতে হলে ওর হাত পড়তে হবে। নাহলে বুঝতেই পারবে না, কী বল আসছে। প্রতি দুই বলে সুইপ করা মানে, ব্যাটাররা কুলদীপকে পড়তেই পারেনি।’

১৮ রান দিয়ে পাকিস্তানের ৩ উইকেট তুলে নেন কুলদীপ যাদব।

পাকিস্তানের প্রাক্তন স্পিনার দানিশ কানেরিয়ার যুক্তি, দুই দলের মধ্যে দক্ষতা, স্কিলের ব্যবধান অনেক। দুবাই দ্বৈরথে তা আরও একবার সামনে চলে এসেছে। কানেরিয়ার কথায়, পাকিস্তান বর্তমানে ছোট ছোট দলের কাছেও হারছে। বারবার দলে পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে। বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ানরা নেই। একঝাঁক নতুন মুখ। সেখানে ভারত অনেক শক্তিশালী। ভারসাম্য বেশ ভালো। প্রতি বিভাগেই তারকাদের ভিড়, যা ম্যাচে তফাত গড়ে দিয়েছে।

শোয়েব মালিক, উমর গুলরা অবাক পাক ব্যাটারদের পরিকল্পনাতে। ম্যাচে প্রায় ১০ ওভার মতো ডট বল! বিগ হিট না এলে স্ট্রাইক রোটেট করতে হয়। যদিও সেই চেষ্টা কেন করা হল না, অবাক তাঁরা। গুলের দাবি, ‘বল মোটেই ঘোরেনি। অথচ, কুলদীপকে উইকেট দিয়ে এসেছি আমরা।’ শোয়েব মালিক অবশ্য স্বীকার করে নিচ্ছেন, কুলদীপ-রহস্য ভেদ করতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে পাকিস্তান। যার খেসারত দিতে হচ্ছে। এর জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন। যদিও পাক দলের খেলার তার ছিটেফোঁটা নেই।

মিসবা-উল-হক টেকনিকেই খুঁত দেখছেন। প্রাক্তনের অভিযোগ, শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে টেকনিক গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক পরীক্ষার সামনেও পড়তে হয়। বাইরে থেকে কোচ সবকিছু বলে দেবে না। মাঠে নেমে ক্রিকেটারদের যার মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু দক্ষ বোলিংকে সামলাতে যে টেকনিক, মানসিকতা প্রয়োজন, তার অভাব রয়েছে পাক ব্যাটারদের মধ্যে।

অজি বিশ্বকাপারদের গুরুত্ব দিচ্ছে না আহল

এবার এশিয়াতেও ছাপ রাখতে চায় বাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : মাথায় সাদা চুলের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ! কপালের ভাঁজ আরও বেশি প্রকট।

সবুজ-মেরুন সমর্থকদের প্রত্যাশার চাপেই কি এই ছয় মাসে আরও খানিকটা বুড়িয়ে গেলেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা? সম্ভবত। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের লিগ-শিল্ড ও কাপ জেতা হয়ে গিয়েছে একই মরশুমে। দেশের কেন বলতে গেলে দক্ষিণ এশিয়ারই এখন অন্যতম সেরা দল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। কিন্তু গত মরশুমে ক্লাব কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার আগ্রহের পরও এএফসির টুর্নামেন্ট সুখকর হয়নি। তাই এবার এসিএল টুয়ে ছাপ রাখাই যে ম্যানেজমেন্টের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য তা বিলক্ষণ বুঝেছেন মোলিনা। তিনি বলেও দিলেন, ‘এদেশের ফুটবলে আমরা ভালো করেছি। এবার সময় এশিয়াতেও ভালো কিছু করার।’ ম্যানেজমেন্টের মতো সমর্থকদের প্রত্যাশার চাপও অপরিসীম। এই দুইয়ের চাপ আছে ফুটবলারদের মধ্যেও। সবমিলিয়ে তুর্কমেনিস্তানের আহল এফকের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে অস্বস্তি তো আছেই।

এই অস্বস্তির আরও কারণ হল, ঘরোয়া ফুটবলের টালমাটাল পরিস্থিতি। এত তাড়াতাড়ি আইএসএল শুরু না হলেও তার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেত এতদিনে। সেখানে কবে কী হবে, তার কোনও পরিষ্কার চিত্র নেই বলেই মানসিকভাবে একেবারেই স্বস্তিতে নেই কোনও কোচ-ফুটবলার। তবু সামনে এসিএলের ম্যাচ থাকাতেই হয়তো ডুরান্ড কাপের পর টানা প্রায় তিন সপ্তাহ নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতি নিতে পেরেছে মোহনবাগান। সেখানে দুই মাস ঘরোয়া লিগ খেলে এই ম্যাচ খেলতে এসেছে আহল এফকে। ফলে তাদের ফুটবলাররা ম্যাচের মধ্যেই আছে। তারা ওদেশের লিগে দ্বিতীয় স্থানে কিন্তু এক নম্বরে থাকা এফকে আর্কাদাগের থেকে ২৮ পয়েন্ট পিছিয়ে। তাই খেলার মধ্যে থাকলেও এই গ্রুপ ‘সি’-তে প্রতিপক্ষ হিসাবে এই দলটাকেই অন্তত হারানোর ক্ষমতা রাখে মোহনবাগান। প্রতিপক্ষ আহলে কোনও বিদেশি নেই। তার পরেও অবশ্য মোহনবাগানের তিন অস্ট্রেলিয়ান বিশ্বকাপারকে নিয়ে তাঁরা চিন্তিত নন বলে জানালেন কোচ এজিজ আনামুহামেদভ, ‘আমরা বিদেশি খেলাই না কারণ আমরা নিজেদের দেশের তরুণ ফুটবলারদের আন্তর্জাতিক মানের তৈরি করতে চাই। মোহনবাগানে যে তিনজন অস্ট্রেলীয় বিশ্বকাপার আছে, সেটা জানি। তবে ওদের আটকানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাও আমাদের করা আছে। আর তাছাড়া ওদের নিয়ে আমরা শুধু ভাবতে যাব কেন, ওরাও দেখতে পাবে আমাদের ডিফেন্ডারদের কীরকম ক্ষমতা।’ বলতে গেলে, খানিকটা হুংকারই দিয়ে রাখলেন।

তবে এসব বলে অবশ্য টলানো মুশকিল মোলিনার দুর্ভেদ্য ডিফেন্স। তিনি এককথায় সারলেন, ‘আগামীকাল ম্যাচে সবাই দেখতে পাবে, আমরা কেমন খেলি।’ তাঁর দলে মনবীর সিং ছাড়া অবশ্য গোটা দলটাই ফিট। ফলে আত্মবিশ্বাস থাকাটাই স্বাভাবিক। নতুন আসা রবসন রোবিনহো, অভিষেক সিং টেকচাম কী কিয়ান নাসিরিরাও তাঁর পরিকল্পনার সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছে বলে নিজেই সানন্দে জানান মোলিনা। ফলে এসিএল টুয়ের প্রথম ম্যাচ জিতে শুরুটা ভালো করতে চায় সবুজ-মেরুন শিবির। আর তাদের সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পাশে থাকার সম্ভাবনা প্রায় হাজার পঞ্চাশেক সমর্থকের। যাঁরা গত কয়েক বছরে মোহনবাগানকে একাধিক ট্রফি জিততে সাহায্য করে এসেছেন।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-২

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম আহল এফকে

সময় : সন্ধ্যা ৭.১৫ মিনিটে
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

প্রস্তুতি সেরে ফেরার সময় জেসন কামিংসের সঙ্গে রসিকতায় রবসন রোবিনহো। দর্শক শুভাশিস বসু। ছবি : ডি মণ্ডল

এ কোন পাকিস্তান! কটাক্ষ গাভাসকারের

দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর : ভারতের সামনে আরও একটা লজ্জার পারফরমেন্স। আবারও অসহায় আত্মসমর্পণ পাকিস্তানের। দলের জঘন্য ক্রিকেটে বিতর্কের ঢেউ ওয়াঘার ওপারে। অবাক সুনীল গাভাসকারের মতো ভারতীয় কিংবদন্তিরাও।

এশিয়া কাপের কমেন্ট্রি টিমে অন্যতম মুখ সানির প্রশ্ন, এ কোন পাকিস্তান। মাঝেমধ্যে তো বুঝতেই অসুবিধা হচ্ছিল, আদৌ এটা পাকিস্তান দল তো? সলমন আলি আঘাদের লজ্জার হারে নুন ছিটিয়ে গাভাসকার বলেছেন, ‘অজয় জাদেজা, ইরফান পাঠান, বীরেন্দ্র শেহবাগরা আমার সঙ্গে একমত হবে কিনা জানি না। তবে আগে কখনও এইরকম দুর্বল পাকিস্তান দল আমি দেখিনি।’

হানিফ মহম্মদের প্রসঙ্গ টেনে সানি আরও বলেছেন, ‘১৯৬০ থেকে ওদের খেলা দেখছি। চার্চগেট থেকে ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়াম পর্যন্ত দৌড়োতাম শুধুমাত্র হানিফ মহম্মদের খেলা দেখব বলে। তার পাশে এই দল ছায়ামাত্র। মনে হচ্ছিল, এটা পাকিস্তান নয়। দিশাহীন শট খেলে আউট হল ব্যাটাররা। বোলারদের হালও তথৈবচ।’

ভারতের কাছে হারলেও পাকিস্তানের সুপার ফোর যাওয়ার দরজা অবশ্য খোলা থাকছে। গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে হারালেই টিকিট নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে পরের রবিবার ফের ভারত-পাক মহারণের হাতছানি। সাত দিনের মধ্যে ধাক্কা কাটিয়ে ব্যবধান মুছে ফেলা আদৌ কি সম্ভব হবে?

রবিচন্দ্রন অশ্বীনের দাবি, পাকিস্তানের থেকে এই মুহূর্তে কয়েক মাইল এগিয়ে ভারত। দুই দলের মধ্যে কোনও তুলনাই চলে না। অশ্বীনের যুক্তি, ‘সাইম আয়ুব বোলিংয়ে কিছুটা টেম্পারামেন্ট দেখিয়েছে। তিনটি উইকেটই ওর দখলে। বাকিরা সবাই তো খোঁড়াল। উলটো দিকে ভারত একেবারে অন্য মানের দল। তুলনা অযৌক্তিক।’

আইপিএল-কে অনেকাংশে কৃতিত্ব দিচ্ছেন অশ্বীন। বলেছেন, ‘মেগা লিগে চাপের মধ্যে খেলতে অভ্যস্ত অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মারা। অভিষেক প্রথম বল থেকেই শাহিন শা আফ্রিদির ওপর ঝাঁপিয়েছে। একই চেষ্টা জসপ্রীত বুমরাহর বিরুদ্ধে করেছিল মহম্মদ হ্যারিস। যার পরিণতি সহজ ক্যাচে উইকেট খোয়ানো। পাক ইনিংসে শেষদিকে শাহিনের ব্যাটিং বাদ দিলে ওদের কেউই বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদবকে পড়তেই পারেনি।’

ভারতের দুর্দান্ত জয়ে উচ্ছ্বসিত ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী দলের সদস্য সৈয়দ কিরমানিও। তবে মনে করছেন, হ্যান্ডশেক বিতর্ক না হলেই ভালো হত। কিরমানির যুক্তি, খেলাধুলো থেকে রাজনীতিকে দূরে রাখা উচিত। এক প্রশ্নের জবাবে ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা উইকেটকিপার বলেছেন, ‘বিশ্বজুড়েই রাজনীতির দাপট। তবে ক্রীড়া সম্প্রীতির বার্তা বহন করে। রাজনীতি আর খেলাকে তাই মিশিয়ে ফেললে ভুল হবে। দুইটি সম্পূর্ণ আলাদা।’

> ১৯৬০ থেকে ওদের খেলা দেখছি। চার্চগেট থেকে ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়াম পর্যন্ত দৌড়োতাম শুধুমাত্র হানিফ মহম্মদের খেলা দেখব বলে। তার পাশে এই দল ছায়ামাত্র। মনে হচ্ছিল, এটা পাকিস্তান নয়। দিশাহীন শট খেলে আউট হল ব্যাটাররা। বোলারদের হালও তথৈবচ। -সুনীল গাভাসকার

আউট হয়ে ফিরছেন সলমন আলি আঘা। উচ্ছ্বসিত কুলদীপ যাদব।

আইসিসি-র মাসের সেরা সিরাজ

দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ দলে সুযোগ হয়নি মহম্মদ সিরাজের। ঘরে বসেই দেখতে হচ্ছে সতীর্থদের খেলা। সেই সিরাজকেই এদিন সুখবর শোনাল আইসিসি। অগাস্ট মাসের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন হায়দরাবাদ এক্সপ্রেস। ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজে দুরন্ত পারফরমেন্সের (সর্বাধিক ২৩ উইকেট নেন) সুবাদে সংক্ষিপ্ত তিনজনের তালিকায় জায়গা পেয়েছিলেন সিরাজ। শেষপর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের ম্যাট হেনরি ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেডন সিলসকে পিছনে ফেলে আইসিসি-র মাসের সেরা পুরস্কার সিরাজের দখলে।

সিরাজ বলেছেন, ‘আইসিসি-র পুরস্কার। স্পেশাল সম্মান আমার কাছে। অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজ দুর্দান্ত কেটেছিল। আমার খেলার অন্যতম সেরা সিরিজ। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পেরে আমি গর্বিত। শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার চ্যালেঞ্জ আমার সেরাটা বের করে আনতে সাহায্য করেছে।’

ফিডে গ্র্যান্ড সুইসে চ্যাম্পিয়ন বৈশালী

সমরখন্দ, ১৫ সেপ্টেম্বর : মহিলাদের ফিডে গ্র্যান্ড সুইস চেসে মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলেন ভারতের রমেশবাবু বৈশালী। সেইসঙ্গে প্রথম দাবাড়ু হিসেবে টানা দুইবার এই প্রতিযোগিতা জেতার নজির গড়লেন তিনি। শেষ রাউন্ডে চিনের তান ঝোংগির সঙ্গে ড্র করেন বৈশালী। ফলে ১১ রাউন্ডে ৮ পয়েন্ট নিয়ে খেতাব নিশ্চিত করেন তিনি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় আগামী বছরের ক্যান্ডিডেটস দাবায় মহিলাদের বিভাগে তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে নামার ছাড়পত্র পেলেন বৈশালী। এর আগে কোনেরু হাম্পি ও দিব্যা দেশমুখ ক্যান্ডিডেটস দাবায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

ভারতের সাফল্য অনুপ্রেরণা অনিরুদ্ধদের

এএফসির প্রস্তুতিতে সন্তুষ্ট কোচ মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : কাফা নেশনস কাপে ভারতের সাফল্য এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে লড়াইয়ের জন্য অনুপ্রাণিত করছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে। গত একটা মরশুমে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের প্রত্যাশা অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছেন হোসে মোলিনা। আইএসএলে ‘ডাবল’ জেতার পর এবার এএফসি-র মঞ্চেও ভালো কিছু করার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তিনি।

অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে ডুরান্ড কাপে খেলতে হয়েছিল মোহনবাগানকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ফুটবলারদের ফিটনেসের অভাব চোখে পড়েছিল। তারপর অনেকটা সময় পাওয়া গিয়েছে। এসিএল টু-তে অভিযান শুরুর আগে দলের প্রস্তুতি নিয়ে সন্তুষ্ট হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। বলেছেন, ‘গত এক মাস খেলোয়াড়রা খুব পরিশ্রম করেছে। প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার সুযোগ না পাওয়ায় একটু সমস্যা হয়েছে ঠিকই। তবে একটা হলেও ভালো প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছি আমরা।’

আহল এফকের বিরুদ্ধে এসিএল টু-তে অভিযান শুরুর আগে স্বয়ং মোলিনার চোখেমুখেও আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট। ভিতরে চাপ অনুভব করলেও তা একেবারেই বুঝতে দিলেন না। আহল এফকে ম্যাচের আগে মোহনবাগানের স্প্যানিশ কোচ বলেছেন, ‘প্রমাণ করেছি আমরাই ভারতের সেরা দল। এশিয়ার মঞ্চেও যে আমরা ভালো কিছু করতে পারি এবার সেটাই প্রমাণ করার পালা। আহল নিঃসন্দেহে ভালো দল। তবে নিজের দলের ওপরও পূর্ণ আস্থা রয়েছে।’ মোলিনার পাশে বসে সেই সুরেই গলা মেলালেন মোহনবাগানের মিডফিল্ড জেনারেল অনিরুদ্ধ থাপা। তিনি বলেছেন, ‘এএফসি-তে প্রতিটা ম্যাচই কঠিন। তবুও আশা করছি শুরুটা ভালোই হবে। আমরা আমাদের দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। এই মরশুমে আমাদের দলে খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। যে কারণে কোচ কী চান তা ভালোভাবেই জানি। সেভাবেই খেলব আমরা।’

সাংবাদিক সম্মেলনে মোহনবাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। -ডি মণ্ডল

সদ্য কাফা নেশনস কাপে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় ফুটবল দলকে শুভেচ্ছা জানান অনিরুদ্ধ। সেই রেশ ধরেই বলেছেন, ‘এশিয়ার যে কোনও দলের বিরুদ্ধে খেলাই কঠিন। কাফায় জাতীয় দলের এই সাফল্য আমাদের আরও অনুপ্রাণিত করছে। আমরাও আগামী ম্যাচগুলোতে আরও ভালো কিছু করতে চাই।’ কথাতেই অনিরুদ্ধ বুঝিয়ে দিলেন খালিদ জামিলের দলের সাফল্য, তাঁদের তাগিদটাও অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

ছয় গোল অপ্রতিরোধ্য বার্সেলোনার

বার্সেলোনা, ১৫ সেপ্টেম্বর : বার্সেলোনার দুরন্ত ফুটবলে ৬-০ গোলে উড়ে গেল ভ্যালেন্সিয়া। জোড়া গোল করলেন ফেরমিন লোপেজ, রাফিনহা এবং রবার্ট লেওয়ানডস্কি। লা লিগার ইতিহাসে প্রথমবার পরিবর্ত হিসেবে নেমে একই দলের দুই ফুটবলার জোড়া গোল করলেন। এই বিরল নজির গড়লেন রাফিনহা-লেওয়ানডস্কি।

আগাগোড়া ম্যাচের রাশ ছিল কাতালানদের দখলে। ৭২ শতাংশ বল পজেশনের সঙ্গে ২৪টি শট তারই প্রমাণ। ম্যাচের পর বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের মন্তব্য, ‘সবকিছু নিখুঁত হয়েছে। আমি যেভাবে চেয়েছি, প্রথম মিনিট থেকেই ছেলেরা সেভাবেই খেলেছে। দারুণ দলগত পারফরমেন্স।’

২৯ মিনিটে বার্সাকে এগিয়ে দেন ফেরমিন। ৫৬ মিনিটে তিনি আরও একটি গোল করেন। ৫৩ ও ৬৬ জোড়া গোল করেন রাফিনহা। শেষের দিকে নেমে আরও দুটি গোল করে জয় নিশ্চিত করেন পোলিশ গোলমেশিন লেওয়ানডস্কি।

জয়ের সুবাদে ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় দুইয়ে উঠে এলেন রাফিনহারা। শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সংগ্রহ ১২ পয়েন্ট।

১০ বছর পর দলীপ মধ্যাঞ্চলের

বেঙ্গালুরু, ১৫ সেপ্টেম্বর : প্রত্যাশামতোই দলীপ ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হল মধ্যাঞ্চল। ফাইনালে তারা ৬ উইকেটে হারাল দক্ষিণাঞ্চলকে। সোমবার ম্যাচের শেষদিনে জেতার জন্য মধ্যাঞ্চলের দরকার ছিল ৬৫ রান। হাতে ছিল দশটি উইকেট। দিনের শুরুতে ২৪ রানে ৩ উইকেট তুলে নিয়ে অঘটনের ক্ষীণ আশা জাগিয়েছিল দক্ষিণাঞ্চল। শেষপর্যন্ত ৪ উইকেটে ৬৬ রান তুলে নেয় মধ্যাঞ্চল। অক্ষয় ওয়াদকার ১৯ ও যশ রাঠোর ১৩ রানে অপরাজিত থাকেন। ফাইনালে প্রথমদিন থেকেই চালকের আসনে ছিল মধ্যাঞ্চল। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণাঞ্চলের ১৪৯ রানের জবাবে ৫১১ রান তোলেন রজত পাতিদাররা। ৩৬২ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪২৬ রান করে দক্ষিণাঞ্চল। চলতি বছরের জুন মাসে অধিনায়ক হিসেবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে আইপিএল জিতিয়েছিলেন রজত। এবার তাঁর নেতৃত্বে দীর্ঘ ১০ বছর পর দলীপ জিতল মধ্যাঞ্চল। শেষবার তারা দলীপ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ২০১৪-’১৫ মরশুমে। সেবারও ফাইনালে তারা দক্ষিণাঞ্চলকে হারিয়েছিল।

আজ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল-মার্সেই

মাদ্রিদ, ১৫ সেপ্টেম্বর : লা লিগায় দুর্দান্ত ছন্দে রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথম চার ম্যাচের চারটিতেই জিতে লিগ টেবিলের মগডালে বসে মাদ্রিদ জায়েন্টরা। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে জয়ের খোঁজে নামছে জাভি অলন্সোর দল।

মঙ্গলবার রাতে ঘরের মাঠ স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিযান শুরু করছে রিয়াল। প্রতিপক্ষ ফরাসি ক্লাব মার্সেই। ধারেভারে এগিয়ে অলন্সোর দলই। তবুও প্রতিপক্ষকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন রিয়াল মাঝমাঠের অন্যতম ভরসা অরলিয়েন চৌয়ামেনি। বলেছেন, ‘চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রতিটা ম্যাচই আমাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। মার্সেই শক্তিশালী দল। জিততে হলে আমাদের সেরাটা উজাড় করে দিতে হবে।’

গত চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রত্যাশিত সাফল্য আসেনি। এবার মরশুমের শুরু থেকে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন দলের সেরা তারকা কিলিয়ান এমবাপে। সেটাই আরও বেশি আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদকে। চৌয়ামেনি বলেছেন, ‘এমবাপের উপস্থিতিই ফারাক গড়ে দেয়।’ সেই রেশ ধরেই অলন্সো বলেছেন, ‘ব্যক্তিগত নৈপুণ্যয় পার্থক্য গড়ে দিতে পারে এমবাপে। ও একা নয়, ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, রডরিগো সবাইকে নিয়ে আমাদের দল। দলগত একতাই আমাদের শক্তি।’

মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নামছে আর্সেনালও। তাদের প্রতিপক্ষ স্পেনের অ্যাথলেটিক বিলবাও। গত মরশুমে প্যারিস সাঁ জাঁ-এর কাছে সেমিফাইনালে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল গানারদের। তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার মিশেলে এবার নতুন করে দল সাজিয়েছেন মিকেল আর্তেতা। বিশেষ করে আক্রমণভাগের খোলনলচে বদলে ফেলেছেন। তাতে ভর করেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ভালো শুরুর অপেক্ষায় আর্সেনাল।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

পিএসভি আইন্দহোভেন বনাম ইউনিয়ন সেন্ট-গিল্লোইসে
অ্যাথলেটিক বিলবাও বনাম আর্সেনাল
সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট

রিয়াল মাদ্রিদ বনাম মার্সেই
জুভেন্তাস বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
বেনফিকা বনাম কারাবাগ এফকে
টটেনহ্যাম হটস্পার বনাম ভিয়ারিয়াল
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

হাল্যান্ডেই পূর্ণ আস্থা পেপের

লন্ডন, ১৫ সেপ্টেম্বর : ক্লাব কিংবা জাতীয় দল। আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড রয়েছেন বিধ্বংসী মেজাজে।

কয়েকদিন আগেই দেশের জার্সিতে মলডোভার বিরুদ্ধে করেছিলেন পাঁচটি গোল। তারপর রবিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে খেলতে নেমে জোড়া গোল করেছেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির এই গোলমেশিন। এই নিয়ে ইপিএলে চার ম্যাচে পাঁচ গোল হয়ে গেল হাল্যান্ডের।

হাল্যান্ডের পারফরমেন্সে মুগ্ধ ম্যান সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। তিনি বলেছেন, ‘ম্যান সিটিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে হাল্যান্ড একবারও আমাদের হতাশ করেনি। যেজন্য ওর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করা হয়েছে। হাল্যান্ড দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়।’

দলকে ডার্বি জেতাতে পেরে উচ্ছ্বাসে ভাসছেন স্বয়ং হাল্যান্ড। ম্যাচের পর নরওয়ের গোলমেশিন বলেছেন, ‘ডার্বি জিততে গেলে নিজেদের মনের মধ্যে বাড়তি তাগিদ থাকতে হবে। এই ম্যাচে আমাদের মধ্যে সেটা ছিল। এমন একটা ম্যাচ জিততে পেরে আমি দারুণ খুশি। তবে এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।’

ফুটবল দর্শন বদলাব না : অ্যামোরিম

এদিকে, পরপর হারের ধাক্কায় বিপর্যস্ত ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে হারার পরে কোচ রুবেন অ্যামোরিমের পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তর সমালোচনা শুরু হয়েছে। যদিও ইউনাইটেড কোচ স্পষ্ট জানিয়েছেন, নিজের ফুটবল দর্শন থেকে বিন্দুমাত্র সরছেন না তিনি। বলেছেন, ‘পরিস্থিতিটা আমি বুঝতে পারছি। এই পারফরমেন্স লাল ম্যাঞ্চেস্টারের সঙ্গে মানায় না। তবে যাই হয়ে যাক, নিজের ফুটবল দর্শন পরিবর্তন করব না। যতদিন আমি কোচ থাকব, এই পরিকল্পনাতেই ম্যান ইউ খেলবে।’

শনিবার ঘরের মাঠে চেলসির মুখোমুখি হবে ইউনাইটেড। এই ম্যাচ থেকেই প্রিমিয়ার লিগে ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর লাল ম্যাঞ্চেস্টার।

হ্যান্ডশেক চাই, নাহলে খেলব না

কান্না পাকিস্তানের

দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর : ব্যাট-বলের যুদ্ধে বাইশ গজে অসম্মানের হার।

দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে কুলদীপ যাদব, অভিষেক শর্মাদের ‘মিসাইল’ হানায় লন্ডভন্ড পাকিস্তান দলের যাবতীয় হুংকার। হারের যে জ্বালা জুড়োতে শেষপর্যন্ত হ্যান্ডশেক বিতর্ককে হাতিয়ার করছে পাকিস্তান।

পাকিস্তানের দাবি, ক্রিকেটীয় সৌজন্যতা না দেখিয়ে তাঁদের কার্যত অসম্মান করেছে ভারতীয় দল। টসের সময় পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘার সঙ্গে প্রথামাফিক হাত মেলাননি সূর্যকুমার যাদব। ম্যাচের পরও সূর্য, শিবম দুবে সোজা সাজঘরে চলে যান। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পাকিস্তানের হেডকোচ মাইক হেসন সূর্যদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় ফিরে আসেন। সলমন, ফখর জামানদের ইচ্ছে থাকলেও পহলগামের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কোনও ভারতীয় খেলোয়াড়রা হাত মেলানোর পথে হাঁটেননি।

লজ্জাজনক হারের মাঝেও যা হাতিয়ার করে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে পাক ক্রিকেট মহল। চলছে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের মুণ্ডুপাতও। খবর, পাইক্রফটই টসের সময় পাকিস্তান অধিনায়ক সলমনকে বলেন, সে যেন সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে হাত না মেলায়। আইসিসি-র কাছে যা নিয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। দাবি, পাইক্রফটের এই অবস্থান আইসিসি-র নিয়মবিরুদ্ধ। অবিলম্বে তাঁকে ছাঁটাই করতে হবে। খবর, দাবি পূরণ না হলে এশিয়া কাপ থেকেই সরে দাঁড়াতে পারে পাকিস্তান।

হ্যান্ডশেক বিতর্কের জেরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বয়কট করেন পাকিস্তান অধিনায়ক। তাৎক্ষণিক মৌখিক প্রতিবাদ জানানোর পর আইসিসি-কে পত্রবাণ। পাক বোর্ডের দাবি, ম্যাচ রেফারিই নাকি টসের আগে হ্যান্ডশেক না করার কথা বলেন! ফলে আইসিসি-কে জমা দেওয়া ম্যাচ রেফারির রিপোর্টে ভারতের বিরুদ্ধে নেতিবাচক কিছু থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

পাক বোর্ড তথা এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি এই ইস্যুতে এশিয়া কাপ থেকে দল তুলে নেওয়ার প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিয়ে রেখেছেন। নকভির অভিযোগ, ‘আইসিসি-র আচরণবিধি এবং এমসিসি-র নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন ম্যাচ রেফারি। অবিলম্বে তাঁকে ছাঁটাই করতে হবে। আইসিসির কাছে লিখিত দাবি জানিয়েছি। আমাদের কাছে দেশের সম্মান সবার আগে। দাবিপূরণে শেষপর্যন্ত যেতে প্রস্তুত আমরা।’

নিশানায় ভারতীয় দলও। নকভির দাবি, সূর্যকুমারদের আচরণ খেলোয়াড়ি মানসিকতার পরিপন্থী। সরকারিভাবেও টিম ইন্ডিয়ার আচরণ নিয়ে পাক ক্রিকেট দলের ম্যানেজার নাভিদ আক্রাম চিমা অভিযোগ দায়ের করেছেন। এসিসি-র কাছে কড়া পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন।

হ্যান্ডশেক বিতর্কের জেরে ছাঁটাই হলেন পিসিবি-র ডিরেক্টর অফ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট উসমান ওয়াহলা। রিপোর্টের মতে, হ্যান্ডশেক বিতর্কের পুরো বিষয়টি ওয়াহলা যথাযথভাবে সামলাতে পারেননি। যার জন্য তাঁকে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে নকভির পাকিস্তান বোর্ড।

নকভিদের সুরে সুর মিলিয়েছেন পাকিস্তানের হেডকোচ হেসনও। তিনি বলেছেন, ‘আমরা হতাশ ওদের আচরণে। ম্যাচের পর আমরা হাত মেলানোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু ওরা সোজা বেরিয়ে যায়। দলের পারফরমেন্সেও আমি হতাশ। তবে ফলাফল ভুলে হ্যান্ডশেক করা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। তাই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে না আসার সিদ্ধান্ত নেয় সলমন (অধিনায়ক)। সবমিলিয়ে শেষটা খুব খারাপভাবে হল।’

সূর্যদের পদক্ষেপে হতাশ শোয়েব আখতার বলেছেন, ‘ভারত প্রত্যাশামাফিক ভালো খেলেছে। ওদের শুভেচ্ছা। তবে ক্রিকেটকে রাজনীতির সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে ভুল হবে। অনেক সমস্যা, লড়াই থাকে। কিন্তু তা ভুলে এগিয়ে যেতে হয়। আমি হলে হ্যান্ডশেক করতাম। সেদিক থেকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে না গিয়ে সলমান ঠিক করেছে।’

প্রাক্তন পাক অধিনায়ক রশিদ লতিফের দাবি, ‘যুদ্ধ, পহলগাম নিয়ে ভারতের প্রতিবাদ ন্যায্য হতে পারে। তবে খেলার মাঠে সৌজন্যতা বজায় রাখাও জরুরি। যারা হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তাদের ধরো। আর যুদ্ধংদেহি মেজাজে থাকলে সেটাই চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ক্রিকেট খেলা উচিত হয়নি ভারতের। আগেও যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু কখনও এরকম হয়নি।’

ম্যাচ শেষে তখনও ভারতীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলানোর আশায় পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা।

খেলা শেষে শিবম দুবেকে বগলদাবা করে ড্রেসিংরুমের পথে সূর্যকুমার যাদব।

- পাকিস্তানের দাবি, ক্রিকেটীয় সৌজন্যতা না দেখিয়ে তাঁদের কার্যত অসম্মান করেছে ভারতীয় দল।
- ম্যাচের পর ভারতীয় ক্রিকেটাররা ফিরতেই ভিতর থেকে ড্রেসিংরুমের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।
- পাকিস্তানের হেডকোচ মাইক হেসন শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েও দরজা বন্ধ থাকায় ফিরে আসেন।
- সলমন আঘা, ফখর জামানদের ইচ্ছে থাকলেও পহলগামের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কোনও ভারতীয় খেলোয়াড় হাত মেলাননি।
- ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটই নাকি পাকিস্তান অধিনায়ক সলমন আঘাকে টসের সময় সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে হাত মেলাতে না বলেন।
- আইসিসির কাছে এই নিয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়ে ম্যাচ রেফারির ছাঁটাই দাবি করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।
- দাবি পূরণ না হলে এশিয়া কাপ থেকেই সরে দাঁড়াতে পারে পাকিস্তান।

সিদ্ধান্ত পুরো দলের : সূর্য

দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর : দুর্দান্ত ক্রিকেট। নিখুঁত পরিকল্পনা। অনায়াস জয়।

পাকিস্তানকে চূর্ণ করে বাইশ গজে অপারেশন সিঁদুরের শক্তি দেখিয়ে এশিয়া কাপের মঞ্চে এগিয়ে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। আর পাকিস্তান ম্যাচ শেষ হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে ধুন্ধুমার বিতর্ক। যার রেশ সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই।

টসের সময় সৌজন্য দেখিয়ে প্রতিপক্ষ পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘার সঙ্গে হাত মেলাননি ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। খেলা শেষের পরও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। পহলগাম কাণ্ডে নিহতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন সূর্য। ভারতীয় সেনাকে পাকিস্তান দখলের সাফল্য উৎসর্গ করেছেন। সবশেষে প্রায় মধ্যরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারত অধিনায়ক স্পষ্ট করেছেন পাকিস্তান নিয়ে তাঁর মনোভাব। জানিয়েছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে করমর্দন না করার সিদ্ধান্ত ছিল পুরো দলের। তাছাড়া পাকিস্তানকে বার্তা দেওয়ার প্রয়োজনও ছিল। সূর্যের কথায়, ‘ওদের সঙ্গে হাত না মেলানোর সিদ্ধান্ত পুরো দলের। পাকিস্তানকে কিছু বোঝানোর ছিল। আমরা সেই জবাবটা দিয়ে দিয়েছি। কিছু বিষয় থাকে যা খেলার গণ্ডি পার করে বৃহত্তর কিছুর মধ্যে চলে যায়।’

পাকিস্তান শুধু খেলা শুরুর আগে টসে জিতেছিল। বাকি সময় সলমনদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। ক্রিকেটীয় বিশ্লেষণে, এমন দিশেহারা পাকিস্তান বড্ড অচেনা। কিন্তু তার দায় তো টিম ইন্ডিয়ার নয়। তাই ভারত অধিনায়ক রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, ‘আমাদের এই জয় পুরো দলের। পুরো দেশেরও। পহলগামে নিহতদের পাশে রয়েছি আমরা। একইসঙ্গে ভারতীয় সেনার জন্যও আমরা গর্বিত। আমরা চাই, ভারতীয় সেনা আমাদের আরও গর্বের মুহূর্ত উপহার দিক। যেখান থেকে আমরা দল হিসেবে আরও অনুপ্রেরণা পেতে পারি।’ মহারণ পরবর্তী পর্বে দুই প্রতিবেশীর খারাপ সম্পর্ক আরও কত তলানিতে পৌঁছাবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে বিপক্ষ দলের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে ভারতীয় দলের অন্দরে রয়েছে চাপা গর্ব।

হ্যান্ডশেক বিতর্ক নিয়ে

পাকিস্তানকে ক্রিকেটীয় জবাব দেওয়ার পাশে নিজের দলেরও প্রশংসা শোনা গিয়েছে ভারত অধিনায়কের গলায়। সূর্যের মনে হয়েছে, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদবরা ভারতীয় ক্রিকেটের গর্ব। সূর্যের কথায়, ‘খেলার শুরু থেকেই ম্যাচের দখল ছিল আমাদের হাতে। কুলদীপ-অক্ষররা নিজেদের কাজটা দারুণভাবে করেছে। পরে আমাদের ব্যাটাররা রান তাড়া করে দলকে পৌঁছে দিয়েছে সঠিক লক্ষ্যে।’

জয়ের পর স্ত্রী দেবিশার সঙ্গে জন্মদিন সেলিব্রেশনে সূর্যকুমার যাদব।

‘যা ঠিক মনে করেছে সূর্য, সেটাই করেছে’

নয়া ভূমিকায় মহারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : তাঁর ব্যস্ততার শেষ নেই। মাঝে মাঝে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মনে হয়, দিনটা চব্বিশের বদলে আরও বেশি সময়ের হলে ভালো হত।

গতকাল সন্ধ্যায় সিএবি সভাপতির পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতার ইএম বাইপাস সংলগ্ন এক পাঁচতারা হোটেলে নয়া ভূমিকায় দেখা গেল মহারাজকে। নিজের পোশাকের ব্র্যান্ড সৌরাগ্যর আত্মপ্রকাশ ঘটালেন। অনলাইন বিপণন সংস্থা মিন্ত্রার সঙ্গে যৌথভাবে বাজারে এল সৌরভের স্বপ্নের সৌরাগ্য।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক যেদিন তাঁর নয়া ব্র্যান্ড বাজারে আনলেন, সেদিন ক্রিকেট দুনিয়ায় শুধুই ভারত বনাম পাকিস্তান নিয়ে হইচই। গতকাল রাতে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে প্রতিবেশী পাকিস্তানকে নিয়ে ছেলেখেলা করেছে টিম ইন্ডিয়া। অনায়াসে জিতেছে ম্যাচ। কিন্তু সেই ম্যাচের ফলাফলকে ছাপিয়ে সামনে এসেছে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও তাঁর দলের পাকিস্তানের সঙ্গে হাত না মেলানোর বিষয়টি। স্কাই যা করেছেন, সেই সিদ্ধান্তকে কি আপনি সমর্থন করেন? এমন প্রশ্নের সামনে সৌরভের জবাব, ‘এত দূর থেকে এমন প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয়। আমার মনে হয়, সূর্য যা ঠিক মনে করেছে, সেটাই করেছে। মনে রাখতে হবে, দুনিয়ার সব খেলার অধিনায়কের ভাবনা, পরিকল্পনা এক হয় না। তবে একটা কথা আবারও বলতে চাই, সন্ত্রাস বন্ধ হওয়া খুব জরুরি।’

দিন কয়েক আগেই প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক জানিয়েছিলেন, পাকিস্তান ক্রিকেট এখন অতীতের ছায়া মাত্র। দল হিসেবে অত্যন্ত দুর্বল। এমন দলের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের মঞ্চে অনায়াসে জিতবে টিম ইন্ডিয়া। বাস্তবে ঠিক সেটাই ঘটেছে। একপেশে ভারত-পাক মহারণ নিয়ে সৌরভ আজ বলেছেন, ‘প্রত্যাশিতভাবেই ভারত পাকিস্তানকে হারিয়েছে। শেষ দশ-বারো বছরের পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যাবে, ভারত প্রতিবেশীর তুলনায় কতটা শক্তিশালী। আমার মতে, এই পাকিস্তান কোনও প্রতিপক্ষই নয়। আমি তো গতকাল রাতে প্রথম ১৫ ওভারের পর খেলাই দেখিনি। চ্যানেল বদলে ফুটবল ম্যাচ দেখছিলাম। পাকিস্তান দলে অতীতের মতো দক্ষ ও স্কিলফুল ক্রিকেটারই নেই এখন।’

কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার।

‘আপেলের সঙ্গে কমলার তুলনা হয় না’

পাকিস্তানকে অভিনব খোঁচা গম্ভীরের

দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর : উত্তেজনার ম্যাচ। টেনশনের আবহ। আর সেই আবহে অনায়াস জয়।

বিপক্ষ পাকিস্তানকে নিয়ে ক্রিকেটের আসরে ছেলেখেলা টিম ইন্ডিয়ার। শুধু তাই নয়, টসের সময় থেকে শুরু করে খেলা শেষের পরও বিপক্ষের সঙ্গে করমর্দনের সৌজন্যতা না দেখিয়ে সূর্যকুমার যাদবরা পাকিস্তানের উপর ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছেন।

আর তার ফল হয়েছে সাংঘাতিক। পাকিস্তান বুঝেই উঠতে পারছে না কী করবে। কীভাবে পরিস্থিতি সামলাবে। কখনও ভারত-পাক মহারণের ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে থাকা অ্যান্ডি পাইক্রফটকে দায়িত্ব থেকে সরানোর দাবি তুলছে। আবার কখনও পাকিস্তান এশিয়া কাপ থেকেই সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিচ্ছে। বাইশ গজে ক্রিকেটীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সলমন আলি আঘার দলের ক্রিকেট যেমন অতীতের তুলনায় বড্ড অচেনা। ঠিক তেমনই মাঠের বাইরের কাণ্ডকারখানার মাধ্যমে নিজেদের আরও হাস্যকর করে তুলছে ওয়াসিম আক্রামের দেশ।

টসের সময় ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব পাকিস্তান অধিনায়ক সলমনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেননি। ছক্কা হাঁকিয়ে দলের অনায়াস জয় নিশ্চিত করার পরও রাতের দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠ থেকে সতীর্থ শিবম দুবেকে সঙ্গে নিয়ে সোজা সাজঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক। দ্রুত সাজঘরের দরজাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে কোনওরকম সৌজন্যতা দেখানোর প্রয়োজন মনে করেনি টিম ইন্ডিয়া। কেন এমন ভাবনা?

> আপনি আপেলের সঙ্গে কমলালেবুর তুলনা করতে পারেন না। এই দলটাও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এখনও যাচ্ছে। ছবিটা বাইরে থেকে বেশিরভাগ সময় বোঝা যায় না। বর্তমান ভারতীয় দলের উপর আমাদের পুরো ভরসা রয়েছে। আমি নিশ্চিত, এই দল আগামীদিনে আরও সাফল্য এনে দেবে।
>
> **গৌতম গম্ভীর**

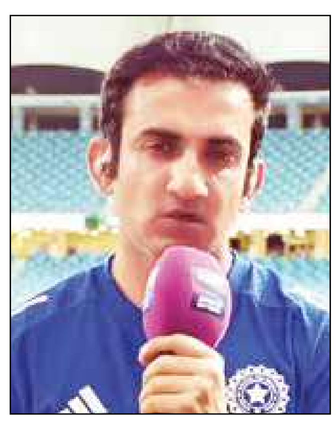

পাকিস্তানের বয়কট করা পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে ভারত অধিনায়ক স্কাই নিজেই স্পষ্ট করেছেন। পহলগামে নির্মম জঙ্গিহানার শিকার হয়ে প্রাণ হারানো ২৬ জনের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। ভারতীয় সেনাকে পাকিস্তান-বধের সাফল্যও উৎসর্গ করেছেন তিনি। একা সূর্য নন, শুভমান গিলও একই পথে হেঁটেছেন। মরুদেশে ঘটনাবহুল রাতকে আরও রঙিন করে দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। রাতের দুবাই স্টেডিয়ামে ম্যাচ জয়ের পর তিনি সম্প্রচারকারী চ্যানেলে হাজির হয়েছিলেন। সেখানে আপেল ও কমলালেবুর যে কোনওভাবেই তুলনা হয় না, স্পষ্ট করেছেন তিনি। ভারত অধিনায়ক কারও নাম না করে দুই দলের মধ্যে ফারাক কতটা, সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন। গম্ভীরের কথায়, ‘আপনি আপেলের সঙ্গে কমলালেবুর তুলনা করতে পারেন না। এই দলটাও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এখনও যাচ্ছে। ছবিটা বাইরে থেকে বেশিরভাগ সময় বোঝা যায় না। বর্তমান ভারতীয় দলের উপর আমাদের পুরো ভরসা রয়েছে। আমি নিশ্চিত, এই দল আগামীদিনে আরও সাফল্য এনে দেবে।’

টিম ইন্ডিয়া আগামীদিনে কতটা সফল হবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে গতরাতের দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে শাহিন শা আফ্রিদিদের বিরুদ্ধে যে দাপট দেখিয়েছে ভারত, কোচ গম্ভীর তার প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, ‘এর চেয়ে ভালো আর কী-ই বা হতে পারে। বিপক্ষকে ১২৭ রানে আটকে দিয়েছি আমরা। পরে হাসতে হাসতে ম্যাচ জিতেছি। পুরো ম্যাচে কোনও ভুল করিনি আমরা। কোচ হিসেবে দলের কাছে এর চেয়ে বেশি আর কী-ই বা চাওয়া যায়।’ পহলগামে জঙ্গিহানা, ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের পরও টিম ইন্ডিয়ার তরফে আরও প্রতিবাদের প্রয়োজন ছিল বলে মনে করছেন ভারতীয় কোচ। গম্ভীর ও তাঁর দল গতকাল রাতে পাকিস্তানকে দুরমুশ করে ঠিক সেটাই করে দেখিয়েছেন। ভারতীয় কোচের কথায়, ‘পহলগামে নিহতদের পাশে থাকতে চেয়েছিলাম আমরা। সেটা করে দেখিয়েছে আমাদের দল। ভারতীয় সেনা আমাদের গর্ব। আজকের সাফল্য ভারতীয় সেনাকে উৎসর্গ করতে পারার মধ্যেও রয়েছে তৃপ্তি।’

সুপার ফোরে ভারত, লড়ছে হংকং

আবু ধাবি ও দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপে সোমবার গ্রুপ ‘এ’-র খেলায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ৪২ রানে ওমানকে হারিয়ে দেয়। যার ফলে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সুপার ফোরে চলে গেল ভারত। মহম্মদ ওয়াসিম (৫৪ বলে ৬৯) ও আলিশান শরাফু (৩৮ বলে ৫১) ওপেনিং জুটিতে আমিরশাহিকে ৮৮ রানে পৌঁছে দেন। এরপর তাদের কেউ বড় রান না পেলেও ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৭২ রানে শেষ করে। জবাবে ওমান ১৮.৪ ওভারে ১৩০ রানে অল আউট হয়। ২৩ রানে ৪ উইকেট নেন জুনাইদ সিদ্দিকি।

গ্রুপ ‘বি’-র খেলায় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হংকং ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪৯ রান করে। ওপেনার অংশুমান রথ ৪৮ রান করেন। তবে দুবাইয়ের বাইশ গজে তাদের চ্যালেঞ্জিং স্কোরে পৌঁছে দেওয়ার কারিগর নিজাকত খান (৩৮ বলে অপরাজিত ৫২)। নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সঙ্গে ২ উইকেট নিয়েছেন দুষ্মন্ত চামিরা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ৩ ওভারে ১১/০ স্কোরে।

এশিয়া কাপে আজ

আফগানিস্তান বনাম বাংলাদেশ

সময় : রাত ৮টা, **স্থান :** আবু ধাবি
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন শিলিগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, শিলিগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা পারস জৈন - কে 13.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 70K 95988 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই জীবন পরিবর্তনকারী সুন্দর এমন একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এই জয় শুধুমাত্র আর্থিক স্থিতিশীলতা এনে দিয়েছে তা নয় বরং নতুন উদ্যোগ এবং সম্ভবনার দ্বারও খুলে দিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে সৌরভ দে ও রাজেশ দাস। -শিবশংকর সূত্রধর

সৌরভের জোড়া গোল

কোচবিহার, ১৫ সেপ্টেম্বর : কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুলের প্রাক্তনী রামভোলিয়ান্সের ৭ দলীয় ফুটবলে সোমবার ২০১৮ প্রাক্তনী দল ২-০ গোলে ২০২০ প্রাক্তনীদের হারিয়েছে। রামভোলা হাইস্কুলের মাঠে ম্যাচের সেরা সৌরভ দে জোড়া গোল করেন। পরের ম্যাচে ২০১৫-২০২১ সংযুক্ত দল ১-০ গোলে নব্বইয়ের দশক প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা সংযুক্তর রাজেশ দাস গোল করেন।

ম্যাচ স্থগিত

হলদিবাড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায়বসুনিয়া ও বাণী রায়বসুনিয়া ট্রফি জুনিয়ার ফুটবলে সোমবার বৃষ্টির কারণে কাশিয়াবাড়ির জেএসকে সেভেন স্টার ও ভারতীয় যুব সংঘের ম্যাচ স্থগিত হয়েছে। যুব সংঘের সভাপতি ভূপেন রায়বসুনিয়া জানিয়েছেন, ম্যাচটি পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার খেলবে কাঞ্চার মোড় বিপ্লবী সংঘ ও উত্তর পাঠান পাড়া জুনিয়ার দল।

চ্যাম্পিয়ন আমবাড়ি নেতাজি

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৫ সেপ্টেম্বর : বাবুরডাঙ্গা সবুজ সংঘের ব্রজেন দাস ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আমবাড়ি নেতাজি ক্লাব। সোমবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে খাকরিবাড়ি সাজেরপাড় একাদশকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন ফাইনালের সেরা রনি হালদার। প্রতিযোগিতার সেরা সাজেরপাড়ের জিশান রাভা। সেরা গোলকিপার বাপি রায়।

ট্রফি নিয়ে উল্লাস আমবাড়ি নেতাজি ক্লাবের।

ছবি : রাকেশ শা

জিতল বিপ্লব

চ্যাংরাবান্ধা, ১৫ সেপ্টেম্বর : ভাই ভাই সংঘ ও পাঠাগারের ভাই ভাই কাপ ফুটবলে সোমবার বীরপাড়ার আমবাড়ি বিপ্লব সংঘ ফুটবল অ্যাকাডেমি ২-০ গোলে মেটেলির ধূপঝোড়া একাদশকে হারিয়েছে। চ্যাংরাবান্ধা লাল স্কুল মাঠে গোল করেন আমন ওরাওঁ ও ম্যাচের সেরা রামিজ রাজা। বৃহস্পতিবার খেলবে কোচবিহার কোতোয়ালি পুলিশ টিম ও নিউ চ্যাংরাবান্ধা কোয়ালিটি ব্যাটালিয়ন।

ম্যাচের সেরা রামিজ রাজা।
ছবি : শতাব্দী সাহা

B-TEX
SINCE 1942
বি-টেক্স লোশন

একজিমা, চুলকানি এবং দাদের হাত থেকে বি-টেক্স লোশন মুক্তি দেয়।

Now available on Flipkart HEALTHMUG JioMart 1mg shopbtex.com